উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 30 November 2024 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 191 MLD

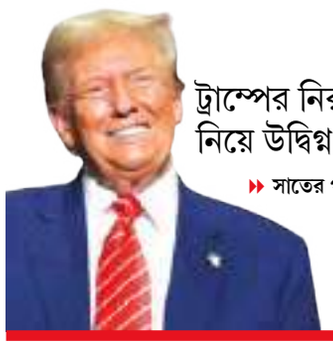

ট্রাম্পের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন পুতিন

সাতের পাতায়

বিওএ'র মসনদ হারালেন স্বপন

চোদ্দোর পাতায়

দুবাই থেকে উদ্ধার

কাজের খোঁজে দুবাইয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন দুই তরুণ। কিন্তু সেখানে দালালের ফাঁদে পড়েন তাঁরা। লক্ষাধিক টাকা দাবি করেন এজেন্ট। অবশেষে সাংসদের হস্তক্ষেপে দেশে ফেরেন দুই তরুণ।

বিস্তারিত দুয়ের পাতায়

প্রতিবাদে অবরোধ

বিশেষভাবে সক্ষম এক তরুণীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল রায়গঞ্জ থানার এক প্রত্যন্ত গ্রামে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করা হয়।

বিস্তারিত চারের পাতায়

খোলা আকাশের নীচে

নেই স্কুলের ভবন, শৌচালয় কিংবা রান্নাঘর। খোলা আকাশের নীচেই চলছে পঠনপাঠন। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার এমন বেহাল এবং অব্যবস্থার ছবি ধরা পড়েছে মালদার চাঁচল-২ নম্বর ব্লকের নয়াটোলায়।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

কীটনাশক পান

ক্রিকেট খেলা দেখতে যাওয়ার জন্য টাকা দেননি স্ত্রী। মাত্র ৫০ টাকা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শুরু হয় বচসা। পরিবারের দাবি, এরপরই বাড়িতে থাকা কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হন স্বামী।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

বলি বিতর্কে বোল্লা কমিটি কাঠগড়ায়

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ২৯ নভেম্বর : সবেমাত্র শেষ হয়েছে বোল্লার ঐতিহ্যবাহী রক্ষাকালী পুজো। পুজো শেষের সঙ্গে শুরু হয়েছে প্রবল বিতর্ক। অভিযোগ উঠেছে, পুজোর সময় পশুবলির ক্ষেত্রে প্রশাসনের নির্দেশ লঙ্ঘন করা হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশিকাও লঙ্ঘিত হয়েছে। এর জেরে পুজো কমিটির ছয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা রুজু করেছেন পতিরাম থানার ওসি সৎকার স্যাংবো।

সুয়োমোটো এই মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন পুজো কমিটির সভাপতি দেবাশিস কর্মকার, সহ সভাপতি রাজীব কর্মকার, ম্যানেজার মানসরঞ্জন চৌধুরী, ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অর্ঘ্য সরকার, সম্পাদক নিত্যরঞ্জন কর্মকার এবং কোষাধ্যক্ষ অর্ঘ্যজিৎ সেন।

বোল্লাপুজোয় দর্শনার্থীরা। - ফাইল চিত্র

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, ২২ থেকে ২৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এই পুজোয় পশুবলির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নির্দেশিকা মানা হয়নি। বিপুল সংখ্যক পশুকে বলি দেওয়া হয়েছে।

গত ৬ নভেম্বর বালুরঘাট মহকুমা অফিসার পুজো কমিটির সঙ্গে বৈঠক করে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, আইন মেনেই সব করতে হবে। শুধু প্রশাসন নয়, কলকাতা হাইকোর্টও বলির ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে চলার জন্য পুজো কমিটিকে নির্দেশ দিয়েছিল। হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল, খুব বেশি সংখ্যক পশুবলি দেওয়া যাবে না। অভিযোগ, আদালতের সেই নির্দেশ উপেক্ষা করেই এবার অসংখ্য পশুবলি দেওয়া হয়েছে। তবে অভিযুক্তদের দাবি ভিন্ন। মানসরঞ্জন

> একটি সুয়োমোটো মামলা দায়ের করা হয়েছে। তদন্তের পর যদি সব ঠিকঠাক থাকে তাহলে বিষয়টি ক্লোজ হয়ে যাবে।
>
> **চিন্ময় মিত্তাল**
> পুলিশ সুপার

চৌধুরী জানান, 'প্রশাসনের সমস্ত নির্দেশ মেনেই বলি দেওয়া হয়েছিল। বলির সংখ্যা কমানো হয়েছিল। বলির স্থান ঘিরে সুরক্ষিত রাখা হয়েছিল। সোপট্যাংকের মাধ্যমে বলিস্থল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়। বলির পর পশুদেহ সঠিকভাবে প্যাকেজিংও করা হয়। সমস্ত কাজ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই করা হয়েছিল। এরপরেও সুয়োমোটো মামলা কেন হল, তা বোঝা যাচ্ছে না।' একই বক্তব্য অর্ঘ্য সরকারেরও।

পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানান, 'একটি সুয়োমোটো মামলা দায়ের করা হয়েছে। তদন্তের পর যদি সব ঠিকঠাক থাকে তাহলে বিষয়টি ক্লোজ হয়ে যাবে।' পতিরাম থানার ওসি সৎকার স্যাংবোর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি। মেলা শেষ হওয়ার পরই দায়ের করা এই সুয়োমোটো মামলা নিয়ে এলাকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ঐতিহ্যবাহী বোল্লা রক্ষাকালী পুজো এমন বিতর্কে জড়িয়ে পড়ায় অনেকেই হতাশ। প্রশাসন এবং পুজো কমিটির এই টানাপোড়েন আগামীদিনে কী পরিণতি নেয়, তার দিকে নজর রাখছেন এলাকার মানুষ।'

ওপেন টি বায়োস্কোপ।। *শুক্রবার কুশমণ্ডিতে ছবিটি তুলেছেন সৌরভ রায়।*

সাদা চোখে সাদা কথায়

নেতা পালটে তৃণমূলের চরিত্র বদল অসম্ভবই

গৌতম সরকার

কাজ দেখাতে না পারলে বাপি বাড়ি যা। তৃণমূলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাতাটা অনেকটা সেরকমই ছিল। ব্রিগেডে দলের সর্বশেষ সভায় তিনি তিন মাসের মধ্যে সাংগঠনিক ঝাঁকুনি দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পরে গত ৭ নভেম্বর নিজের জন্মদিনে জানিয়েছিলেন, রদবদলের তালিকা তিনি দলনেত্রীর হাতে তুলে দিয়েছেন। অতঃপর সিদ্ধান্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তারপর আরও তিন সপ্তাহ পার। দলে এখনও নট নড়নচড়ন।

বদলের কোনও হাওয়া মালুম হচ্ছে না। সপ্তাহখানেক আগে তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে প্রসঙ্গটি আলোচনাতেই আসেনি। বৈঠকে উপস্থিত অভিষেকও রা কাড়েননি। বৈঠকের নির্যাসে বরং স্পষ্ট, মমতা দলে নিজের বজ্রমুষ্টি আরও শক্ত করলেন। উপনির্বাচনে রাজ্যে ৬-এ ৬ সাফল্যে দলের আরও শ্রীবৃদ্ধির পর তৃণমূলে গুঞ্জন উঠেছিল, অভিষেকের অপছন্দের তালিকায় থাকা নেতাদের আর রেহাই নেই। আলোচনা শুরু হয়েছিল, কিছু নেতা, পদাধিকারীদের ঘাড়ে কোপ পড়ল বলে।

অভিষেক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, অন্তত ১৫টি জেলায় সাংগঠনিক রদবদল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। বলির পাঁঠা হবেন কয়েকটি পুরসভার চেয়ারম্যানরাও। উপনির্বাচনের ফলাফলের আগেই মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহার সাসপেনশন সেই জল্পনায় ঘি ঢেলেছিল। হা হতোস্মি। কোথায় কী! সকলেই বহালতবিয়তে। বরং জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে বিভিন্ন স্তরে দলীয় মুখপাত্রদের অদলবদলে থেকে গেলেন পুরোনো মুখেরাই।

তবে অভিষেকের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী আর কোনওদিন দাওয়াই দেওয়া হবে না- এটা ভাবারও কারণ নেই। কারণ, দলটার নাম তৃণমূল। নেত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধী দল থাকার সময় থেকে তৃণমূলে কখন কী বদল হবে, আগাম কেউ জানতেন না। সমস্যাটা আসলে অন্য। এই ধরুন না, জলপাইগুড়িতে কোনও পুরসভা আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু চেয়ারম্যান বদল করলে বিকল্প কে? ভাইস চেয়ারম্যানের ঘাড়ে তো মামলা ঝুলছে।

গৌতম দেবকে সরালে শিলিগুড়ির মেয়র পদে দ্বিতীয় নামটা বলুন তো! মালদায় বাম দল থেকে আসা আব্দুল রহিম বক্সীকে জেলা সভাপতি করে রাখা হয়েছে। পারফরমেন্স কী! দুর্নীতি বা অকথাকুকথা ছাড়া আর কোনও বিষয়ে মালদায় তৃণমূলের নাম উচ্চারিত হয় না। সভাপতি বদলালে কে হবেন তাঁর উত্তরসূরি? একটা নাম বলুন। পুরোনো যাঁরা আছেন, তাঁরা কোনও না কোনও সময় সভাপতি হয়েছেন। *এরপর দশের পাতায়*

রতুয়ায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে বাধা

থানায় সাধুকে আটক

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

মালদা, ২৯ নভেম্বর : মালদায় ফের বিতর্ক দানা বাঁধল উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবন নিবাসী সাধু হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজকে নিয়ে। ঠিক যে সময় ওপার বাংলায় ইসকনের চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুর গ্রেপ্তারি নিয়ে উত্তাল সারা দেশ, প্রতিবাদে এপার বাংলাতেও ছড়িয়ে পড়েছে বিক্ষোভের আঁচ, সেই আবহে এবার এই বাংলায় আরেক সাধুকে আটকের অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে।

কেন সমন

- গত ফেব্রুয়ারি মাসে মালদায় এসেছিলেন উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবনের বিদ্যাভারতী ট্রাস্টের সভাপতি হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজ
- সেই সময় তিনি আদিনা গিয়ে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন। আদিনাকে তিনি আদিনাথ মন্দির বলে দাবি করেছিলেন
- পুলিশ তাঁকে বাধা দিলে গাজোল থানার এক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে তাঁর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছিল
- ওই ঘটনার সময় হিরণ্ময় গোস্বামী দাবি করেছিলেন, তিনি সেখানে কোনওরকম পুজো করেননি
- দিনকয়েক আগে হিরণ্ময় গোস্বামীর' কাছে একটি নোটিশ পাঠায় বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ

অভিযোগ, গত ফেব্রুয়ারি মাসে মালদায় এসেছিলেন উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবনের বিদ্যাভারতী ট্রাস্টের সভাপতি হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজ। সেই সময় তিনি আদিনায় গিয়ে সংস্কৃতে মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন। আদিনাকে আদিনাথ মন্দির বলে দাবি করেছিলেন। সেই সময় পুলিশ তাঁকে বাধা দিলে গাজোল থানার এক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে তাঁর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছিল। সেই সময় হিরণ্ময় গোস্বামী দাবি করেছিলেন, তিনি সেখানে পুজো করেননি।

সেই ঘটনা নিয়েই দিনকয়েক আগে হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজের কাছে সিআরপিসির ৪১ ধারায় একটি নোটিশ পাঠায় বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। অভিযোগ, সেই নোটিশের ভিত্তিতে জেরার অছিলায় হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজকে হেনস্তা করা হয়।

অভিযোগ, ওই ঘটনার পরদিন একই ধারায় আবার একটি নোটিশ যায়। নোটিশে বলা হয় বৈষ্ণবনগর থানা নয়, তাঁকে কালিয়াচক থানায় হাজিরা দিতে হবে। এরপর কেটে গিয়েছে বেশ কয়েক মাস। গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য মালদাতেই রয়েছেন হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজ। তাঁর দাবি, বৃহস্পতিবার সকালে তিনি কালিয়াচক থানায় যান। সেখানে সমস্ত কাজকর্ম হয়ে যায়। থানা থেকে বেরিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন রতুয়ায় ভাগবতগীতাপাঠের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। হঠাৎ মাঝরাস্তায় পুলিশের একটি গাড়ি এসে তাঁকে অনুরোধ করে ফের থানায় যাওয়ার জন্য। তিনি ফের থানায় গেলে সেখানে তাঁকে আটকে রাখা হয়। তাঁর আরও অভিযোগ, তাঁকে আটকে রাখার পিছনে ছিল বড় চক্রান্ত। কারণ, সেই সময় রতুয়া থানা থেকে বারবার ফোন আসছিল তাঁকে যাতে না ছাড়া হয়। থানার বাইরে বাড়তে থাকে তাঁর অনুগামীদের ভিড়। অন্যদিকে, রতুয়ায় যেখানে তাঁর অনুষ্ঠান ছিল সেখানেও তাঁকে আটক করার খবর ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর অনুগামীরা রাস্তা অবরোধ করেন। পরবর্তীতে সন্ধের সময় কালিয়াচক থানা থেকে তাঁকে ছাড়া হয়। এই মুহূর্তে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন তিনি। তাঁর আশঙ্কা, 'রাস্তায় যে কোনও সময় আমার উপর আক্রমণ হতে পারে।' কেন্দ্রের কাছে নিরাপত্তারক্ষীর দাবি করেছেন তিনি।

যদিও জেলা পুলিশের দাবি, হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজকে আটক করা হয়নি। নির্দিষ্ট ধারায় উপযুক্ত কারণে থানায় ডাকা হয়েছিল। হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজ বলেন, 'একজন সনাতনী সাধু আমি। সারা দেশজুড়ে কাজ করি মানুষের জন্য। সেখানে এভাবে আমাকে হেনস্থা এবং মানসিক নির্যাতন করছে পুলিশ। নিরাপত্তার প্রচণ্ড অভাব বোধ করছি। গতকাল যখন থানায় ছিলাম খুব বাজে শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। পুলিশকে ফোনের ওপার থেকে কেউ নির্দেশ দিচ্ছিল। যখন আমার অনুগামীরা রাস্তা অবরোধ করেছিল, পরিস্থিতি খারাপ হবে বুঝতে পেরে সন্ধের সময় ছেড়েছে।'

মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদবের বক্তব্য, 'গাজোলের একটি ঘটনায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আটক করা হয়নি।'

কালিয়াচক থানার সামনে অনুগামীদের মাঝে বৃন্দাবন নিবাসী সাধু হিরণ্ময় গোস্বামী। বৃহস্পতিবার। - সংবাদচিত্র

চট্টগ্রামে ফের আক্রান্ত মন্দির

সেই কথাও জয়শংকরের বক্তব্যে উঠে এসেছে। তিনি জানিয়েছেন, ঢাকাস্থিত ভারতীয় হাইকমিশন বাংলাদেশের পরিস্থিতির দিকে বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলির দিকে নিয়মিত নজর রাখছে। বৃহস্পতিবারই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন বিদেশমন্ত্রী।

এদিন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'বাংলাদেশের হিন্দু এবং অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর লাগাতার হামলা এবং হুমকির ঘটনা প্রসঙ্গে ভারত সেদেশের সরকারের কাছে বারবার নিজেদের ক্ষোভ এবং উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেছে। আমাদের অবস্থান এই বিষয়ে একদম পরিষ্কার। বাংলাদেশের সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে রক্ষা করা সেদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব। ক্রমবর্ধমান হিংসা এবং উস্কানির ঘটনা স্রেফ সংবাদমাধ্যমের মনগড়া, অতিরঞ্জিত বলে খারিজ করে দেওয়া যায় না।' এদিন চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গেও মুখ খুলেছে বিদেশমন্ত্রক। জয়সওয়াল বলেন,' ইসকন একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্থা যারা সমাজসেবায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ইসকন সন্ন্যাসীর বিচারও যাতে নিরপেক্ষভাবে হয় সেই বার্তাও দিয়েছে সাউথব্লক।

স্বাভাবিকভাবেই নয়াদিল্লির এহেন অবস্থানের তীব্র বিরোধিতা করেছে ঢাকা। অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, 'বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের অযাচিত উদ্বেগ থামছেই না। অথচ সেদেশের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর অসংখ্য নির্মমতার ঘটনা ঘটছে। এই ব্যাপারে তাদের সংকোচ বা অনুশোচনা নেই। ভারতের এই দ্বিচারিতা নিন্দনীয় এবং আপত্তিকর।' একটি *এরপর দশের পাতায়*

রেজিস্ট্রার ছুটিতে, পদত্যাগ ডিনের

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৯ নভেম্বর : চরম অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে। গত বৃহস্পতিবার রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার অনির্দিষ্টকালের ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গেছেন। এস্টেট অফিসার অধ্যাপক বরেন্দ্রনাথ গিরি অব্যাহতি চেয়ে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ারের ডিন অধ্যাপক ভাস্কর ঝাও পদত্যাগ করেন। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পাওয়া গেল না উপাচার্য, রেজিস্ট্রার সহ উচ্চপদস্থ কোনও আধিকারিককে।

শিক্ষাকর্মীরা আজও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ায় অধিকাংশ ডিপার্টমেন্টে ক্লাস হয়নি। গাড়ির চালক,সাফাইকর্মী থেকে শুরু করে অধিকাংশ কর্মী

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম অচলাবস্থা

উপাচার্যের পদত্যাগের পাশাপাশি শিক্ষাকর্মী তপন নাগের সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবিতে সকাল থেকে অবস্থানে বসেন। ভূগোল সহ বেশ কয়েকটি ডিপার্টমেন্টে দেখা গেল বিভাগীয় প্রধানদের ঘরের তালা খুলতে, ঝাড়ু দিতে এমনকি ছাত্রছাত্রীদের শৌচাগার পর্যন্ত পরিষ্কার করতে।

ভূগোল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা রুমকি সরকার এ ব্যাপারে মুখ খুলতে নারাজ। রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার জানান, 'গাড়ির চালক যদি না আসেন তবে কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফিরব। দুদিন গাড়ি ভাড়া করে যাতায়াত করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফাইল থাকে, তাই বাইরের গাড়ি নিয়ে এভাবে যাতায়াত ঠিক নয়। কেউ আন্দোলন করলে আমি তো জোর করে তুলে দিতে পারিনা। তাই উপাচার্যের কাছে ছুটির আবেদন করে বাড়ি ফিরে এসেছি। আন্দোলন তুললেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব। পাশাপাশি অনেক ছুটিও আছে। আমরা সকলেই চাই দ্রুত সমস্যার সমাধান হোক।' পদত্যাগী এস্টেট অফিসার বরেন্দ্রনাথ গিরি এবং স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ারের ডিন ভাস্কর ঝা কিছু বলতে চাননি। রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার বলেন, 'এস্টেট অফিসারের পদত্যাগপত্র উপাচার্যের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দীপক কুমার রায় ফোন কেটে দেন। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম অচলাবস্থা কবে স্বাভাবিক হবে কেউই বলতে পারছেন না। আন্দোলনের জেরে অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। যদিও শিক্ষাকর্মী আন্দোলনের দুই নেতা বিজয় দাস ও সুবীর চক্রবর্তীর দাবি, ফিন্যান্স দপ্তরের কর্মীরা আন্দোলনে যোগ দেয়নি। তাই বেতন নিয়ে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের জেলা সভাপতি তপন নাগ জানান, 'উপাচার্য নিজের স্কলারদের নিয়মের বাইরে গিয়ে অতিরিক্ত সাম্মানিক পাইয়ে দিয়েছেন। যাবতীয় প্রমাণপত্র সহ অভিযোগপত্র উচ্চশিক্ষা দপ্তর ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিন দেখা যায়,অনেক অধ্যাপক শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনকে সমর্থন করে পাশে দাঁড়ান। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সমস্যার সমাধান করতে জরুরি বৈঠকে বসেছেন উপাচার্য।

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

চল্লিশ বছর ধরে অত্যাচার

স্বামীর মারে ঘরছাড়া বৃদ্ধা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৯ নভেম্বর : বিয়ের চল্লিশ বছর পর স্ত্রীকে বেধড়ক মেরে হাত ভেঙে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন স্বামী। পুত্রসন্তান জন্ম দিতে না পারা তাঁর একমাত্র 'ত্রুটি'। কীর্তিমান স্বামীর কাণ্ডকারখানা এখানেই শেষ নয়। নিজের তিনটি কন্যাসন্তানকে মোটা টাকার বিনিময়ে তিনি গুরগাঁও, হরিয়ানার পানিপথ ও রাজস্থানে বিক্রি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার রাতে বৃদ্ধা পুলিশের দ্বারস্থ হন। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার কুমারজোল গ্রামে। রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার বলেন, 'অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে। সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা অসহায় ওই বৃদ্ধা রায়গঞ্জ থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে নির্যাতন ও খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ৪০ বছর আগে সালিয়া খাতুনের সঙ্গে সালাউদ্দিনের বিয়ে হয়। পুত্রসন্তানের আশায় পরপর ৮টি কন্যাসন্তানের জন্ম হয় ওই দম্পতির। অভিযোগ, তাদের মধ্যে তিনটি কন্যাসন্তানকে ভিনরাজ্যে বিক্রি করে দেন সালাউদ্দিন।

বাকি পাঁচ মেয়ে বাবার অত্যাচার ও বিয়ে দিতে অস্বীকার করায় বাধ্য হয়ে তাদের পছন্দমতো ছেলের সঙ্গে বিয়ে করে। চলতি মাসের ২৬ তারিখে নিজের স্ত্রীকে বেধড়ক মেরে হাত ভেঙে মধ্যরাতে বাড়ি থেকে বের করে দেয় সালাউদ্দিন। মেয়েরা খবর পেয়ে ভিনরাজ্য থেকে রায়গঞ্জে আসে। এরপর প্রতিবেশীর বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া নির্যাতিতা বৃদ্ধ মাকে উদ্ধার করে প্রথমে তাঁরা রায়গঞ্জ থানায় নিয়ে আসে। সেখানে অভিযোগ করার পর রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওই মহিলাকে ভর্তি করা হয়।

ওই প্রসঙ্গে নির্যাতিতা বৃদ্ধা সালেয়া খাতুনের অভিযোগ, 'পুত্রসন্তানের আশায় পরপর আটটি কন্যাসন্তান *এরপর দশের পাতায়*

ধর্মাচরণ নিয়ে সংঘাতে ভারত-বাংলাদেশ

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৯ নভেম্বর : চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারি এবং বাংলাদেশে ক্রমাগত হিন্দু নির্যাতনের ঘটনায় আপাতত সুর নরমের পথে হাঁটতে নারাজ মোদি সরকার। বরং সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের জান-মালের সুরক্ষার দায়িত্ব যে সম্পূর্ণরূপে ড.মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারেরই সেকথা সাফ জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। তবে একইসঙ্গে এও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি যেমন চলছে তা অব্যাহত থাকবে। ভারতের কঠোর অবস্থানের জবাবে বাংলাদেশের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, নয়াদিল্লি দ্বিচারিতা করছে। এর পাশাপাশি বৃহস্পতিবার কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের দপ্তরের বাইরে একটি হিন্দু সংগঠনের বিক্ষোভ সমাবেশে যেভাবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা এবং প্রধান উপদেষ্টার কুশপুতুল পোড়ানো হয়েছে তারও তীব্র নিন্দা করেছে ঢাকা।

শুক্রবার কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর লোকসভায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গে এক লিখিত জবাব দিয়েছেন। তাতে বাংলাদেশের সমস্ত নাগরিকের বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার সর্বপ্রকার দায়িত্ব সেদেশের সরকারেরই বলে জানানো হয়েছে। বিদেশমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, 'বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দু এবং অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হিংসার একাধিক ঘটনার খবর সরকারের গোচরে এসেছে। অগাস্ট থেকে তাঁদের বাড়িঘর, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, মন্দির, ধর্মীয় উপাসনাস্থলে হামলা চলেছে। এই বিষয়টি সরকার গুরুত্ব দিয়ে দেখছে এবং বাংলাদেশের সরকারকে নিজেদের উদ্বেগের কথাও জানানো হয়েছে।' দুর্গাপুজোর সময় ঢাকার একটি পুজো মণ্ডপে হামলা, সাতক্ষীরার একটি মন্দিরে চুরির ঘটনা সামনে আসার পর যে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছিল

০২ বছরের জন্য সিএমএস/কিওস্ক ও ডেস্কটপের ফলাফলের ভিত্তিতে সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণের কার্যকলাপ

টেন্ডার নং: ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১৫-২৪-২৫, তারিখ: ২৭-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম :** ০২ বছরের জন্য সিএমএস/কিওস্ক ও ডেস্কটপের ফলাফলের ভিত্তিতে সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণের কার্যকলাপ। **টেন্ডার মূল্য:** ৪৪,৮৪,০৫৬ টাকা; **বায়নার ধন:** ৮৯,৭০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৭-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Tender Notice

NIT No. 61 of 2024-25 (1st Call) dt- 26/11/2024

Tenders of 11(Eleven) nos. of Scheme is hereby invited on behalf of Gangarampur Municipality. Last Date of submission is **12/12/2024.** Details of NIT may be seen in the Website **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Chairman
Gangarampur Municipality

ডিজেল রেল ইঞ্জিন ক্রয়ের জন্যে ইওআই আমন্ত্রণ

নোটিস সংখ্যা. মেক/ডিএসএল/কনডেমনেশন/২০১৫/২০ ডিওএল-I
তারিখঃ ২৯-১১-২০২৪

প্রধান মুখ্য বৈদ্যুতিক অভিযন্তা, বৈদ্যুতিক বিভাগ, উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে প্রত্যাশিত ক্রেতাগণ থেকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ১২ টি ডব্লিউডিএম৩এ এবং ১৫ টি ডব্লিউডিজি৩এ ডিজেল রেল ইঞ্জিন ক্রয়ের জন্যে আগ্রহের অভিব্যক্তি (ইওআই) আমন্ত্রণ করছে (নিউ গুয়াহাটি ডিজেল শেডের ইঞ্জিন নং. ১৬৬৪৮, ১৬৬৮০, ১৬৬৮১, ১৬৭৩৯, ১৬৭৫৮, ১৬৮০০, ১৬৮১৯, ১৬৮৪৩, ১৬৮৬৪, ১৬৮৬৫, ১৬৮৬৮ এবং ১৬৮৭০ এবং নিউ গুয়াহাটি ডিজেল শেডের ইঞ্জিন নং. ১৪৫০৩, ১৪৫০১, ১৪৫১৭, ১৪৭৫৩, ১৪৭৫৮, ১৪৫০৭, ১৪৭৫৯, ১৪৭৬৩, ১৪৮৪৩, ১৪৮৪৫, ১৪৮৬১, ১৪৯১০, ১৪৯১৬, ১৪৯৩৬ এবং ১৪৯৭৩)। এই রেল ইঞ্জিনসমূহ এলকো ডিজেল ইঞ্জিনের অতিরিক্ত ইঞ্জিন এবং চালাচল করা অবস্থায় থাকা ১৫ বৎসর থেকে অধিক আয়ুর ইঞ্জিন। ইঞ্জিনসমূহ ডিজেল শেড, নিউ গুয়াহাটিতে পরিদর্শন করতে পারবেন। যেকোনো প্রশ্নের জন্যে অনুগ্রহ করে যেকোনো কার্যশীল দিনের (সোমবার - শুক্রবার) সকাল ১০.০০ ঘন্টা থেকে বিকাল ৫.০০ ঘন্টার ভেতরে ডিওয়াই.সিএমই/ডিএসএল/এনএফআরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন (যোগাযোগ নং. ৯৯৫৭৫৫০৪০৮)। প্রতিজিন্না একটি লেফাফার ওপরে "EOI FOR PURCHASING DIESEL LOCOMOTIVES IN RUNNING CONDITION" রূপে বড় অক্ষরে লিখে অন্তিম ১৭-১২-২০২৪ তারিখের ভেতরে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে। প্রস্তাবটি পিসিইই, উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১ কার্যালয়ের ই-মেইল ssedslmlg@gmail.com এও পাঠাতে পারবেন।
ঠিকানাঃ পিসিইইর কার্যালয়, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাওঁ, গুয়াহাটি-৭৮১০১১।

ডিওয়াই.সিএমই/ডি/এইচকিউ

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজ টিভিতে

দিদি নাম্বার ১ সিজন ৯-র ১০০০তম পর্ব উদযাপন।
বিকেল ৪.৩০ **জি বাংলা**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ মিত্তির বাড়ি, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা-আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ সুলতান-দ্য সেভিয়ার, দুপুর ২.৪৫ দাদার কীর্তি, বিকেল ৫.৫০ পিতা, সন্ধ্যা ৭.৫০ ভাগ্য দেবতা, রাত ১০.০০ অভিমান

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ মেজদিদি, বিকেল ৪.২০ সংঘর্ষ, সন্ধ্যা ৭.৩০ সাত পাকে বাঁধা, রাত ১০.৩০ ডাল বাটি চুরমা চচ্চড়ি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ রণক্ষেত্র, দুপুর ১.০০ জোশ, বিকেল ৪.০০ প্রেমী, সন্ধ্যা ৭.৩০ আওয়ারা, রাত ১০.০০ মস্তান

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চিরদিনই... তুমি যে আমার

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ গায়ক, সন্ধ্যা ৭.৩০ প্রণমি তোমায়

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জজ সাহেব

চন্দু চ্যাম্পিয়ন রাত ৮ **জি বলিউড**

গল্লি বয় রাত ১১ **অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি**

জোশ দুপুর ১ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

সে ইয়েস টু দ্য ড্রেস : ইন্ডিয়া
সন্ধ্যা ৬.০৪
টিএলসি

সাংসদের কাছে রাস্তা, কালভার্টের দাবি যদুপুরবাসীর

মালদা, ২৯ নভেম্বর : জমিতে যাওয়ার রাস্তা একটাই। অথচ সেই রাস্তা অধিকাংশ সময় জলে ডুবে থাকে। জমি থেকে ফসল ঘরে তুলতে পাঁচ কিলোমিটার পথ ঘুরে আসতে হয়। এর জন্য বাড়ছে উৎপাদিত ফসলের খরচ। সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে কালভার্ট ও পাকা রাস্তার দাবি তুলছেন ইংরেজবাজারের যদুপুর ১-এর ৪০ হাজার মানুষ। রাস্তা ও কালভার্টের দাবিতে গণস্বাক্ষর সংবলিত এক দাবিপত্র দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরীর হাতে তুলে দিতে চলেছেন। পাশাপাশি তারা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনেরও সাহায্য চাইবেন।

ইংরেজবাজার ব্লকের যদুপুর ১ অঞ্চলের একাংশে রয়েছে সোনাতলা, কেচুয়াহি, জোহরপুর, পাঠানটুলি, গাবগাছি ও যদুপুর। শহরের খুব কাছে হওয়ায় এলাকার জনবসতির ঘনত্ব অনেক বেশি। বেশিরভাগ মানুষের জমিতে যাওয়ার মেঠোপথ থাকলেও রাস্তা ছিল না। বছর পাঁচেক আগে পঞ্চায়েতের তরফে কাঁচা রাস্তা তৈরি হয়। তবে তা নীচু হওয়ায় রাস্তা বেশিরভাগ সময় জলের তলায় থাকে। অগত্যা কৃষকদের জমির ফসল ঘরে তুলে আনতে বাধাপুকুর হয়ে আসতে হয়।

অন্নদাতা সাবিরুদ্দিন শেখ বলেন, 'এক দশক ধরে আমরা পাকা রাস্তার দাবি জানিয়ে আসছি। পাকা রাস্তা হলে শুধু আমরাই উপকৃত হব না। খুব সহজেই হিরাকলোনির স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা পাওয়া যাবে।' এলাকার বাসিন্দা বাবুল খান বলেন, 'পঞ্চায়েত থেকে কাঁচা রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু তা কোনও কাজে আসে না। বেশিরভাগ সময়ই জলে ডুবে থাকায় রাস্তা দিয়ে চলাচল করা যায় না। সৎকার করতে এই এলাকার মানুষদের পাঁচ কিলোমিটার ঘুরে যেতে হয়। পাকা রাস্তা হলে সবার সুবিধে হবে।'

স্থানীয় কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য সেনাউল ইসলাম বলেন, 'যদুপুর এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পাকা রাস্তার। পঞ্চায়েতের পক্ষে এতবড় কাজ সম্ভব নয়। তাই আমরা আমাদের সাংসদ ইশা খান চৌধুরীর দ্বারস্থ হতে চলেছি। প্রায় ১০ হাজার গ্রামের মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হচ্ছে। আমরা এই দাবিপত্র তাঁর হাতে তুলে দেব। উনি সাংসদ কোটার টাকায় রাস্তা করে দিলে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। সাংসদ ছাড়াও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের কাছেও আমরা রাস্তার দাবি জানাব।

কুমারগঞ্জে আবাসের তালিকা

কুমারগঞ্জ, ২৯ নভেম্বর : কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসন সম্প্রতি বাংলা আবাস যোজনার তালিকা প্রকাশ করেছে। ব্লকের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস জানান, 'মোট ১১,০২২ জন উপভোক্তার নামের তালিকা পাওয়া গেছে। প্রাথমিক যাচাইয়ের পর ৯,৩০৯ জন উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছেন। তবে ১,১৬৯ জন অনুপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছেন। এছাড়াও ৫৪৪ জনের তথ্য অসম্পূর্ণ রয়েছে বলে জানা গেছে। তবে এই ৫৪৪ জনকে তালিকা থেকে সরাসরি বাদ এখনও দেওয়া হয়নি।' তালিকাগুলি প্রতিটি পঞ্চায়েত অফিসে প্রদর্শিত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিজেদের পঞ্চায়েত অফিস বা বিডিও অফিসে তথ্য সংশোধন বা অভিযোগ জানাতে পারবেন। বিডিও শ্রীবিশ্বাস আরও জানান, 'সরকার প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা বজায় রাখতে প্রতিটি অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে। কুমারগঞ্জ ব্লকের এই পদক্ষেপ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নজির স্থাপন করেছে। সংশ্লিষ্ট বাসিন্দাদের সময়মতো অভিযোগ জানিয়ে তালিকা সংশোধনের আহ্বান জানানো হয়েছে।'

নাট্যমেলার সভা

বালুরঘাট, ২৯ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির চতুর্বিংশ নাট্যমেলা আগামী ১৭ থেকে ২১ ডিসেম্বর হতে চলেছে বালুরঘাটে। শুক্রবার বালুরঘাট রবীন্দ্র ভবন প্রেক্ষাগৃহে বালুরঘাট তথা দক্ষিণ দিনাজপুরের নাট্যদলগুলির সামনে এই কথা তুলে ধরেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমি দক্ষিণ দিনাজপুরের সদস্য সুরজিৎ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রাজেশ মণ্ডল, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরিশ সরকার প্রমুখ। এই নাট্যমেলায় রঘুনাথগঞ্জ, বহরমপুর, উত্তর দিনাজপুর, বুনিয়াদপুর, এবং দমদমের নাট্যদল অংশ নেবে। সভায় উপস্থিত প্রতিটি নাট্যদলের সদস্য সম্মিলিতভাবেই এই নাট্যমেলা সফল করতে হবে।

ইসকন সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে রায়গঞ্জে মিছিল। শুক্রবার। দিবাকর সাহা।

স্কুলে পোশাক বিলিতে নজরদারি

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৯ নভেম্বর : গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের প্রাক প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের পোশাক সরবরাহ করছে রাজ্য। বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে এই পোশাক বিলি করা হচ্ছে স্কুলগুলিতে। কিন্তু শুরু থেকেই অভিযোগ উঠেছে পোশাকের গুণমান এবং মাপ নিয়ে। শ্রেণিভিত্তিক মাপ না নিয়ে স্কুলে স্কুলে পোশাক দিয়ে দেওয়া হচ্ছে মর্জিমতো। এতেই বিতর্ক হচ্ছে প্রতি বছর। কোথাও অভিযোগ উঠছে, পড়ুয়াদের প্রকৃত সাইজ থেকে কখনও বড়, কখনও ছোট মাপের পোশাক বিলি হচ্ছে। এই সমস্যা দূর করতে মালদা জেলা ডিস্ট্রিক্ট রুরাল ম্যানেজমেন্ট সেলের তরফে ডিস্ট্রিক্ট প্রোজেক্ট ডিরেক্টরের নির্দেশ প্রতিটি সার্কেলে পৌঁছে দেওয়া হল।

নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, আগামী শিক্ষাবর্ষে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে প্রথম সেট এবং মার্চের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিফর্মের দ্বিতীয় সেট পড়ুয়াদের হাতে তুলে দিতে হবে। তার জন্য চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে জেলার বিভিন্ন সরকারি স্কুলে পোশাক সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ক্যাটিগোরিতে ভাগ করে শ্রেণিভিত্তিক পোশাকের মাপ সংগ্রহ করবেন। এই কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কি না সেটা দেখার জন্য জেলার প্রতিটি সার্কেলের স্কুল পরিদর্শকদের নজরদারি করতে হবে। এই কাজের জন্য স্কুলগুলিকে ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করতে বলা হয়েছে। এদিকে এই নির্দেশিকা প্রকাশ্যে আসার পর

জেলাজুড়ে তৎপর এসআইরা

জেলার শিক্ষক এবং অভিভাবক মহলে আশার আলো দেখা গিয়েছে। তাদের অভিযোগ ছিল, প্রতি বছর স্কুল ইউনিফর্মের মাপ গড়বড় হচ্ছে। ফলে ইউনিফর্ম এক বছরও ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারছে না পড়ুয়ারা।

মনোহরপুর এলাকার অভিভাবক স্বপন মণ্ডল বলছেন, 'গত বছরও আমার ছেলে প্রাথমিক স্কুল থেকে দু'সেট পোশাক পেয়েছিল। প্রথমবার এই পোশাক এতটাই বড় হয়েছিল যে সে পরতে পারছিল না। আশা করি এ'বছর এই সমস্যাটা আর হবে না।

ভাজন্না প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজেশকুমার সাহা জানান, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা আমাদের পোশাক দিয়ে চলে যান। কিন্তু এই পোশাক দেওয়ার আগে সঠিকভাবে মাপ নেওয়া হচ্ছিল না। এনিয়ে আমরা বারবার অভিযোগ করছিলাম। পোশাক শিক্ষকরা বিলি করেন। তখন মাপের হেরফের হলে অভিভাবকরা আমাদেরই কথা শোনান। আশা করি এ'বছর এই সমস্যা আর থাকবে না।

হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকের বিডিও সৌমেন মণ্ডল জানাচ্ছেন, 'জেলা প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনে আমি ব্লকের সমস্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে স্কুলে গিয়ে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর পোশাকের মাপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি।'

হরিশ্চন্দ্রপুর দক্ষিণ চক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শক তারক মণ্ডলের বক্তব্য, 'নির্দেশিকা এসেছে। ওই নির্দেশিকা সমস্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষককে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকেও জানানো হয়েছে।'

কুয়াশামাখা ভোরে কাজের পথে। শুক্রবার মালদায় ছবিটি তুলেছেন স্বরূপ সাহা।

জমিজটে আটকে স্কুলের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ

বরুণকুমার মজুমদার

করণদিঘি, ২৯ নভেম্বর : ডালখোলার রানিগঞ্জ পঞ্চায়েতের সীমানন্দপুরের জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর তৈরি শুরু হলেও জমি বিবাদের জেরে তা আটকে গেল। দেওয়াল তৈরিতে বাধা দিয়েছেন ভগবানপুরের বাসিন্দা আব্দুল সুকুর। তাঁর ও তাঁর পরিবারের দাবি, দেওয়াল তৈরির দায়িত্বে থাকা ঠিকাদারি সংস্থা বরাদ্দ জমির সীমানা অতিক্রম করে তাঁর জমির ওপর দেওয়ালের পিলার তৈরি করছেন। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পবনকুমার দুবে ব্লক ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানালে দপ্তরের রেভেনিউ ইনস্পেকটর সুমিত ভট্টাচার্য জমি পরিদর্শনে আসেন। ছিলেন অভিযোগকারী আব্দুর সুকুর ও তাঁর দুই বেসরকারি আমিন।

এই প্রসঙ্গে জমির অপর মালিক আয়েস মহম্মদ, কেতাব আলিরা বলেন, আমাদের জমি ভগবানপুর মৌজায়। স্কুলের দেওয়াল সীমানন্দপুর মৌজার সীমানা ছাড়িয়ে ভগবানপুর মৌজায় পিলার তৈরি করছে বলে বাধা দিয়েছি।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পবনকুমার দুবে বলেন, 'করণদিঘি ব্লক ভূমি দপ্তর দেওয়াল তৈরির জন্য যে জমি বরাদ্দ করেছিল, সেখানেই বিদ্যালয়ের দেওয়াল তৈরি হচ্ছে। আব্দুল সুকুর ও আয়েস মহম্মদ, কেতাব আলিরা দেওয়াল তৈরিতে বাধা দিয়েছে। বর্তমানে ওই অংশের কাজ বন্ধ থাকলেও বাকি কাজ দ্রুতগতিতে চলছে।

করণদিঘি ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক বলছেন, 'দেওয়াল তৈরিতে বাধা দেওয়ায় আব্দুল সুকুর সহ বাকিদের জমির নথি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

নির্যাতনের প্রতিবাদে পথে হিন্দু সংগঠন

রায়গঞ্জ, ২৯ নভেম্বর : বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং চিন্ময় কৃষ্ণদাস প্রভুর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে পথে নামল জাগ্রত হিন্দু সমাজ। শুক্রবার বিকেল চারটার পর শহরের শিলিগুড়ি মোড় এলাকা থেকে সহস্রাধিক হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ পথে নামেন। প্রত্যেকের মুখে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের উপর অত্যাচার বন্ধ করার দাবিতে স্লোগান চলতে থাকে। মিছিলে মহিলা ও পুরুষ উভয়ের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন পুরো শহরে মিছিল পরিক্রমার পর রেলস্টেশনের দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে শেষ হয়। সেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ ইউনূসের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

মদনটাক উদ্ধার

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৯ নভেম্বর : চাষের জমি থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় মদনটাক পাখিকে উদ্ধার করে দশদিন ধরে নিজের বাড়িতেই সেবাশুশ্রূষা করছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুরের কৃষক ভরত দাস। চিন্তায় পড়েছিলেন কীভাবে একা পাখিটিকে সুস্থ করবেন। অবশেষে বিডিওর তৎপরতায় তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নিল বন দপ্তর। কর্মী পাঠিয়ে ওই আহত পাখিটিকে উদ্ধার করা হয়। পাখিটি শেষমেশ সঠিক জায়গায় পৌঁছানোয় খুশি তিনি।

Tender Notice

E-tenders are invited for : 1. Two nos. A.C. vehicle hired on monthly rate contract basis for the Office of The CMOH & The Member Secretary, DH&FWS, Kalimpong (2nd Call) (Tender ID : 2024_HFW_775713_1) (Last Date : 04.11.2024) within 05:00 PM.
For details visit : **www.wbtenders.gov.in**
The CMOH Office, Kalimpong,
Email : **cmohkalimpong1@gmail.com**

Sd/-
CMOH & Member Secretary,
DH & FW Samity, Kalimpong.

Tender Notice

NIT No. 62 of 2024-25 (1st Call) dt- 26/11/2024

Tenders of 7 (Seven) nos. of Scheme is hereby invited on behalf of Gangarampur Municipality. Last Date of submission is **13/12/2024.** Details of NIT may be seen in the Website **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Chairman
Gangarampur Municipality

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

জলপাইগুড়ি, বিধাননগর, রায়গঞ্জ, মালদায় প্রচুর সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন-11000/-। M-99333-45867. (C/113805)

শিলিগুড়িতে কাজ করার জন্য সিকিউরিটি সুপারভাইজার চাই। বেতন 12000 টাকা, থাকা ও খাবার ব্যবস্থা আছে। +OT (M) 9434603126. (C/113479)

Required Siliguri Local Male (X pass min.) for Office work. Age (29-40). M-8637372499. (C/113478)

Application are invited for Headmaster and A.T. in English of **Uttar Banga Public School (High School).** Apply along with necessary testimonials within 15 days. Address : Kamalpur-Babla, Meherapur, Malda, 732207. Email id : ubps2007@gmail.com, Contact : 9851747798/ 9734220947/ 433607673.
(M-112564)

কোহিনুর মডার্ন মিশন (গার্লস) কুশমারি মাথাভাঙ্গার জন্য আবাসিক শিক্ষিকা চাই। (অনার্স/পি.জি) বি.এড। বিষয় :- গণিত, ইংরেজি, ভূগোল। অনাবাসিক শিক্ষক/শিক্ষিকা চাই। যোগ্যতা :- (অনার্স/পি.জি) বি.এড। বিষয় :- বাংলা, ইংরেজি, গণিত, জীবনবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, ইতিহাস, সংস্কৃত। শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ 10/12/2024 (ইং) তারিখের মধ্যে যোগাযোগ করুন। সাক্ষাৎকার :- 12/12/2024 (ইং), মোবাইল নং-9733380483. (C/113801)

অ্যাফিডেভিট

আমি Nikita Minj পিতা : Rama Minj Vill-Birpara T.G., P.O.-Birpara, Dist-Alipurduar আমার আধার কার্ড ভুল থাকায় গত 28.11.2024 তারিখে আলিপুরদুয়ার নোটারি থেকে অ্যাফিডেভিট করে Nikita Minj এবং Nivha Minj একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। এছাড়া আমার জন্মতারিখ 12.12.2002-এর পরিবর্তে 06.05.2003 করা হল। (B/S)

আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 26-11-24 তারিখে E.M. কোর্ট, জলঃ থেকে অ্যাফিডেভিট বলে Joshorani Das ও Jamuna Das এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/113606)

অতিরিক্ত পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরটি_৬_টিআরডি_১২_২০২২-২৩ তারিখঃ ২৭-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ টিএসএস কাটিহারে ২১.৬/৩০.২৪ এমভিএ, ওএনএএন/ওএনএএফ, সিঙ্গল ফেজের ১৩২/২৭ কেভির অতিরিক্ত পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৯৪,১১,৩৪১.৮৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৮৮,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৬-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৬-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি এণ্ড ডিএস/কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : প্রশাসনিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্তদের কাজের চাপ বাড়বে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। **বৃষ :** সামান্য ভুলে বড় কাজ হাতছাড়া হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দলাভ। **মিথুন :** নিজের চেষ্টায় একটা কাজ সম্পূর্ণ করে প্রশংসাপ্রাপ্তি। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির সম্ভাবনা। **কর্কট :** ব্যবসার জন্যে আজ ধার করতে হতে পারে। পেটের সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। **সিংহ :** ব্যবসায় কারও কূটচালে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি। চোখের সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। **কন্যা :** কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত। অযথা শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন। **তুলা :** বাড়িতে পুজোর আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন। পথে চলতে আজ খুব সতর্ক থাকুন। **বৃশ্চিক :** নতুন জমি ও বাড়ি কেনার জন্যে পরামর্শ নিতে পারেন। রাজনীতি থেকে সমস্যা। **ধনু :** সর্দি-জ্বরে ভোগান্তি বাড়বে। ভাইয়ের সঙ্গে আইনি সমস্যা নিয়ে বিতর্ক। **মকর :** রাস্তাঘাটে তর্কবিতর্কে জড়ালে সমস্যা হতে পারে। চোখের সমস্যা কাটবে। **কুম্ভ :** বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচাতে পেরে তৃপ্তি। মেয়ের চাকরি প্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। **মীন :** আজ নতুন ব্যবসা খুলতে পারেন। অফিসের কাজে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ৯ অগ্রহায়ণ, ৩০ নভেম্বর ২০২৪, ১৪ অঘোন, সংবৎ ১৪ মার্গশীর্ষ বদি, ২৭ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৬।৫, অঃ ৪।৪৮। শনিবার, চতুর্দ্দশী দিবা ৯।৫৪। বিশাখানক্ষত্র দিবা ১২।৫৫। অতিগণ্ডযোগ রাত্রি ৫।৪৯। শকুনিকরণ দিবা ৯।৫৪ গতে চতুষ্পাদকরণ রাত্রি ১০।৩৫ গতে নাগকরণ। জন্মে-তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, প্রাতঃ ৬।২২ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, দিবা ১২।৫৫ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, দিবা ১২।৫৫ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, দিবা ৯।৫৪ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৭।২৫ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ২।৭ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৪।৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৭ মধ্যে ও ৪।২৫ গতে ৬।৫ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম্ম-নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)-অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার নিশিপালন। দিবা ৯।৫৪ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ ও পুণ্যতরা গঙ্গাস্নান। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও শিক্ষাবিদ ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর জন্মদিবস। সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্তের তিরোভাব দিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।১ মধ্যে ও ৭।৪৩ গতে ৯।৫০ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ২।৫২ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৪।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৫৬ গতে ২।৪৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-রাত্রি ২।৪৩ গতে ৩।৩৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মমতার থিম সং

এবারের কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ১২৭টি ফিচার ফিল্ম ও ৪৮টি শর্ট ফিল্ম দেখানো হবে। চলচ্চিত্র উৎসবের থিম সংয়ের ভাবনা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

রাশ আরাবুলকে

জামিনের শর্ত লঙ্ঘন করেছেন ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম। তাঁর গতিবিধিতে তাই রাশ টানল কলকাতা হাইকোর্ট। সপ্তাহে দু'দিন ভাঙড়-২ পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে পুলিশি নজরদারিতে যেতে পারবেন।

স্পা-এ গ্রেপ্তার

শুক্রবার রাতে পুরোনো দিঘায় একটি স্পা সেন্টারে হানা দেয় পুলিশ। সেখান থেকে সাত মহিলাকে উদ্ধার করা হয়। স্পায়ের কর্মচারী ও খরিদ্দার সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

টাইমটেবিল

এবার থেকে যাত্রীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন বাসস্টপে বসছে এলইডি টাইমটেবিল। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে এই খবর জানান পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

এ যেন কলকাতার ভিতর আরেক কলকাতা। শুক্রবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

‘আসুন না, একসঙ্গে সব গরিবকে বাড়ি করে দিই’

আবাস নিয়ে শুভেন্দুর বার্তা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : আবাস যোজনা সহ অন্যান্য প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে শুক্রবার বিধানসভায় শাসকদল প্রস্তাব আনতেই সহযোগিতার বার্তা দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য সরকার নিজেদের ত্রুটি সংশোধন করে নিলে আবাস যোজনার জন্য একযোগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করা হবে বলেও এদিন বিধানসভায় জানিয়ে দেন বিরোধী দলনেতা।

প্রথম থেকেই যখন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আটকে রাখার সমর্থনে শুভেন্দু সওয়াল করেছেন, তখন এদিন তাঁর এই হঠাৎ মন্তব্যের পিছনে রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে বলেই মনে করছেন অনেকে। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আটকে রাখায় বিজেপির প্রতি সাধারণ মানুষের কাছে যে ভুল বার্তা যাচ্ছে, তা বঙ্গ বিজেপির নেতারা বুঝতে পেরেছেন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সেই কারণেই এদিন শুভেন্দু ‘একসঙ্গে’ চলার বার্তা দিয়েছেন বলেই তাদের ধারণা। এদিন কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে প্রস্তাব জমা দেন তৃণমূলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ।

আলোচনায় অংশ নিয়ে নির্মলবাবু বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার বলা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের পাওনা মেটাচ্ছে না। একশো দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার না দেওয়ায় রাজ্যের গরিব মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন। সেই কারণে রাজ্য সরকার কর্মশ্রী প্রকল্প চালু করে ৫০ দিন কাজের নিশ্চয়তা তৈরি করেছে। আবাস যোজনার টাকাও ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এমনকি রাজ্যের প্রাপ্য জিএসটির ভাগের টাকাও কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না। কেন্দ্রের এই বিমাতৃসুলভ আচরণের জন্য বাংলার সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন। এরাজ্যের বিরোধী দলের নেতারা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে এই টাকা চেয়ে কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে না। আসলে রাজ্যের মানুষের পাশে বিরোধী দল নেই। তারা নিজেরা রাজনীতি করতে ব্যস্ত। কিন্তু রাজ্য সরকার বাংলার মা-মাটি-মানুষের পাশে রয়েছে। সেই কারণেই রাজ্যের মানুষের স্বার্থে রাজ্য সরকার একাধিক প্রকল্প নিয়েছে।’

বক্তব্য রাখতে উঠে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘আপনারা ১১ লক্ষ মানুষের বাড়ি তৈরির কথা বলেছেন। আমি বলছি, আপনারা ভুল সংশোধন করুন।

> আপনারা ১১ লক্ষ মানুষের বাড়ি তৈরির কথা বলেছেন। আমি বলছি, আপনারা ভুল সংশোধন করুন। আমরা আরও ২০ লক্ষ মানুষের বাড়ি তৈরির টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করব।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

আমরা আরও ২০ লক্ষ মানুষের বাড়ি তৈরির টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করব।’

কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে বিজেপি সম্পর্কে ভুল বার্তা যাচ্ছে, মনে করছেন বিজেপির অনেক নেতাই। এদিন শুভেন্দুর মন্তব্যও তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, ‘আসুন না একসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সব গরিব মানুষের বাড়ি করে দেব। গ্রামসভায় আবাস নিয়ে স্বচ্ছ তালিকা তৈরি করে সর্বদল বৈঠকে পাশ করিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলে আবাস প্রকল্প চালু রাখার প্রস্তাব আমি বিধানসভায় রাখছি।’

তবে আবাস যোজনার টাকা নিয়ে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, শুধুমাত্র তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ভোটবাক্সে কোনও ফায়দা পাওয়া যাচ্ছে না।

তাই রাজ্য সরকারকে সহযোগিতা করার বার্তা দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকার ৪.৬ লক্ষ কোটি টাকা কর বাবদ নিয়ে যায় আর ১.৬ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখেছে বলে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তা ঠিক নয়। কেন্দ্রীয় সরকার ৬.৪৮ লক্ষ কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে দিয়েছে।’

দ্বন্দ্ব বন্ধে বিধায়কদের বার্তা মমতার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : দলের ব্লক বা সহ সভাপতিদের সঙ্গে বিধায়কদের মতান্তরের ঘটনায় অত্যন্ত বিরক্ত তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিবাদ চলতে থাকলে দু-পক্ষের বিরুদ্ধেই কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ঘরে বেশ কিছুক্ষণ বসেছিলেন। তখনই দলীয় বিধায়করা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। ওই বিধায়কদের উপস্থিতিতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন,‘বারবার ব্লক সভাপতিদের সঙ্গে বিধায়কদের গোলমাল হচ্ছে কেন? এই ধরনের ঘটনা দল বরদাস্ত করবে না। সাধারণ মানুষের কাছে এই ধরনের ঘটনায় ভুল বার্তা যাচ্ছে। আগামী দেড় বছরের মাথায় বিধানসভা নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হবে। এখন থেকেই সাংগঠনিক পদে থাকা নেতাদের সঙ্গে সাংসদ ও বিধায়কদের সমন্বয় রেখে চলতে হবে। দু-পক্ষই বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেবেন। একতরফা কোনও সিদ্ধান্ত হবে না।’

বিভিন্ন জেলায় ব্লক সভাপতিদের সঙ্গে বিধায়কদের সম্পর্ক নিয়ে বারবার প্রশ্ন ওঠে। কয়েকদিন আগেই উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁর বিধায়ক দলের ব্লক সভাপতির ঘনিষ্ঠদের হাতে নিগৃহীত হন। তার কয়েকদিনের মধ্যেই স্বরূপনগরের তৃণমূল বিধায়ককে প্রকাশ্যেই হুঁশিয়ারি দেন সেখানকার ব্লক স্তরের এক শীর্ষনেতা। কয়েকদিন যেতে না যেতেই সন্দেশখালির বিধায়ককে প্রকাশ্যে নিগ্রহ করেন তাঁর বিরোধী গোষ্ঠীর লোক বলে পরিচিত শেখ শাহজাহানের অনুগামীরা। পরপর এই ঘটনায় দলের জেলা নেতৃত্বকে ডেকে কঠোর পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও যে এই ঘটনায় অত্যন্ত বিরক্ত, তা বৃহস্পতিবার বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। প্রবীণ তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘দলের ব্লক সভাপতি বা বিধায়ক সকলেই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী। কিন্তু একে অপরের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করলে মানুষের কাছে খারাপ বার্তা যায়। তাই দু-পক্ষই যাতে দলের ভাবমূর্তি রক্ষায় সক্রিয় থাকেন, সেটাই বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।’

মেয়াদ বাড়লেও সদস্য সংগ্রহে গা নেই

বাংলাদেশ নিয়ে প্রতিবাদে ব্যস্ত বঙ্গ বিজেপি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : বাংলাদেশ নিয়ে প্রতিবাদের পথকে বেছে নিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। অথচ দলকে রাজ্যে সংঘবদ্ধ করতে দলের সদস্য সংগ্রহে গা-ঝাড়া দিয়ে নামতে বিজেপি রাজ্য নেতৃত্বের তেমন গা নেই। রাজ্যে দলের এক কোটি সদস্য করতে গলদঘর্ম অবস্থায় রয়েছেন দলের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে দু'-একজন। রাজ্যে দলের সক্রিয় সদস্য সংখ্যা যদি আশানুরূপ না হয়, তবে রাস্তায় নেমে বিভিন্ন ইস্যুতে দলের আন্দোলন কি দানা বাঁধবে? এই প্রশ্ন তুলেছেন দিল্লিতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কেউ কেউ।

তাঁদের প্রশ্ন, দলই রাজ্যে মজবুত পরিস্থিতিতে না থাকে তবে নেতৃত্বে রদবদল নিয়ে সবাই হাঁকপাঁক করছে কেন? এমনিতেই সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া সব রাজ্যে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযান প্রায় শেষের পথে। এ রাজ্যে চলতি মাসের ২১ তারিখে রাজ্যে সদস্য সংগ্রহ অভিযান শেষ হওয়ার কথা থাকলেও রাজ্য নেতৃত্বের অনুরোধে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত অভিযানের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। সূত্রের খবর, মেয়াদ বাড়ানোর আগে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এরপরে আর এই নিয়ে কোনও আর্জি-অনুরোধ শুনবেন না বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

এরাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দিল্লি থেকে এসে রাজ্য নেতাদের এই মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তও জানিয়েছেন। স্পষ্ট করে তাঁরা বলেছেন, ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ১ কোটি সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছোতেই হবে। এই বিষয়ে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আর কোনও কথা শুনতে নারাজ।

বঙ্গ বিজেপি সূত্রের খবর, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই কড়া ফতোয়া জারির পরেও সদস্য সংগ্রহে তেমন কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। সদস্য সংগ্রহের যা গতি তাতে খুব বেশি হলে রাজ্যে বিজেপির সদস্যের পরিমাণ ২৫ থেকে ৩০ লক্ষে গিয়ে দাঁড়াবে বলেই রাজ্যে দলীয় নেতৃত্বের একাংশের ধারণা। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বঙ্গ বিজেপি সম্পর্কে পুরোপুরি হতাশ বলেই তাঁদের ধারণা। রাজ্যে দলের এই অবস্থায় রাজ্যের নেতৃত্বে এখনই রদবদলের কোনও সম্ভাবনা দেখছেন না তাঁরা। তাঁদের নিশ্চিত ধারণা, রাজ্যে সদস্য সংগ্রহ অভিযান শেষ হওয়ার পর এই নিয়ে পর্যালোচনার করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্যে দলের রদবদলের কাজে হাত দেবেন। সেক্ষেত্রে রাজ্যে সদস্য সংগ্রহ অভিযানের এই ব্যর্থতা বর্তমান বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের ওপরই বর্তাবে।

এই ব্যাপারে শুক্রবার রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘শুনেছি ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সদস্য সংগ্রহের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। আমি আমার মতো করে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দলের লোকেদের নিয়ে সদস্য সংগ্রহ অভিযান করছি। আজ হাবড়া, গাইঘাটায় যাচ্ছি। সাড়া পাচ্ছি মানুষের। পার্টি থেকে আমাকে মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম বিশেষভাবে দেখতে বলা হয়েছে। এই নিয়ে দলের সবার খাটাখাটি করা দরকার। না হলে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছোনো কিছুতেই সম্ভব নয়।’

ধর্মীয় সুরক্ষার প্রস্তাব

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : সংবিধানের সুরক্ষা দাবি করে বিধানসভায় প্রস্তাব এনেছিল শাসক দল। এদিন তারই পালটা ধর্মীয় সুরক্ষার অধিকারের দাবিতে বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব এনে আলোচনার দাবি করল বিজেপি। সরকারি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হলেও, বিজেপির আনা মুলতুবি প্রস্তাব পাঠ তো দূরের কথা, গৃহীতই হল না। প্রতিবাদে অধিবেশন থেকে ওয়াক আউট করে বিধানসভা চত্বরে মিছিল করে প্রতিবাদ জানাল বিজেপি।

পরে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুলতুবি প্রস্তাব প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, সনাতন হিন্দুদের ধর্মাচরণের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য একটি সম্প্রদায়কে তাদের ধর্মাচরণে বাধা দিচ্ছে। যা সংবিধানে বর্ণিত অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাৎপর্যপূর্ণ এটাই যে, সংবিধানকে হাতিয়ার করে এদিন শুভেন্দু ও তাঁর দল ধর্মীয় অধিকার

বিধানসভা

রক্ষার দাবি করেছে, সেই বিধানের সুরক্ষার দাবিতে অধিবেশনের শুরুতেই প্রস্তাব দিয়েছে শাসক দল। যদিও এদিন বিজেপি পরিষদীয় দলের এই মুলতুবি প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ার জন্য সরাসরি কোনও কারণ না ব্যাখ্যা করে বিরোধী দলনেতাকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘গতকাল আপনি ছিলেন না। আমি আপনার দলের সদস্যদের জানিয়ে দিয়েছি।’ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ বলেন, ‘রাজ্যে ধর্মীয় সুরক্ষা নেই এমন দাবি অবান্তর। তাই এই নিয়ে আলোচনা নিরর্থক।’

বাংলাদেশ ইস্যুতে এদিনও বিধানসভার বাইরে সরব হয়েছেন শুভেন্দু। হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘খাদ্য থেকে স্বাস্থ্য সব ক্ষেত্রেই ভারতের ওপর আপনাদের ভরসা করতে হয়। আক্রমণ বন্ধ না হলে, বাংলাদেশের অবস্থাও পাকিস্তানের মতো হবে।’

এদিন শুভেন্দু আরও বলেন, ‘আমি চিকিৎসকদের কাছে আবেদন করব যাতে তাঁরা বাংলাদেশিদের কোনও চিকিৎসা না করেন।’

বঞ্চনার অভিযোগে সুর নরম পদ্মর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রশ্নে সুর নরম করল বিজেপি। কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ইস্যুতে শাসকদলের অভিযোগ খারিজ করে দুর্নীতিকে দায়ী করলেও, ’২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে দলের বিরুদ্ধে বঞ্চনাকারীর তকমা ঝেড়ে ফেলতে মরিয়া বিজেপি।

২০২১-এর বিধানসভা ভোটের পর, কেন্দ্রীয় প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিল বিজেপি। দুর্নীতির পাশাপাশি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদল করার দায়ে প্রধানমন্ত্রী জল জীবন মিশন থেকে শুরু করে একাধিক জনকল্যাণকর প্রকল্পের টাকা রাজ্যকে না দেওয়ার দাবিতে দিল্লিতে দরবার করেছেন বিজেপি নেতারা। তার জেরে আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা, ১০০ দিনের কাজের মতো গরিব মানুষের স্বার্থে তৈরি একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প থমকে গিয়েছে রাজ্যে। দলের একাংশের মতে, কেন্দ্রে সরকার থাকার সুবাদে কেন্দ্রীয় প্রকল্প আটকে দেওয়ার কথা ফলাও করে প্রচার করে বাহবা কিনতে চেয়েছেন দলের নেতারা। কিন্তু তার ফল হয়েছে হিতে বিপরীত। এর বিপরীতে, বিজেপির জন্যই রাজ্যের গরিব মানুষ কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে দাবি করে প্রচার করেছে তৃণমূল।

এদিনও বিধানসভার বঞ্চনা বিতর্কে জবাবি ভাষণে কেন্দ্রীয় প্রকল্প বন্ধে বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, ‘২০২১’এর আগে কোনও সমস্যা ছিল না। হঠাৎ কী হল? আসলে ’২১-এ ২০০ পারের স্বপ্নভঙ্গ হওয়ায় গরিব মানুষের পেটে লাথি পড়েছে। বিজেপির নেতারা যদি এখনও সিঁদুরে মেঘ দেখতে না পেয়ে থাকেন, তাহলে বলব আপনাদের জন্য আরও বড় দুর্দিন অপেক্ষা করছে।’

২০১৯-এর চেয়ে ’২৪-এর লোকসভা ভোটে রাজ্যে বিজেপির আসন কমেছে। দু’দফায় রাজ্যের ১০টি বিধানসভার উপনির্বাচনে গোহারা হেরেছে বিজেপি। দলের সদস্য সংগ্রহ করতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে বঙ্গ বিজেপি। এই আবহে ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে পায়ের তলায় জমি ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে বাংলাদেশকে হাতিয়ার করে ধর্মীয় মেরুকরণের পথে দিশা খুঁজছে বিজেপি। কিন্তু মেরুকরণের রাজনীতিকে হাতিয়ার করলেও, রাজ্যে তার ফল নিয়ে এখনও নিশ্চিত নয় গেরুয়া শিবির। অন্যদিকে, দুর্নীতির কারণে কেন্দ্রীয় প্রকল্প আটকে দেওয়ায় সাধারণ গরিব মানুষের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। সম্প্রতি দলের সদস্য সংগ্রহে নেমে সেই অভিজ্ঞতা হয়েছে বিজেপির। সম্ভবত, সেই কারণে বঞ্চনার জট কাটাতে বিধানসভা থেকে এদিন বার্তা দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শাসকদলের উদ্দেশ্যে শুভেন্দু বলেন, ‘আসুন না আবাস তালিকা সংশোধন করে আমরা রাজ্যের ১১ লাখ নয়, সব গরিব মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্প এনে দিই।’ পাশাপাশি আবাস জট কাটাতে প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তার সঙ্গে বৈঠকে বসার প্রস্তাবও দিয়েছেন শুভেন্দু। পর্যবেক্ষকদের মতে, পরিস্থিতি বুঝে রফা সূত্র পেতে এখন মরিয়া বিজেপিও।

শোকজের জবাব দিয়েও বিস্ফোরক হুমায়ুন

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : বৃহস্পতিবারই বিধানসভায় ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে ডেকে মুখ্যমন্ত্রী সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, ‘বেশি কথা বলো না।’ কিন্তু তারপরও দলের নেতাদের একাংশের বিরুদ্ধে সরব হতে পিছুপা হচ্ছেন না এই বিতর্কিত তৃণমূল বিধায়ক। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুলিশমন্ত্রী করার দাবিতে বারবার সরব হওয়ার পর হুমায়ুনকে শোকজ করে দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। তিনদিনের মধ্যে জবাব চাওয়া হয়। শুক্রবারই শোকজের জবাব দিয়ে দিয়েছেন হুমায়ুন। কিন্তু এদিনও সাংবাদিকদের কাছে দলের একাংশের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে ছাড়েননি। কয়েকদিন আগেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি পদে তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকে কেন রাখা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তা সত্ত্বেও কল্যাণের বিরুদ্ধে এখনও কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে হুমায়ুন বলেন, ‘কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেছেন, তারপর তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি কী ব্যবস্থা নেয়, তা দেখার বিষয়। আসলে দলে একেক জনের সঙ্গে একেক রকম ব্যবহার করা হয়।’

হুমায়ুন বলেন, ‘দলের শীর্ষ ও রাজ্য নেতৃত্বকে সংগঠনের বিভিন্ন সমস্যা জানিয়েও ফল হয়নি। গত লোকসভা ভোটে আমার এলাকা থেকে প্রার্থীকে জয় এনে দিলেও আমার এলাকায় কোনও অনুষ্ঠানে আমাকে ডাকা হয় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আনুগত্য রেখে বলছি, দলের কিছু নেতা পঞ্চায়েতের টিকিট বিলি করার জন্য টাকা নিয়েছেন।’ তিনি যে দমার পাত্র নন, তা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, ‘যতদিন রাজনীতি করব, মুর্শিদাবাদের মাটিতে মাথা উঁচু করেই রাজনীতি করব। চাপের কাছে নতিস্বীকার করব না।’

প্রশ্নবাণ

- ২০০৬ সালে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার কে পেয়েছিলেন?
- অভয় চরণ দে কীসের প্রতিষ্ঠা করেন?
- ২০০৪ সালে ইংলিশ ক্লাব নিউক্যাসেল ইউনাইটেডের হয়ে খেলার প্রস্তাব পেয়েছিলেন কোন এশীয় গোলকিপার?

আগের দিনের উত্তর

দুজনই অস্কার এবং নোবেল দুটোই জিতেছেন, হাজার চুরাশির মা, ছ্যাঁচড়া

ঠিক উত্তরদাতা : সৈকত সেনগুপ্ত, সংঘমিত্রা দাস-জলপাইগুড়ি, তরুণকুমার রায়- চালসা, সঞ্জীব দেব, আবেশ কর্মকার- শিলিগুড়ি, কৃষ্ণা সাহা, অনন্যা সাহা-কামাখ্যাগুড়ি, নীলরতন হালদার- মালদা, নিবেদিতা হালদার, বীণাপাণি সরকার হালদার- বালুরঘাট, শিবেন্দ্র বীর- বাণেশ্বর, সঞ্জয়কুমার সাহা- কিশনগঞ্জ, শংকর সাহা-পতিরাম, তরুলেখা রায়- মাটিগাড়া, রতনকুমার পণ্ডিত-কোচবিহার।

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

সন্দীপ সহ ৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে চার্জশিট জমা দিল সিবিআই। ৮৭ দিনের মাথায় প্রায় ১৫০০ পাতার অভিযোগ জমা দিয়েছে সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখা। ওই চার্জশিটে সন্দীপ ঘোষ, আশিস পান্ডে, বিপ্লব সিংহ, সুমন হাজরা ও আফসার আলি খানের নাম রয়েছে। এই দুর্নীতি চক্রের মূল হোতা ছিলেন সন্দীপ। সেই বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে চার্জশিটে। কীভাবে আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি ও বেআইনি নিয়োগ নিয়েও অভিযোগ আনা হয়েছে চার্জশিটে। ফলে আরও বিপাকে সন্দীপ।

সূত্রের খবর, চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, চিকিৎসা সংক্রান্ত সরঞ্জাম কেনার নাম করে ঘনিষ্ঠদের বেআইনিভাবে টেন্ডার পাইয়ে দিতেন সন্দীপ। বিপ্লব সিংহ এবং সুমন হাজরার বিরুদ্ধেও বেআইনিভাবে বরাত পেয়ে মেডিকেল সরঞ্জাম জোগান দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আশিসের বিরুদ্ধেও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। সন্দীপ ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে হাউস স্টাফ হয়েছিলেন আশিস। এছাড়াও তিনটি সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। মেডিকেল বর্জ নিয়ে অনিয়ম, হাসপাতালের মর্গে মৃতদেহ কেনাবেচার বিষয়েও জানানো হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও দুর্নীতি, সিন্ডিকেট তৈরির অভিযোগও করা হয়েছে। যার মূল মাথা ছিলেন সন্দীপ। চার্জশিটে সন্দীপের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসেব,

আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি

সঞ্চিত আমানতের তথ্যও দেওয়া হয়েছে। আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় জমা দেওয়া চার্জশিটে সন্দীপ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের নাম ছিল না। তাঁদের বিরুদ্ধে সিবিআই অতিরিক্ত চার্জশিট দেবে বলে সূত্রের খবর। মূলত, ধর্ষণ ও খুনের তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। এই প্রেক্ষিতেই আরজি করের আর্থিক দুর্নীতিতে চার্জশিট জমা পড়ায় অস্বস্তি আরও বাড়ল সন্দীপের।

ফের সিবিআইকে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের আগাম জামিনের আবেদন আপাতত ঝুলে রইল কলকাতা হাইকোর্টে। সিবিআইয়ের তদন্তের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি বাগচী সিবিআইয়ের আইনজীবীর উদ্দেশে মন্তব্য করেন, ‘প্রোডাকশন ওয়ারেন্টের পর সিবিআই কেন শোন অ্যারেস্ট দেখাল? একজন বিশেষজ্ঞ আধিকারিক কী করে প্রোডাকশন ওয়ারেন্টের আবেদন করার পরের দিন আবার শোন অ্যারেস্টের আবেদন করতে পারেন? সিবিআই কি অভিযুক্তকে আড়াল করার চেষ্টা করছে?’ এদিন নিম্ন আদালতেও সুজয়কৃষ্ণর সিবিআইয়ের মামলায় সশরীরে হাজির হওয়ার কথা ছিল কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষের তরফে আদালতে মেডিকেল রিপোর্ট পাঠিয়ে জানানো হয়, সুজয়কৃষ্ণ অসুস্থ। নিম্ন আদালতের বিচারক জানান, প্রয়োজনে জেলে গিয়ে তাঁকে সিবিআই হেপাজতে নিতে পারে।

বাংলাদেশকে ধর্মীয় সংস্থার হুঁশিয়ারি

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : বাংলাদেশের ঘটনার প্রতিবাদে জাতীয় পতকা পোড়ানো ও বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কুশপুতুল পোড়ানো নিয়ে ঢাকার ক্ষোভকে আমলই দিতে চায় না বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। মঞ্চের প্রচার সম্পাদক শুভজিৎ রায় এদিন বলেন, ‘সৌজন্যতা একতরফা হয় না। এতদিন আমরা বাংলাদেশকে আত্মীয় বলেই জানতাম। কিন্তু এখন বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের পতাকা মাড়িয়ে যেভাবে তার অপমান করা হয়েছে, সে দেশের হিন্দুদের ওপর যেভাবে প্রতিদিন অত্যাচার চলেছে তার পরিণাম বাংলাদেশকে পেতেই হবে।’ শুভজিৎ বলেন, ‘বাংলাদেশ যেন মনে রাখে প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। একহাতে বন্ধু আর একহাতে বন্ধুত্ব, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ চায় না।’

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা বিশ্বনাথ পাল - কে 31.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 96A 26598 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার দিয়েছে। আমি এই বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ জিতেছিলাম, যখন আমার ভবিষ্যতে খরচ মেটানোর জন্য সত্যিই এটির প্রয়োজন ছিল। এই মুহূর্তে আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

১২০০ ডাক্তার

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে একমাস ধরে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করতে চলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার থেকেই আমতলার সমন্বয় প্রেক্ষাগৃহে এই কর্মসূচির প্রস্তুতি শুরু হবে। শনিবার সেখানে চিকিৎসকদের নিয়ে একটি সম্মেলন করা হবে। তাতে যোগ দেবেন ৩০০-রও বেশি জুনিয়ার ডাক্তার ও মহিলা ডাক্তার সহ ১২০০ চিকিৎসক। তারপর ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভায় জানুয়ারি মাসজুড়ে স্বাস্থ্যশিবির হবে। প্রত্যেকটি বিধানসভায় দশদিন করে স্বাস্থ্য শিবিরের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

গলা টিপে খুনের চেষ্টা গৃহবধূকে

কুমারগঞ্জ, ২৯ নভেম্বর : ফের গার্হ্যস্থ হিংসার শিকার এক গৃহবধূ। কুমারগঞ্জের দিওর পুস্তর এলাকার মিনা বিবি, তাঁর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ এনেছেন। কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সম্প্রতি গলা টিপে এবং বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টা করা হয় মিনা বিবিকে। সঙ্গে চলে প্রচণ্ড মারধরও। এই ঘটনার পর মিনা বিবি শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে নিজের বাপেরবাড়ি চলে আসেন। প্রথমদিকে তিনি নীরব থাকলেও, বৃহস্পতিবার কুমারগঞ্জ থানায় স্বামী রণজিৎ বর্মন সহ শ্বশুরবাড়ির পাঁচজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগ স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে

জানা গিয়েছে, দশ বছর আগে মিনা বিবির বিয়ে হয়েছিল তপনের নেদোড় এলাকার রণজিৎ বর্মনের সঙ্গে। গৃহবধূর অভিযোগ, 'বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়িতে শুরু হয় তাঁর উপর নানারকম অত্যাচার।'

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, সন্তান না হওয়ার জন্য মিনা বিবিকে দোষারোপ করে অপমান করা হত। পাশাপাশি বাপের বাড়ি থেকে টাকা ও সোনা আনার জন্য চাপ দেওয়া হত। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি শারীরিক অত্যাচারও চলত তাঁর ওপর।

স্ত্রী খুনে ধৃত স্বামী

গঙ্গারামপুর, ২৯ নভেম্বর : গঙ্গারামপুরের দামাহারের রেণুকা পারভিনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। ধৃত স্বামীর নাম আরিফ মিয়াঁ (২৬)। ধৃতকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

মৃতার মা মাফুজা বিবির অভিযোগ, 'বিয়ের পর থেকে মেয়ের ওপর অত্যাচার করা হত। মেয়েকে খুন করে আমাদের খবর দেয় ওরা। আমরা চাই, দোষীদের কঠোর শাস্তি দিক পুলিশ।'

গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, গৃহবধূকে মেরে ফেলার অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিন আদালতে তোলা হলে বিচার তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনার তদন্ত চলছে।

ট্রেনের ধাক্কায় নিহত তরুণ

গাজোল, ২৯ নভেম্বর : ট্রেনের ধাক্কায় এক তরুণের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গাজোলের জামতলায়। মৃত তরুণের নাম আবদুল গদ্দাফি ওরফে মানিক(৩৪)। তাঁর বাড়ি ভৈষপুকুর গ্রামে। সামান্য মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন ওই ব্যক্তি।

স্থানীয়দের দাবি, শুক্রবার দুপুরবেলা রেললাইনের উপর বসেছিল মানিক। সেই সময় গাজোলের দিক থেকে দুরন্ত গতিতে ধেয়ে আসছিল শিলিগুড়ি-বালুরঘাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। সেই ট্রেনের ধাক্কাতেই ঘটনাস্থলে মারা যান তিনি। খবর পেয়ে কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলে আসে জিআরপি। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে বালুরঘাটে।

কম্বল বিলি

তপন, ২৯ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার ভবঘুরে ও অসহায় মানুষজনের হাতে কম্বল তুলে দিলেন তপন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৃষ্ণা বর্মন। কম্বল পেয়ে খুশি অসহায় মানুষজন।

অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ

ফাঁকা বাড়িতে তরুণীর শ্লীলতাহানি

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৯ নভেম্বর : এক তরুণীকে শ্লীলতাহানির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল রায়গঞ্জ থানার একটি গ্রামে। এই ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান গ্রামের বাসিন্দারা। বিক্ষোভের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে জাতীয় সড়ক। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে দূরপাল্লার ট্রাক, বাস সহ একাধিক যানবাহন।

পুলিশকর্মীদের একাংশ জানিয়েছেন, ওই তরুণী বিশেষভাবে সক্ষম। গতকাল দুপুরে বাড়িতে তিনি একাই ছিলেন। বাবা-মা, দু'জনেই কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর বাবার সঙ্গে কর্মরত এক শ্রমিক বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে তাঁকে শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। ওই তরুণী চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করলে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে এলে অভিযুক্ত ব্যক্তি সেখান থেকে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে তরুণীর বাবা-মা দ্রুত বাড়ি ফিরে আসেন। রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

ঘটনাবলি

- বাড়িতে একাই ছিল তরুণী। সে বিশেষভাবে সক্ষম
- অভিযুক্ত তরুণ নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সঙ্গে রাজমিস্ত্রির কাজ করত
- পাওনা টাকা নিতে বাড়িতে আসে অভিযুক্ত
- বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে তরুণীর শ্লীলতাহানি করে সে
- অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা

পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়নি। এতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় রায়গঞ্জ থানার পুলিশবাহিনী। বিক্ষোভকারীদের দীর্ঘক্ষণ বোঝানোর পর তাঁরা জাতীয় সড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেন।

ওই তরুণীর বাবা বলেন, 'আমি ও আমার স্ত্রী কাজের সূত্রে বাইরে ছিলাম। মেয়ে বাড়িতে একাই ছিল। আমার মেয়ে বিশেষভাবে সক্ষম। অভিযুক্ত তরুণ আমাদের সঙ্গেই রাজমিস্ত্রির কাজ করত। সে আমার কাছে কিছু টাকা পায়। সেই টাকা নিতে গতকাল আমার বাড়িতে এসেছিল। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে ও আমার মেয়ের শ্লীলতাহানি করে। আমরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। অথচ পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেনি। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে আমরা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছি। আমরা চাই অভিযুক্তর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।'

রায়গঞ্জ থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত চলছে।'

তাপমাত্রা কমার পূর্বাভাস

পতিরাম, ২৯ নভেম্বর : একটু একটু করে তাপমাত্রার পারদ ক্রমশ কমবে। দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলায় শীতের আমেজ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, আগামী ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত দুটি জেলায় বৃষ্টিপাতের কোনওরকম সম্ভাবনা নেই। রোদ ঝলমলে দিন থাকার কথা। অবশ্য দুই জেলারই আকাশ আংশিক মেঘলা হতে পারে।

শুক্রবার মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে আরও বলা হয়েছে, আগামী পাঁচদিন দুটি জেলায় দিনের তাপমাত্রা থাকতে পারে সর্বোচ্চ ২৬-২৭ এবং সর্বনিম্ন ১৪-১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। এই সময় উত্তর দিক থেকে ৩ থেকে ৭ কিলোমিটার বেগে হালকা বাতাস বয়ে যেতে পারে। আগামী পাঁচদিন বাতাসে আপেক্ষিক আদ্রতার পরিমাণ দাঁড়াতে পারে সর্বোচ্চ ৬৪-৭৫ ও সর্বনিম্ন ৪০-৪৯ শতাংশের মতো।

তৃণমূলের কর্মসূচি

বালুরঘাট, ২৯ নভেম্বর : নারী সুরক্ষায় বিধানসভায় অপরাজিতা বিল পাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্র যাতে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে ও দ্রুততার সঙ্গে আইন কার্যকর করে, তার দাবিতে বালুরঘাটে একাধিক কর্মসূচি নিতে চলেছে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার দুপুরে বালুরঘাটের কামারপাড়া দলীয় কার্যালয়ে ব্লক মহিলা তৃণমূলের তরফে বৈঠক হয়। নেতৃত্ব দেন ব্লক মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী যমুনা বর্মন। এদিন বিকেলে বালুরঘাট শহর তৃণমূল ও মহিলা তৃণমূল কমিটির উদ্যোগে পুরসভার সুবর্ণতট সভাকক্ষে নেতা-কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন শহর তৃণমূল সভাপতি প্রীতম রাম মণ্ডল ও শহর মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী গীতা দেব। যেখানে আগামী শনিবার মহিলা তৃণমূলের তরফে মিছিল ও রবিবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত ধর্নার কথা জানানো হয়।

পুলিশের জালে ৫ জন

পতিরাম, ২৯ নভেম্বর : পতিরাম থানা পুলিশের অভিযানে বোল্লা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছে পাঁচজন। শুক্রবার এদের পাকড়াও করা হয়। এদের বিরুদ্ধে অসামাজিক কার্যকলাপ ও আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ রয়েছে বলে পতিরাম থানা সূত্রে জানা গিয়েছে। বোল্লা মেলার দোকানপাট যেহেতু এখনো সম্পূর্ণ উঠে যায়নি, তাই বোল্লা মেলার ব্যাপারে পতিরাম থানা পুলিশের যথেষ্ট নজরদারি রয়েছে।

অল্প অল্প করে চার লাখ টাকার সোনার গয়না হাপিস

চুরির তদন্তে গ্রেপ্তার বাড়ির পরিচারিকা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৯ নভেম্বর : যাতে বাড়ির লোকজনের সন্দেহ না তৈরি হয় সেজন্য অল্প অল্প করে সরানো হচ্ছিল সোনার গয়না। এভাবেই প্রায় ৪ লক্ষ টাকার সোনার গয়না চুরি গিয়েছিল বালুরঘাট হাসপাতালের এক চিকিৎসকের বাড়ি থেকে। তদন্ত নেমে পুলিশ ওই চিকিৎসকের বাড়ির পরিচারিকা প্রিয়াঙ্কা দাসকে গ্রেপ্তার করেছে। তার কাছ থেকে বেশ কিছু স্বর্ণালংকারও উদ্ধার হয়েছে।

বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের অস্থি বিভাগের চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত অর্ণব সরকার। তিনি বালুরঘাটের রঘুনাথপুর এলাকায় বসবাস করেন। ওই বাড়িতেই কুমারগঞ্জের বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা দাস গৃহপরিচারিকা হিসেবে কাজ করতেন। তাঁদের ছোট সন্তানকে দেখাশোনা করতেন ওই গৃহপরিচারিকা। ওই গৃহপরিচারিকার ভরসায় চিকিৎসক ও তাঁর স্ত্রী বাইরে যেতেন। সম্প্রতি তাঁদের নজরে আসে বাড়ির আলমারিতে রাখা বেশ কিছু অলংকার খোয়া গিয়েছে। এরপরই ওই চিকিৎসক বাড়িতে চোরেরা হানা দিয়েছে বলে সন্দেহের বশে বালুরঘাট থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। চিকিৎসকের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে বালুরঘাট থানার পুলিশ তদন্তে নামে। অবশেষে গ্রেপ্তার করা হয় ওই চিকিৎসকের বাড়ির কাজের পরিচারিকাকে।

> **চিকিৎসকের বাড়ি থেকে সোনার গয়না চুরি গিয়েছিল। আমরা তদন্তে নেমে ওই বাড়ির গৃহ পরিচারিকাকে গ্রেপ্তার করেছি। তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া গয়না উদ্ধার করা হয়েছে।**
>
> **বিক্রম প্রসাদ**
> **ডিএসপি হেডকোয়ার্টার**

বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজার নেতৃত্বে তদন্তকারী অফিসাররা ওই সোনার গয়না উদ্ধারও করে ফেলে। শুক্রবার উদ্ধার হওয়া সোনার গয়না নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন বালুরঘাট সদর ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ। তিনি বলেন, 'চিকিৎসকের বাড়ি থেকে সোনার গয়না চুরি গিয়েছিল। আমরা তদন্তে নেমে ওই বাড়ির গৃহপরিচারিকাকে গ্রেপ্তার করেছি। তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া গয়না উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতকে পুলিশ হেপাজতে নিয়ে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

মূলত জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ওই গয়না চুরি মামলার তদন্তে সাফল্য পেল বালুরঘাট থানার পুলিশ। শুক্রবার ধৃতকে বালুরঘাট আদালতে পাঠিয়ে হেপাজতের আবেদন জানানো হয়। তদন্তকারীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ভারপ্রাপ্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় বিচারক ধৃতকে একদিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন মঞ্জুর করেছেন বলে এদিন জানান সরকার পক্ষের আইনজীবী জয়ন্ত মজুমদার।

শ্যামের বিনোদিনী রাই...। শুক্রবার গাজোলে ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।

প্রস্তুতিসভা

বুনিয়াদপুর, ২৯ নভেম্বর : বংশীহারী সমষ্টি উন্নয়ন করণের দপ্তরে এলাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপতিদের রাজ্য সরকারের ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণদান শিবির অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। শুরু ২ ডিসেম্বর, চলবে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মেলাকে সার্থক করতে শুক্রবার বংশীহারী ব্লকের বিডিও সুব্রত বলের সভাপতিত্বে এক প্রস্তুতিসভা হল। সভায় সব পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ একাধিক দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সমষ্টি উন্নয়ন করণকর্তা বলেন, 'পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যবসার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছুক ১৮ থেকে ৫৫ বছর বয়সিদের সরকারি ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যে আগামী ২ ডিসেম্বর থেকে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত এমএসএমই (মাইক্রো স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ) ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। একজন উদ্যোক্তা চার শতাংশ সুদে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবেন। এর জন্য সরকার থেকে ভরতুকি দেওয়া হবে। এই ক্যাম্পকে সার্থক করতে প্রস্তুতিসভা হল।'

বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রামের উদ্যোগ

কুমারগঞ্জ ও পতিরাম, ২৯ নভেম্বর : বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম গঠনে অনুষ্ঠিত হল সচেতনতা শিবির। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের মাধবপুর গ্রামে, আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত দক্ষিণ কেশবপুর গ্রাম ও বালুরঘাট ব্লকের নাজিরপুরে বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম গড়ার লক্ষ্যে এই সচেতনতা শিবিরটি হয়। মাধবপুরে মোমবাতি মিছিল সহ মহিলা ও কিশোরীদের নিয়ে গোটা গ্রামে সচেতনতা প্রচার অভিযান হয়। গ্রামবাসীরা যৌথভাবে অঙ্গীকার করেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে নজরদারি চালিয়ে গ্রামটিকে বাল্যবিবাহ মুক্ত হিসেবে গড়ে তোলার।

মোমবাতি মিছিল। - সংবাদচিত্র

এরই ধারাবাহিকতায় বটুন অঞ্চলের কেশবপুরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের উদ্যোগে একটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ কেশবপুরের আইসিডিএস কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শক্তি বাহিনী এবং মধ্য রামকৃষ্ণপুর গ্রামীণ উন্নয়ন সমিতির সদস্যরা। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের বিভিন্ন কৌশল ও উপায় সম্পর্কে বাসিন্দাদের অবগত করা হয়। এছাড়াও, বালুরঘাট ব্লকের নাজিরপুর গ্রামে আরেকটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন, এনজিও, এবং শক্তি বাহিনীর সহযোগিতায় এই শিবিরের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের সচেতনতা অভিযান শুধুমাত্র বাল্যবিবাহ রোধ করতেই নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুস্থ ও সুরক্ষিত সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। উদ্যোগটি ইতিমধ্যেই গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

মুর্শিদাবাদের পৃথক তিন দুর্ঘটনায় মৃত ২

অর্ণব চক্রবর্তী

মুর্শিদাবাদ, ২৯ নভেম্বর : তিনটি পৃথক দুর্ঘটনায় জখম ৩, মৃত ২। বন্ধুর বিয়ের নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ি ফেরা হল না মুর্শিদাবাদের সুতি থানার গাজিপুর এলাকার তরুণ রাজিবুল শেখের। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে জঙ্গিপুর থেকে বাইক চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে আহিরণ ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। রাজিবুলের সঙ্গে বাইকে করে আসছিলেন আরও এক তরুণ অলিউল। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জখম তরুণ অলিউল শেখের বাড়িও গাজিপুর গ্রামে। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় বর্তমানে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন অলিউল। জানা গিয়েছে, বুলেট বাইক চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সম্ভবত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গিয়েই ঘটে এমন মর্মান্তিক ঘটনা।

একই দিনে সুতি থানার অজগরপাড়া সংলগ্ন রামডোবা জাতীয় সড়ক এলাকায় আরও একটি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক ইঞ্জিন ভ্যানচালকের। মৃত ওই ইঞ্জিন ভ্যানচালকের নাম রফিকুল শেখ(৪১)। বাড়ি সুতি থানার ডিহিগ্রামে। বীরভূমের রাজগ্রাম থেকে পাতা তামাক আনলোড করে বাড়ি ফেরার পথেই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

অন্যদিকে, সামশেরগঞ্জের ডাকবাংলায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে লরি ও বাইক। বৃহস্পতিবার রাত এগারোটা নাগাদ ঘটনায় গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুই তরুণ। চিকিৎসাধীন ওই দুই তরুণের নাম মোরসালিম শেখ(১৯) এবং মানু শেখ(৩০)। তাঁদের বাড়ি ফরাক্কা থানার আমতলা গ্রামে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন কয়েক আগে রাজমিস্ত্রির কাজ করে বাড়ি এসেছিলেন ওই দুই তরুণ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিশেষ কাজে ধুলিয়ানে এসেছিলেন তাঁরা। রাতে ফেরার পথেই ডাকবাংলা মোড় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটে এই দুর্ঘটনা। লরির সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে কার্যত ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে ওই দুই তরুণ। তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদেরকে জঙ্গিপুর এবং পরে বহরমপুরে রেফার করা হয়। আপাতত সংকটজনক অবস্থায় রয়েছেন তাঁরা। বাইকটি উদ্ধার করেছে সামশেরগঞ্জ ডাকবাংলা ট্রাফিক গার্ড পুলিশ। আটক করা হয়েছে লরিটিকেও।

বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন

রায়গঞ্জ, ২৯ নভেম্বর : তৃণমূলকে হারাতে একজোট বাম,কংগ্রেস ও বিজেপি। এরকমই নির্বাচনের সাক্ষী থাকবে উত্তর দিনাজপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের আগামী নির্বাচন। আগামী ৬ ডিসেম্বর উত্তর দিনাজপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। এবছরের নির্বাচনে বাম,কংগ্রেস ও বিজেপির আইনজীবীরা জোট বেঁধে লড়াই করছেন। ফলে লড়াই যে এবার জোরদার হবে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

রায়গঞ্জ জেলা আদালতের আইনজীবী মনোতোষ সরকার বলেন, 'বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন কোনও দলের প্রতীকে হয় না। আমরা জোট বেঁধে ১৭টি আসনে প্রার্থী দিয়েছি। আশাকরি আমরাই জয়ী হব।'

অন্যদিকে, তৃণমূল লিগ্যাল সেলের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, 'আমরা ১৭টি আসনে প্রার্থী দিয়েছি এবং ১৭টি আসনে জয়ী হব। আমরা জয়ী হয়ে করণদিঘি থানাকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে অন্তর্ভুক্ত করব।' তিনি আরও বলেন, 'বাম,কংগ্রেস ও বিজেপি ১৭ জন করে প্রার্থী খুঁজে পায়নি। তাই মিলিতভাবে লড়াই করছে।'

আবর্জনা ফেলা বন্ধে কঠোর পঞ্চায়েত

পতিরাম, ২৯ নভেম্বর : পতিরাম ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের পাশে জলাশয়ের ধারে জমে থাকা আবর্জনা নিয়ে উদ্যোগী হয়েছে পতিরাম পঞ্চায়েত। যদিও গত একবছর ধরে নিয়মিত বাজার এবং প্রতিটি পাড়া থেকে নোংরা সংগ্রহের ব্যবস্থা চালু রয়েছে, তবুও কিছু এলাকায় আবর্জনার স্তূপ এখনও সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পতিরাম চৌরঙ্গি পার করেই একটি জলাশয়ের পাশে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা আবর্জনার স্তূপ এদিন পরিষ্কার করল গ্রাম পঞ্চায়েত। জলাশয়ের পাশে আবর্জনা রাস্তার ধারে বিশালাকার স্তূপ হয়ে পড়েছিল, যা পরিবেশ এবং এলাকার সৌন্দর্য দুটোতেই প্রভাব ফেলছিল। অভিযানের সময় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পার্থ ঘোষ নিজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এলাকাবাসীর অসচেতন আচরণের বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং সতর্ক করেন যে, যত্রতত্র আবর্জনা ফেলার প্রবণতা বন্ধ না হলে পঞ্চায়েত কড়া ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। পঞ্চায়েতের একজন কর্মী জানান, ডাস্টবিন এবং নিয়মিত আবর্জনা সংগ্রহের গাড়ি থাকলেও কিছু মানুষ এখনও অসচেতন। পঞ্চায়েত প্রধান পার্থ ঘোষ জানান, 'পরিষ্কার পরিবেশ বজায় রাখা সবার দায়িত্ব। পঞ্চায়েত তার দায়িত্ব পালন করছে, কিন্তু এলাকাবাসীর সহযোগিতা ছাড়া এটি সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে যদি কেউ যত্রতত্র আবর্জনা ফেলে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্পট ফাইন করা হবে।'

> **পরিষ্কার পরিবেশ বজায় রাখা সবার দায়িত্ব। পঞ্চায়েত তার দায়িত্ব পালন করছে, কিন্তু এলাকাবাসীর সহযোগিতা ছাড়া এটি সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে যদি কেউ যত্রতত্র আবর্জনা ফেলে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্পট ফাইন করা হবে।**
>
> **পার্থ ঘোষ, পঞ্চায়েত প্রধান**

জেলার খেলা

জয়ী অশোকপল্লি

রায়গঞ্জ, ২৯ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ ক্লাব ক্রিকেটের প্রথম ডিভিশনে শুক্রবার অশোকপল্লি স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস ২ উইকেটে বিধাননগর স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথমে বিধাননগর ২৯.৫ ওভারে ১১৮ রানে অল আউট হয়। রোহিত দাস ২২ রান করেন। বিশাল সরকার ৫ ওভারে ২২ রানে ৩ উইকেট নেন। জবাবে অশোকপল্লি ২৪.৪ ওভারে ৮ উইকেটে ১২২ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা আকাশ দে-র অবদান ৪২ রান। উদয় মোদকের শিকার ৮ ওভারে ২২ রানে ৫ উইকেট। শনিবার প্রথম ডিভিশনে মুখোমুখি হবে আইডলস ক্রিকেট ক্লাব ও অভিযান।

ম্যাচের সেরা আকাশ দে।

বাংলা দলে সরলার ৩

কুশমণ্ডি, ২৯ নভেম্বর : ৩ ডিসেম্বর থেকে জম্মুতে অনুষ্ঠেয় ৬৮তম জাতীয় পর্যায়ের স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাংলা দলে সুযোগ পেল কুশমণ্ডির্য সরলা ভুপেন্দ্রনাথ সরকার হাইস্কুলের তিন ছাত্রী-গোলকিপার রুবিনা সরকার, মিডফিল্ডার তুলিকা সরকার ও স্ট্রাইকার রূপা সরকার। ওই তিন ফুটবলারদের সাফল্য কামনা করেছেন তাদের কোচ রঞ্জন সরকার ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিমাই চন্দ্র সরকার।

বাংলা দলে সুযোগ পাওয়া রুবিনা, তুলিকা ও রূপা সরকার।

দক্ষিণ দিনাজপুরের কোচ অতনু

গঙ্গারামপুর, ২৯ নভেম্বর : সিএবি-র পুরুষদের একদিনের ক্রিকেট ৩-৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে মেদিনীপুরের অরবিন্দ স্টেডিয়ামে। সেখানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দলকে কোচিং করাবেন গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পের কোচ অতনু সরকার। দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রতিপক্ষ জলপাইগুড়ি ও মেদিনীপুর। এই পর্বে চ্যাম্পিয়ন হলে ফাইনাল রাউন্ডে খেলার সুযোগ থাকবে দক্ষিণ দিনাজপুরের সামনে। অতনু বলেছেন,'আমাদের একটাই লক্ষ্য পরবর্তী পর্বের ম্যাচগুলো জিতে ফাইনাল রাউন্ডে পৌঁছানো।'

চলতি মাসের ২৪-২৬ তারিখ বালুরঘাট স্টেডিয়ামে এই প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্বে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরবর্তী পর্বে সুযোগ পেয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর।

ফাইনালে কেবিসি

সামসী, ২৯ নভেম্বর : বিষণপুর উজ্জ্বল সংঘের প্রধান কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল কেবিসি একাদশ। বিষণপুর ফুটবল ময়দানে শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে মালদা যুবভারতীকে। একমাত্র গোলস্কোরার কোরিয়ান ফুটবলার হেনরি। শনিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নামবে হরিশ্চন্দ্রপুর স্পোর্টস ক্লাব ও ভালমারা এফসি একাদশ।

বোল্লায় ভাঙা মেলায় ভিড়, ভালো বেচাকেনা

সাজাহান আলি

পতিরাম, ২৯ নভেম্বর : বোল্লা মেলা শেষ হয়েছে গত সোমবার। যদিও ভাঙা মেলায় ভালোই লোক হয়েছে। বিক্রি হয়েছে বেশ ভালো। বোল্লা, পতিরাম, বাউল, খাসপুর, পূর্ব ও পশ্চিম মহেশপুর, শ্যামনগর, বাহিচা নেত্রকোণা, দিওড়, স্বজনপুর, মল্লিকপুরের মানুষজন এসেছিল ভাঙা মেলায়। এই মেলা কমপক্ষে আরও সাতদিন চলবে। ভাঙা মেলায় বিক্রি হচ্ছে লোহা, কাঠ, বাঁশ ও বেতের গৃহস্থালি সামগ্রী, মনোহারী দ্রব্য, কাঠের আসবাবপত্র। বিক্রি হচ্ছে মিষ্টান্ন ও রকমারি তেলেভাজা। মেলার একদিকে যেমন ছিল মানুষের আনাগোনা, সেই সঙ্গে ছিল বেচাকেনা। আবার বুধবার থেকে মেলা কমিটি মেলা প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে জীবাণুমুক্ত করার কাজ করছে। ভাঙা মেলায় রয়েছে বিনোদনের রকমারি আয়োজন। কেউ ওঠেন নাগরদোলায়, কেউ বা টয়ট্রেনে।

জিলিপি ভাজতে ব্যস্ত দোকানি। শুক্রবার তোলা সংবাদচিত্র।

বাড়ির জন্য লোহার গৃহস্থালী সামগ্রী, কাঠের পিঁড়ে ও কাঠের জিনিসপত্র কিনছিলেন খাসপুরের গৃহবধূ অনিতা মণ্ডল। তিনি বলেন, 'মেলায় খুব ভিড় হয়। তখন কেনাকাটা করা যথেষ্ট অসুবিধাজনক। তার ওপরে জিনিসপত্রের দাম অনেক বেশি চায়। কিন্তু এখন ভাঙা মেলায় পছন্দ করে নিতে পারছি এবং দামটাও কম। তাই ভাঙা মেলায় জিনিস কিনতে পছন্দ করি।

ভাঙা মেলায় এসেছিলেন রাবেয়া বিবি, মোনালিসা খাতুন, রিতা ঘোষ, লিপিকা তরফদার, গায়ত্রী পাল, মরিয়ম বেগম। সকলের একটাই কথা, মেলার চারদিন জিনিসের যা দাম থাকে, ভাঙা মেলায় দাম তুলনায় অনেকটাই কম। তাই ভাঙা মেলাতেও মানুষের আনাগোনা ভালোই থাকে। মেলায় ঘুরতে এসেছিলেন শিক্ষক মানস বিশ্বাস, সুদীপ বিশ্বাস, কমল সরকার, সাধন বেসরা। ফেরার সময় সকলে গরম জিলিপি কিনে বাড়ির গেলেন। মানস বিশ্বাস বলেন, 'মেলায় জিলিপি বিক্রি হয় ১০০ টাকা কেজি দরে। আজ ভাঙা মেলায় ৮০ টাকা কেজি দরে জিলিপি বিক্রি হচ্ছে। সেজন্য প্রতিবছরই আমরা ভাঙা মেলায় অন্তত দুই দিনের জন্য এসে কিছু কিনে নিয়ে যাই।'

মেলা কমিটির তরফে অর্ঘ্য সরকার জানালেন, 'আমরা আগে পচনশীল আবর্জনা সরিয়ে ফেলে মেলা প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করছি। পাশাপাশি ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে মাঠ জীবনমুক্ত করা হচ্ছে । এরপরে আমরা অপচনশীল আবর্জনা তুলে ফেলে দেব। বোল্লা মেলার তিন কিলোমিটার এলাকা পুরোপুরি পরিষ্কার করতে কয়েকদিন সময় লাগবে।'

গ্রাম সংসদ সভা

কুমারগঞ্জ ও পতিরাম, ২৯ নভেম্বর : কুমারগঞ্জ ব্লকের মোহনা পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে আজ একযোগে অনুষ্ঠিত হল গ্রাম সংসদ সভা। আগামী বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যেই এই সভার আয়োজন। পঞ্চায়েত প্রধান সুনীল সরকার জানান, 'পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজ অব্যাহত রাখতে এই ধরনের সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামবাসীর অংশগ্রহণে স্থানীয় সমস্যার সমাধান এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্ধারণে সভাগুলি সফল হয়েছে।'

পাশাপাশি, পতিরাম পঞ্চায়েতের তরফে গ্রাম সংসদে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ অরবিন্দপল্লি পতিরাম বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সংসদ সভা।

ভবন নেই, গাছতলায় শিশুশিক্ষাকেন্দ্র

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ২৯ নভেম্বর : নেই স্কুলের ভবন, শৌচালয় কিংবা রান্নাঘর। খোলা আকাশের নীচেই চলছে পঠনপাঠন। একটা সময় প্রতিদিন জনা পঞ্চাশ পড়ুয়া ক্লাসে আসত। কমতে কমতে সেটা এখন দৈনিক ১০ জনে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার এমন বেহাল এবং অব্যবস্থার ছবি ধরা পড়েছে মালদার চাঁচল-২ নম্বর ব্লকের ভাকরি গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়াটোলা এলাকায়।

২০০৩ সালে নয়াটোলা শিশুশিক্ষাকেন্দ্র পথ চলা শুরু করলেও ২১ বছরে কোনও স্কুল ভবন গড়ে উঠেনি। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা, খোলা আকাশের নীচেই চলছে পাঠদান। বর্তমানে খাতায় কলমে সেখানে ৩৩ জন পড়ুয়া পাঠরত। একজন মুখ্য শিক্ষিকা ও দু'জন সহায়িকা রয়েছেন। তবে ভবন না থাকায় স্কুলমুখী হচ্ছে না পড়ুয়ারা। হাতেগোনা পাঁচ থেকে ১০ জনকে নিয়েই চলছে স্কুল। মুখ্য সহায়িকা নারগিস খাতুন বলছেন, 'স্কুলের জমি রয়েছে। ২০১৪ সালে টাকা আসে। সেই টাকা সঞ্চিত রয়েছে। তবু কেন ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে না তা নিয়ে আমরা ধোঁয়াশায় আছি। খুব কষ্টে ঝড়-বৃষ্টি-রোদে মাটিতে বসে স্কুল চালাতে হচ্ছে। আমরাও চাই ঘর হোক।'

মাটিতে বসে পঠনপাঠন। চাঁচলে তোলা সংবাদচিত্র।

তিন সমস্যা

- ২০০৩ সালে নয়াটোলা শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের পথ চলা শুরু হলেও এখনও স্কুল ভবন গড়ে ওঠেনি
- ফলে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা খোলা আকাশের নীচেই চলছে পাঠদান
- বর্তমানে খাতায়কলমে ৩৩ জন পড়ুয়া থাকলেও আসে মাত্র ৫-৭ জন। সমস্যায় পড়েছেন শিক্ষিকারা

আরেক শিক্ষিকা শামিমা সুলতানা বেগম বলেন, 'টানা ২১ বছর ধরে খোলা আকাশের নীচে শিশুদের নিয়ে ক্লাস করাচ্ছি। স্কুলের নিজস্ব জমি রয়েছে। যতদূর জানি, ফান্ডও রয়েছে। আমরা চাই দ্রুত স্কুল ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হোক।'

এক অভিভাবক মর্জিনা খাতুন জানাচ্ছেন, 'বাচ্চারা খোলা আকাশের নীচে কষ্ট করে পড়াশোনা করছে। স্কুলের বিল্ডিং না থাকায় অনেক বাচ্চা স্কুলে যেতে চাইছে না। আমরা চাই বাচ্চারা পড়াশোনা করুক, তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখানে একটি স্কুল বিল্ডিং নির্মাণ করা হোক।'

চাঁচল-২ নং ব্লকের বিডিও শান্তনু চক্রবর্তী এবিষয়ে জানান, 'স্কুলের ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে কিছু সমস্যা রয়েছে। সমস্যার সমাধান হলে দ্রুত ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে।'

শিশু চোর সন্দেহে আটক এক

বালুরঘাট, ২৯ নভেম্বর : শিশুচোর সন্দেহে শুক্রবার একজনকে বালুরঘাট বাজার এলাকায় আটকে রাখার অভিযোগ উঠল। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে পৌঁছে শিশু সহ ওই ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। শিশুটির বাবা যে তিনি, তার প্রমাণও দিয়েছেন। বলেন, বাড়ি হিলি ব্লকে। স্ত্রী মানসিক ভারসাম্যহীন। চিকিৎসা চলছে। এদিকে পাঁচমাসের কন্যাসন্তানকে বাড়িতে রেখে রোজগার সম্ভব নয়। তাই সন্তানকে কোলে করে বিভিন্ন দোকানে দোকানে ঘুরে শিশুর খাবার জোগাড় করছিলেন। সাধারণ বাসিন্দারা তাকে শিশুচোর বলে সন্দেহ করে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

পাওনা নিয়ে বিবাদ

বালুরঘাট, ২৯ নভেম্বর : পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে উলটে ৫০ হাজার টাকা গচ্চা গেল। ঘটনা চকভৃগু গোবিন্দপুরের।

সেখানে অনুপ মণ্ডলের ইট, বালি, সিমেন্টের দোকান রয়েছে। ওই এলাকার কয়েকজন তরুণ দোকান থেকে জিনিস বাকিতে নিয়ে টাকা মেটায়নি। ফের বাকিতে জিনিস দিতে অনুপ মণ্ডল অস্বীকার করলে তাঁর ওপর তারা চড়াও হয়। মারধর করে, ছুরি দেখিয়ে তার পকেট থেকে নগদ ৫০ হাজার টাকা ছিনতাই করে পালায়। এ নিয়ে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। ঘটনাটি ঘটেছে ২৬ নভেম্বর রাতে। ব্যবসায়ীকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২৭ নভেম্বর ছুটি পেয়ে রাতে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ

বামনগোলা, ২৯ নভেম্বর : শোয়ার ঘরে কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে বামনগোলার পাকুয়াহাট পঞ্চায়েতের থিনগর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত পড়ুয়ার নাম জয়িতা বিশ্বাস (১৫)। সে স্থানীয় পাকুয়াহাট হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী।

বৃহস্পতিবার কোনও প্রয়োজনে অভিভাবকরা বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় দেখতে পায় তাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। মৃতদেহ নামিয়ে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য ওই ছাত্রীর দেহ মালদা মেডিকেলে পাঠায়। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি।

সক্রিয় পুলিশ

বালুরঘাট, ২৯ নভেম্বর : বালুরঘাটের ভাটপাড়া পঞ্চায়েতের মাঝিগ্রামে এক নাবালক ও নাবালিকা বেশ কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ ছিল। সম্প্রতি তারা বাড়ি ফিরলে আত্মীয়রা তাদের বিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। গতকাল রাতে বিয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বালুরঘাট থানা, প্যারালিগ্যাল ভলান্টিয়ারস (পিএলভি) এবং চাইল্ড হেল্পলাইন অভিযান চালিয়ে বিয়ে বন্ধ করে। বালুরঘাট থানার পুলিশ জানিয়েছে, পরিবারের তরফে মুচলেকা লিখে নেওয়া হয়েছে।

নিখোঁজ বধূ

বালুরঘাট, ২৯ নভেম্বর : দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে বাইশ বছরের গৃহবধূর নিখোঁজের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বালুরঘাট ব্লকের চকভৃগু গোবিন্দপুর গ্রামে। গত ২০ নভেম্বর মালদায় বোনের বাড়ি যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে ওই গৃহবধূ মৌসুমি সিং নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে বলে স্বামী থানায় অভিযোগ জানিয়েছে। বালুরঘাট থানার পুলিশ তাদের খোঁজ শুরু করেছে।

নতুন দপ্তর

বালুরঘাট, ২৯ নভেম্বর : সম্প্রতি বালুরঘাট মহকুমা শাসকের অফিস সম্প্রসারিত করা হল। এই উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরেই থাকা মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে আরও একটি নতুন অফিসের শুভসূচনা করলেন জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক সুব্রতকুমার বর্মন সহ অন্য আধিকারিক।

কাঠগড়ায় পুলিশ, হয়রানির অভিযোগ রেশমচাষিদের

জাতীয় সড়কে 'তোলাবাজি'

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ২৯ নভেম্বর : জেলার চাষিদের রেশম গুটি বিক্রির ভরসা কালিয়াচকের কোকুন মার্কেট। কিন্তু সেই রেশম গুটি বিক্রি করতে আসার পথে জাতীয় সড়কে হয়রানির শিকার হচ্ছেন রেশম চাষিরা। চাষিদের গাড়ি আটকে কখনও ২০০, কখনও ৫০০ টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, টাকা না দিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রাখা হচ্ছে গাড়ি। ফলে হয়রানির শিকার হচ্ছেন দুঃস্থ চাষিরা। তাঁরা সমস্যা সমাধানে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপ দাবি করছেন।

শুক্রবার কালিয়াচক কোকুন হাটে আসার পথে গাজোল থানা এলাকা কদুবাড়ি মোড়ে রেশম চাষিদের থেকে জোরপূর্বক সিভিক ভলান্টিয়াররা টাকা আদায় করে বলে অভিযোগ। টাকা না দিলে রেশম গুটি বোঝায় গাড়ি আটকে রাখার অভিযোগ ওঠে। এরপর কালিয়াচকে আসার পরে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন রেশম চাষিরা। তাঁদের সাফ কথা, দুঃস্থ চাষিদের অতিরিক্ত টাকা চেয়ে হয়রানি করা বন্ধ হোক।

চাঁচলের চাষি মমতাজ আলম জানালেন, 'আমরা গরিব মানুষ। রেশম চাষ করে সংসার নির্বাহ করি। সামান্য লাভের জন্য চাঁচল থেকে কালিয়াচকে রেশম গুটি বিক্রি করতে আসি। কিন্তু আসার সময় গাজলের কদুবাড়ি মোড় সহ বেশ কয়েক জায়গায় গাড়ি আটকে দিয়ে টাকা আদায় করছে পুলিশ। টাকা না দিলে ঘন্টার পর ঘন্টা গাড়ি আটকে রাখছে। টাকা না থাকলে বাড়ি থেকে আবার টাকা নিয়ে আসতে হচ্ছে।

> আমাদের গাড়ি আটকে ২০০ থেকে ৫০০ টাকা জোরজবরদস্তি আদায় করছে পুলিশ। আমরা দুটো পয়সা লাভের জন্য কালিয়াচকের গুটি বিক্রি করতে আসি, কিন্তু রাস্তাতে যদি এরকম ভাবে হয়রানি করা হয়, তাহলে আমরা কী করব।
>
> **করিম শেখ,** চাষি

আমরা খুব বিপদে পড়েছি।'

চাঁচলের আরেক চাষি করিম শেখের অভিযোগ, 'আমাদের গাড়ি আটকে ২০০ থেকে ৫০০ টাকা জোরজবরদস্তি আদায় করছে পুলিশ। আমরা দুটো পয়সা লাভের জন্য কালিয়াচকের গুটি বিক্রি করতে আসি, কিন্তু রাস্তাতে যদি এরকম ভাবে হয়রানি করা হয়, তাহলে আমরা কী করব। জেলা প্রশাসনের কাছে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে বন্ধ করা হোক।'

উল্লেখ্য, মালদার কালিয়াচক সহ চাঁচল ও হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় এই মরশুমে রেশম গুটির উৎপাদন হয়। জেলার মধ্যে রেশম গুটি বিক্রির হাট বসে থাকে কালিয়াচক কোকুন মার্কেটে। সোমবার ও শুক্রবার রেশম গুটি বিক্রি করা হয় এই মার্কেটে। তাই কালিয়াচক সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের চাষিরা কালিয়াচকে আসেন রেশম গুটি বিক্রি করতে। কিন্তু ছোট গাড়ি করে রেশম গুটি নিয়ে আসার সময় জাতীয় সড়কে গাড়ি আটকে পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়াররা জোরজুলুম করে। কারও কাছে ২০০ টাকা, কারও কাছে ৫০০ টাকা আদায় করছে বলে অভিযোগ।

চোরাই বালি সহ দুটি ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত

কুমারগঞ্জ, ২৯ নভেম্বর : কুমারগঞ্জ থানার পুলিশের অভিযানে বৃহস্পতিবার চোরাই বালি সহ দুটি ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রথম ঘটনাটি ঘটে দুপুরে, কুমারগঞ্জের কুরাহাঘাট এলাকার আত্রেয়ী নদীর পাড়ে। অভিযোগ, সরকারি রয়্যালটি পরিশোধ না করেই বালি ভর্তি একটি ট্র্যাক্টর পুন্তরের দিকে যাচ্ছিল। ট্রলিতে অতিরিক্ত বালি থাকায় ট্র্যাক্টরটি দেখে পুলিশি অভিযানের আশঙ্কায় চালক গাড়িটি ফেলে পালিয়ে যায়। পুলিশ ট্র্যাক্টরটি বাজেয়াপ্ত করে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে বিকেলে একই এলাকার আত্রেয়ী নদীর পাড়ে। বালি ভর্তি আরেকটি ট্র্যাক্টরও রয়্যালটি পরিশোধ না করেই পুন্তরের দিকে যাচ্ছিল। এটিও আটক করে পুলিশ।

পশু প্রজননের সামগ্রী উদ্ধার

বুনিয়াদপুর, ২৯ নভেম্বর : এক ভ্যান থেকে প্রচুর পরিমাণে পশুদের কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহৃত সামগ্রী এবং ওষুধ বাজেয়াপ্ত করলেন বংশীহারী ব্লক প্রাণীসম্পদ দপ্তরের কর্মীরা। ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। তাদের বংশীহারী থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ধৃতদের নাম মহম্মদ নুর আলম (২৮) এবং মহঃ মোকিম (২১)। উভয়ের বাড়ি মালদার পুকুরিয়া থানার ধামুলি গ্রামে।

বংশীহারী ব্লক প্রাণী দপ্তরের আধিকারিক ডাক্তার সুমন সাহা বলেন, 'ধৃতরা দীর্ঘদিন থেকে বেআইনিভাবে গ্রামগঞ্জে পশুদের কৃত্তিম প্রজননের কাজে ব্যবহৃত সামগ্রী এবং ওষুধপত্র বিক্রি করে প্রচুর টাকা আয় করত। এতে অনেক পশু মারাও যেত।'

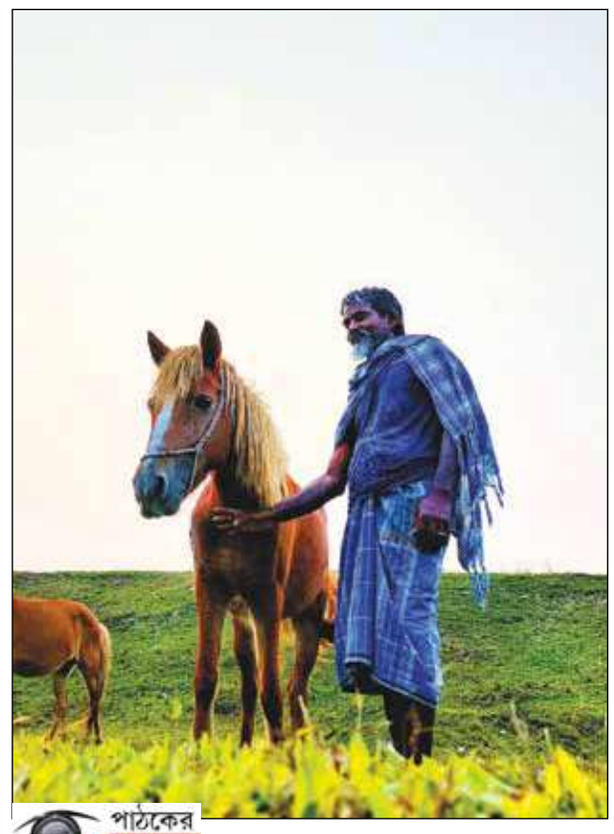

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বন্ধু চল।। ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন মণীশ দত্ত।

৫০ টাকা নিয়ে বচসা, কীটনাশক পানে স্বামীর মৃত্যু

বালুরঘাট, ২৯ নভেম্বর : ক্রিকেট খেলা দেখতে যাওয়ার জন্য টাকা দেননি স্ত্রী। মাত্র ৫০ টাকা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শুরু হয় বচসা। এরপরই বাড়িতে থাকা কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হন স্বামী। মৃতের নাম শুভেন্দু টুডু (২১)। বাড়ি বালুরঘাট ব্লকের বোল্লা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাষ্টগড়ে। বৃহস্পতিবার বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ওই তরুণের। শুক্রবার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানোর পাশাপাশি পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে।

শুভেন্দু পেশায় ছিলেন শ্রমিক। ৬-৭ মাস আগে প্রেম করে হিলির একটি মেয়েকে বিয়ে করেন তিনি। বিয়ের পর থেকেই তাঁদের মধ্যে ঝামেলা হত। গত মঙ্গলবার এলাকায় একটি ক্রিকেট খেলা হচ্ছিল। সেখানে যাবেন বলে স্ত্রীর কাছ থেকে ৫০ টাকা চান তিনি। নিজের কাছে টাকা না থাকার জন্যই তিনি স্ত্রীর কাছে টাকা চেয়েছিলেন। এনিয়ে শুরু হয় ঝামেলা। স্বামীকে বকাবকি করেন স্ত্রী। এরপরই কীটনাশক খান শুভেন্দু। বিষয়টি স্ত্রীর নজরে আসতেই পরিবারের অন্য সদস্যদের খবর দেন। দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে শুভেন্দুকে স্থানীয় খাসপুর গ্রামীণ হাসপাতাল ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় ওই রাতেই তাঁকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে কয়েকদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর গতকাল সন্ধেয় মারা যান তিনি। এদিকে বিষয়টি জানাজানি হতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

শুভেন্দুর দাদা মঙ্গল টুডু বলেন, 'মঙ্গলবার আমাদের এলাকায় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ছিল। সেখানেই খেলা দেখতে যাওয়ার কথা ছিল ভাইয়ের। তার জন্য স্ত্রীর কাছে ৫০ টাকা চেয়েছিল। টাকা না দেওয়ায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা হয়। তারপরেই সে বিষ খায়। আমরা জানতে পেরে ওকে হাসপাতালে ভর্তি করি। কিন্তু ভাইকে বাঁচাতে পারিনি। গতকাল ভাই হাসপাতালে মারা যায়।'

শুভেন্দুর জামাইবাবু রমেন মার্ডি বলেন, 'ঠিক কী হয়েছিল জানা নেই। খবর পেয়ে আমরা ওকে হাসপাতালে নিয়ে আসি। কয়েকদিন বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল সে। গতকাল রাতে সে মারা যায়।'

বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা বলেন, 'মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানোর পাশাপাশি একটি অস্বাভাবিক মামলা রুজু করা হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হবে।'

ক্যানসারের যন্ত্রণায় বিষ খেয়ে প্রৌঢ়ের মৃত্যু

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৯ নভেম্বর : বছরখানেক ধরে ক্যানসারের চিকিৎসা চলছিল। মাস ছয়েক আগেও কেমো নিয়েছিলেন। কিন্তু দিনের পর দিন বেড়েই চলেছিল কর্কট রোগের যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারেননি প্রৌঢ়। অবশেষে কীটনাশক পান করে আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। ঘটনাটি ঘটেছে গাজোলের পাঁচপাড়া এলাকায়।

মৃত প্রৌঢ়ের নাম যতীন সরকার (৭৪)। কৃষিকাজ করেই সংসার চালাতেন তিনি। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, বছর দেড়েক আগে যতীনবাবুর গলায় ক্যানসার ধরা পড়ে। প্রথমে তাঁকে মুম্বইয়ে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে শিলিগুড়িতে তাঁর চিকিৎসা হয়েছে। বর্তমানে মালদা মেডিকেলে চিকিৎসা চলছিল তাঁর। কিন্তু দিনের পর দিন যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছিলেন না যতীনবাবু। অবশেষে গতকাল সকালে কীটনাশক পান করেন তিনি। তড়িঘড়ি পরিবারের লোকজন তাঁকে গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মালদা মেডিকেলে রেফার করে দেন। গতকাল দুপুরে মালদা মেডিকেলেই মৃত্যু হয় যতীনবাবুর। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়ে আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে গাজোল থানার পুলিশ।

যতীনবাবুর ছেলে গোকুল সরকার বলেন, 'প্রায় দেড় বছর আগে বাবার ক্যানসার ধরা পড়ে। মুম্বই, শিলিগুড়ির পরে বর্তমানে মালদা মেডিকেলে বাবার চিকিৎসা চলছিল। বাবার গলায় বাইপাস সার্জারিও ছিল। তিনি কথা বলতে পারতেন না। দিনের পর দিন যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছিলেন না বাবা। ব্যথার ওষুধ থাকলে মাঝেমধ্যেই দুটো-তিনটে খেয়ে নিতেন। ক্যানসারের মারাত্মক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে গতকাল সকালে বাবা কীটনাশক পান করেন। আমরা তড়িঘড়ি বাবাকে গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানকার চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করি। কিন্তু লাভ হয়নি। গতকাল দুপুরে বাবার মৃত্যু হয়।'

জলের দাবিতে বালতি হাতে বিক্ষোভ গ্রামবাসীর। শুক্রবার রতুয়ায় দেবীপুর পঞ্চায়েত এলাকায়। - শেখ পান্না

পাইপ আছে, জল নেই বিক্ষোভ রতুয়ায়

রতুয়া, ২৯ নভেম্বর : গ্রামে মাটির নীচে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল প্রকল্পের পাইপলাইন আছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, সেই পাইপের বয়স প্রায় ১৫ বছর। কিন্তু ওই পাইপ দিয়ে জল কখনও যায়নি। তিনটি গ্রাম প্রথম থেকেই পরিস্রুত পানীয় জল থেকে বিচ্ছিন্ন। অথচ আশেপাশের গ্রামগুলিতে একই পাইপলাইন দিয়ে দেদারে জল পড়ছে। সেখান থেকেই এতদিন পানীয় জল সংগ্রহ করতেন রতুয়া-১ ব্লকের দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শেখপাড়া, প্রধানপাড়া আর সবজিপাড়ার মানুষজন। কিন্তু মাস তিনেক ধরে সেই পাইপলাইনেও নাকি পানীয় জল পাওয়া যাচ্ছে না। মাঝেমধ্যে জল এলেও প্রবল ভিড়ে সবাই সংগ্রহ করতে পারছে না। এই অবস্থায় প্রাণ বাঁচাতে ভরসা পুকুর আর সাধারণ নলকূপের জল। সেই জল পান করে অনেকেই অসুস্থ হচ্ছেন। অভিযোগ, এনিয়ে একাধিকবার পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনকে জানানো হলেও কাজ হয়নি। পানীয় জলের দাবিতে শুক্রবার বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তিনটি গ্রামের মানুষজন। বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বিডিও।

শেখপাড়া, প্রধানপাড়া আর সবজিপাড়া মিলিয়ে প্রায় ৬০০ পরিবারের বাস। তিনটি গ্রামের বেশিরভাগ বাসিন্দাই নিম্নবিত্ত পরিবারের। শ্রমজীবী। তাঁদেরই একজন শেখ মংলু বলছেন, 'তিন মাস ধরে পানীয় জল পাচ্ছি না। প্রশাসনকে বলে বলে মুখ ব্যথা হয়ে গিয়েছে। শীতের শুরুতেই তিনটি গ্রামের মানুষজন চরম সমস্যায় পড়েছে। কিছু বললে বলা হচ্ছে, পাইপলাইন খারাপ। জল আসবে না। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বলছে, তার কিছু করার নেই। এই পরিস্থিতিতে আমরা কী করব?'

প্রধানপাড়ার বাসিন্দা শেখ তাহেরের অভিযোগ, 'প্রয়াত রাজ্যের মন্ত্রী শৈলেন সরকারের আমলে আমাদের তিনটি গ্রামে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের পাইপলাইন বসেছিল। সেটা প্রায় ১৫ বছর হয়ে গেল। কিন্তু সেই পাইপলাইনে জল সরবরাহ করা হয়নি। পরিস্রুত পানীয় জল পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের এখন পুকুর কিংবা নলকূপের জল পান করতে হচ্ছে। সেই জল খেয়ে সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ছে। প্রশাসন আমাদের কথায় গুরুত্ব দেয় না। হাফ কিলোমিটার দূরে অন্য গ্রাম থেকে আমাদের পানীয় জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। কিন্তু ভিড় বেড়ে যাওয়ায় কোনওদিন জল পাওয়া যায়, কোনওদিন পাওয়া যায় না।'

বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিডিও রাকেশ টোপ্পো জানান, 'অনেক জায়গায় নতুন পাইপলাইনের কাজ চলছে। সেই কাজ শেষ হলেই সব গ্রামে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছোবে। ওই তিনটি গ্রামে যে ১৫ বছর ধরে পানীয় জল যাচ্ছে না, তা আমার জানা নেই। বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।'

স্কুলে দেরি শিক্ষকদের, বিক্ষোভ করণদিঘিতে

করণদিঘি, ২৯ নভেম্বর : সময়মতো স্কুলে আসে না শিক্ষকরা। এই অভিযোগে শুক্রবার স্কুলের গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখাল অভিভাবকরা। করণদিঘি ২ পঞ্চায়েতের কামাত লাহুতারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এমন ঘটনায় শিক্ষামহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অভিভাবকরা জানান, দীর্ঘদিন থেকেই স্কুলের শিক্ষকরা ১২টার পরে স্কুলে আসেন। ঘন্টাখানেক স্কুলে থেকে টিফিনেই ছুটি দিয়ে বাড়ি চলে যায়। এদিন শিক্ষকরা দেরিতে আসায় অভিভাবকরা স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখায়।

অভিভাবক সাহাবাজ হুসেনের অভিযোগ, 'শুক্রবার স্কুলে সঠিক সময়ে কোনও শিক্ষক না আসায় স্কুল গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন অভিভাবকরা। দীপঙ্কর সিংহ নামের শিক্ষক এলেও তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এরপর আরও তিনজন শিক্ষক স্কুলে আসেন।'

আলেমা বিবি বলেন, 'বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল সরকার নিয়মিত স্কুলে না আসায় সহশিক্ষকরা ঠিক সময়মতো স্কুলে আসেন না। ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে। যেকোন মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা।'

অভিভাবক দিলরাজ হোসেন জানান, 'স্কুলে ৫ জন শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক সহ আরও এক শিক্ষক ছুটিতে গিয়েছেন। বাকি ৬জন শিক্ষক সময় অনুযায়ী স্কুলে আসেন না। তাই এদিন ঘণ্টাদুয়েক ধরে শিক্ষকদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়।'

এরপর স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য লক্ষ্মন মার্ডি স্কুলে পৌঁছান। খবর পৌঁছায় বিডিও এবং বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে। অবশেষে পঞ্চায়েত সদস্য লক্ষ্মণ অভিভাবকদের বুঝিয়ে তালা খোলার ব্যবস্থা করেন। এরপর থেকে স্কুলে সব ঠিকমতো চলবে বলে শিক্ষকরা লিখিত মুচলেকা দিলে উত্তেজিত গ্রামবাসীরা শান্ত হন।

সূত্রের খবর, বিদ্যালয়ের ৭জন শিক্ষকই তৃণমূল প্রভাবিত শিক্ষক সংগঠনের সদস্য। তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি গৌরাঙ্গ চৌহান বলেন, 'স্কুল ফাঁকি দেওয়া শিক্ষকদের জন্যই বাচ্চারা ঠিকমতো স্কুলে আসে না। স্কুলে কেন শিক্ষকরা ঠিক সময়ে আসেন না, তা খতিয়ে দেখার জন্য ইনস্পেকটরের সঙ্গে আলোচনায় বসব।' করণদিঘি পূর্ব সার্কেলের ইনস্পেকটর অভিষেক সাহার কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

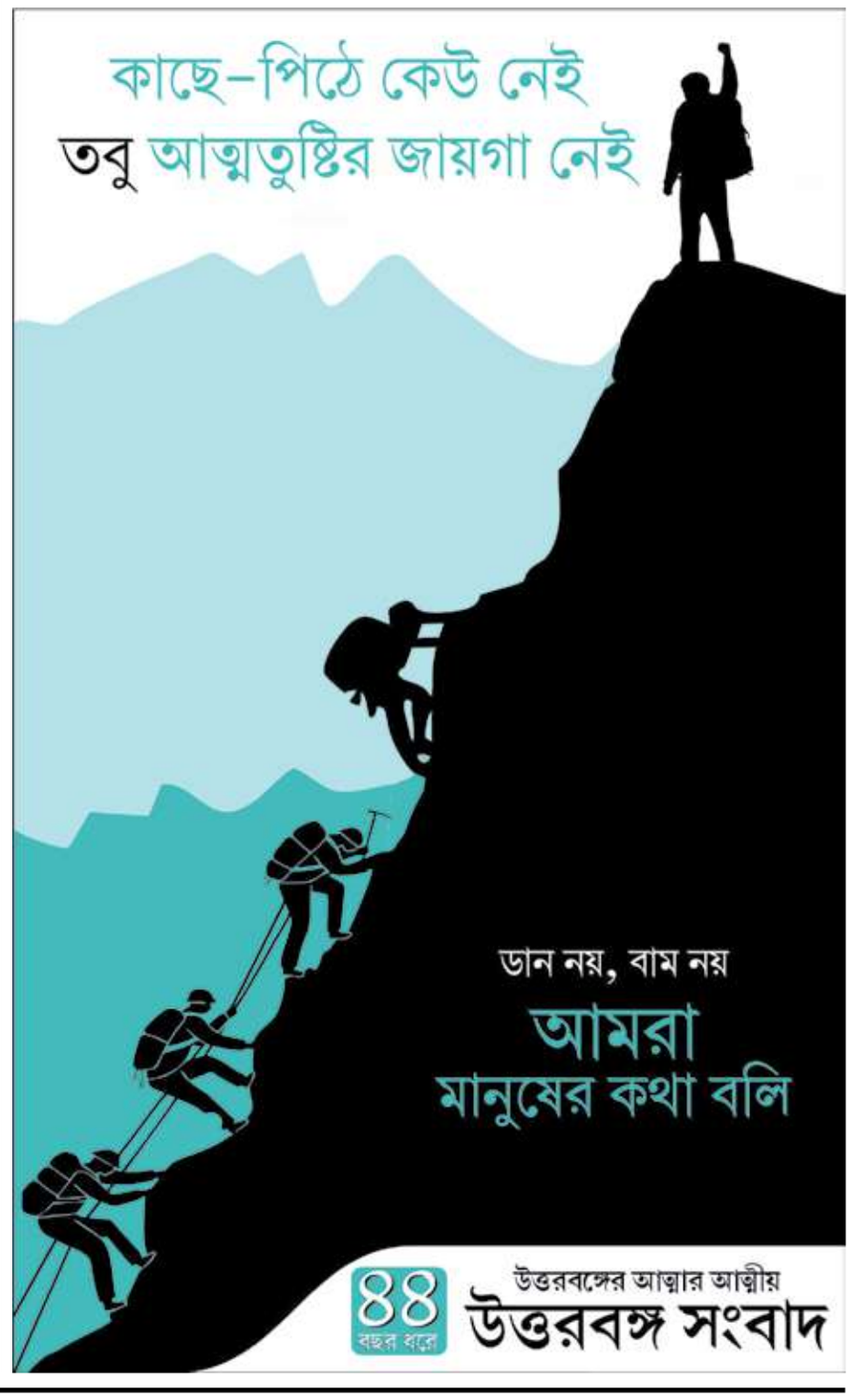

শনিবার, ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৩০ নভেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৯১ সংখ্যা

আইন ও সচেতনতা

ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, এক্স হ্যান্ডেলের মতো জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যমগুলিতে এখন আট থেকে আশি প্রায় সকলেই বুঁদ থাকে। দরকার থাকুক বা না থাকুক, ঘরে-বাইরে, মাঠে-ঘাটে, ট্রেনে-বাসে সর্বত্র মানুষ মুঠোফোনেই মজে থাকেন। বড়দের দেখাদেখি স্কুল পড়ুয়া, এমনকি বাচ্চারাও সামাজিক মাধ্যমে দীর্ঘ সময় থাকছে। করোনাকালে বহু স্কুলে অনলাইনে পড়াশোনা শুরু হয়েছিল। তার জেরে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীর তালিকায় হুহু করে ঢুকে পড়ে স্কুল পড়ুয়ারা। যাতে তাদের জন্য নয়, এমন জিনিসও শিশুদের হাতের নাগালে চলে আসে। তাতে বিপত্তি বাড়ে।

হাতে স্মার্টফোন তুলে দিয়ে বাচ্চাদের শান্ত রাখার অভ্যাস এখন অধিকাংশ বাবা-মায়ের। অনলাইনে ক্লাসের সুযোগে এবং সামাজিক মাধ্যম সহজলভ্য হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে অস্ট্রেলিয়া সরকারের পদক্ষেপ দৃষ্টান্তমূলক তো বটেই, নিঃসন্দেহে সাধুবাদযোগ্য। সেদেশে ১৬ বছরের কমবয়সিদের জন্য যাবতীয় সামাজিক মাধ্যম নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নইলে জরিমানা।

অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই সোশ্যাল মিডিয়া মিনিমাম এজ বিল পাশ হওয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। কারও মতে, শৈশব যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার জন্য সরকার সঠিক পদক্ষেপ করেছে। আবার কারও মতে, এই নিষেধাজ্ঞার ফলে কিশোর-কিশোরীরা অন্তর্জালের অন্ধকার দিকের কবলে পড়তে পারে। ভালোমন্দ দুইই হতে পারে। কিন্তু সবকিছুর একটা শুরু দরকার। অস্ট্রেলিয়া সরকার সেই সূচনাটা করেছে।

ফ্রান্স ও আমেরিকার কয়েকটি প্রদেশে শিশু-কিশোরদের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার অভিভাবকদের অনুমতি সাপেক্ষ। অস্ট্রেলিয়ার ধর তক্তা মার পেরেক গোছের পদক্ষেপে অবশ্য সামাজিক মাধ্যম সংস্থাগুলি বেশ চটেছে। সরকার অবশ্য অনড়। সরকার জানিয়ে দিয়েছে, শৈশব কেড়ে নেওয়া সমর্থনযোগ্য নয়। সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

ভারতে এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপই করা হয়নি। এমনিতেই শিশুদের ওপর নানাবিধ কারণে মানসিক চাপ বাড়ছে। পড়াশোনায় ভালো হওয়ার চাপ, সবকিছুতে প্রথম হওয়ার জন্য বাড়ি এবং স্কুলের চাপ ইত্যাদি। পাশাপাশি রয়েছে নানা পারিবারিক সমস্যা। বাবা-মায়ের দ্বন্দ্বের বহুক্ষেত্রে শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন প্রলোভনের জগতে কার্যত না জেনেবুঝে পা দিয়ে ফেলে।

ইদানীং সামাজিক মাধ্যমগুলিতে রিল বানিয়ে ঝটিতি জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রবণতা বাড়ছে। বড়দের পাশাপাশি বহু কিশোর-কিশোরীর রিল তৈরির ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। এতে তাদের পড়াশোনার ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। তাদের স্বাভাবিক সৃজনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিশুমন অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ এবং সংবেদনশীল। বাড়ির বড়দের অনেক কাজকর্ম, কথাবার্তায় সেই মন ক্ষতবিক্ষত হয়। সেই সময় টেনে আদর করে বুঝিয়ে শান্ত করা গেলে শিশুরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং তাদের মনের ক্ষতে প্রলেপ পড়ে।

বড়রা অনেক সময় এই কাজগুলি করতে ভুলে যান। শিশুদের নিজস্ব জগতে অজস্র চরিত্র থাকে। যাদের কেউ ভালো, কেউ মন্দ। গল্পকথা এবং টেলিভিশনের কার্টুন চরিত্রগুলি তাদের মনের অত্যন্ত কাছের। শিশুদের সেই নিজেদের জগতে থাকতে দেওয়া উচিত। পড়াশোনা, খেলাধুলো, সৃষ্টিশীল কাজকর্মের মধ্যে তাদের নিজেদের মতো করে বড় হতে দেওয়া উচিত। জোর করে বড় করতে যাওয়া সঠিক নয়। শিশু-কিশোরদের সামাজিক মাধ্যম থেকে দূরে রাখার আগে বড়দেরও সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে সচেতন এবং সতর্কতা অবলম্বন উচিত।

বড়রা যা করে ছোটরা তাই দেখে শেখে। বড়রা সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে সংযত হলে ছোটদের জন্য সরকারের আলাদা করে বিল পাশ করার দরকার হবে না।

অমৃতধারা

ক্রোধাগ্নিতে যদি তুমি দগ্ধ হও তার নির্গত ধোঁয়া তোমার চোখকেই পীড়িত করবে। অসংযত চিন্তা যতই হবে, তোমার শান্তিপূর্ণ অবস্থা ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। শান্তি পাওয়া কত দুরূহ, কেননা তা তোমার নাকেরডগায় বিদ্যমান। নির্বোধ ব্যক্তি কখনই সন্তুষ্ট হয় না, জ্ঞানীজন সদা সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে নিজ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের সন্ধান পান। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি মেজাজ হারানোর সঙ্গে আরও অনেক কিছু হারান। যে শান্ত থাকে তাকে বোকা বানানো যায় না। জনগণের মনের সমতান জাগরুক হলে, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ সমাজের ভিতর তার প্রকাশ ঘটে। বস্তু বা পরিস্থিতি দ্বারা যদি তুমি চমকিত হও, তাহলে তুমি সহজেই হতবিহ্বল হবে।

-ব্রহ্মাকুমারী

এক আত্মহত্যা ও আমিষ বনাম নিরামিষ

প্রেমিক তাঁকে আমিষ খেতে বাধা দেওয়ায় আত্মঘাতী মুম্বইয়ের তরুণী। দেশজুড়ে ভেজ, নন ভেজ খাবার নিয়ে অন্য যুদ্ধ।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্ন পেয়ে আনন্দে ভাসছেন। গিয়ে দেখলেন, সব খাবারই নিরামিষ। আপনি আপনার সঙ্গীদের দিকে বিস্ময়ের ইশারা করলেন। তাঁরাও আপনার দিকে তাকালেন করুণ চোখে। শেষে নিরামিষ খেতে হবে?

আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল এক লহমায়। এমন ঘটনা তো কতবার হয়েছে!

আর একদিন নিমন্ত্রণের কার্ড এসেছে। সেটা দেখে আগেই বোঝা গেল, ভোজে সব খাবার নিরামিষ। কোনও অজুহাতে আপনি যাওয়া বাতিল করে দিলেন। ধুর, বিয়েবাড়িতে নিরামিষ কে খায়?

এমন ঘটনারও নিশ্চয়ই বাংলার মানুষ সাক্ষী।

নিরামিষ বনাম আমিষের লড়াই দীর্ঘদিনের। জনপ্রিয়তায় অনেক পিছিয়ে থাকা নিরামিষ ইদানীং আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। উঠে দাঁড়িয়েছে ধর্ম এবং ভক্তিরসের হাত ধরে। কখনও স্বাস্থ্যচর্চার হাত ধরে।

এমন বাস্তবের মাঝে মুম্বইয়ের একটা খবর আমূল নাড়িয়ে গেল।

মুম্বইয়ের আন্ধেরির এক ফ্ল্যাটে অতি সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে বছর পঁচিশের সৃষ্টি তুলির মৃতদেহ। সৃষ্টি ছিলেন এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট। তাঁর বাড়ির লোকের অভিযোগ চাঞ্চল্যকর। তাঁর বয়ফ্রেন্ড আদিত্য পণ্ডিত মেয়েটিকে আমিষ খাবার খেতে দিত না। খেলে আপত্তি করত, গালাগাল থেকে মারপিট। অন্য অত্যাচার তো ছিলই। মেয়েটি অনেকদিন সহ্য করেছে। শেষপর্যন্ত রাগ ও অভিমানে আত্মহত্যা করেছেন। তরুণীর কাকার দাবি, ভেজ না খাওয়াটাই রোষের অন্যতম কারণ।

আমরা কোথায় চলেছি অসহিষ্ণুতার সঙ্গী হয়ে? এই প্রশ্ন তাড়িয়ে নিয়ে যায় বারবার।

মর্মান্তিক ঘটনাটা উত্তর ভারতের কোনও গ্রামে হলে তবু কথা ছিল। ঘটনা মুম্বইয়ের--দেশের বাণিজ্যিক রাজধানীর। মেয়েটিও পাইলট, উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তাঁকে এভাবে অকালে চলে যেতে হল?

এমনিতে মঙ্গল বা শনি--সপ্তাহে একদিন নিরামিষ খাওয়ার চল বাংলার প্রচুর ঘরে। এর কারণটা কী? অধিকাংশই কোনও ডাক্তারের নিদানের কথা বলবেন। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিছনে কাজ করে বিশেষ কোনও ধর্মীয় কারণ। এঁরা বুঝতে পারেন না, আত্মীয়স্বজনকে কত সমস্যায় ফেলা হয়। মঙ্গল বা শনিতে আপনি কারও বাড়িতে গিয়ে শুনলেন, সেখানে আজকে মাছ, মাংসই আছে। সেরা সমাধান হতে পারত সেদিন আমিষ খেয়ে অন্যদিন নিরামিষ খেয়ে নেওয়া। অনেকে সেটা করে ফেলেনও। অনেকে আবার এতটাই গোঁড়া, আমিষ খাবেনই না। আত্মীয়দের যত অসুবিধে হয় হোক।

বাংলার বাইরে অনেকের আরও অন্যরকম সমস্যা।

আমেরিকা প্রবাসী এক অধ্যাপক বন্ধুর অভিজ্ঞতা শুনলে স্তম্ভিত হতে হয়। ওখানে অন্য রাজ্যের অনেকে যখন শোনেন, বাঙালিরা মাছ-মাংস সব খায়, তখন প্রথম প্রশ্ন ওঠে, আপনি কি বাংলাদেশের? অথবা, আপনি কি মুসলমান? দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের প্রচুর লোকে আজও বাংলাদেশের বাঙালি এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির মধ্যে ফারাক বোঝেন না। এবং আমিষ-নিরামিষ দিয়ে বিচার করেন, কে হিন্দু, কে মুসলমান। তাঁদের কাছে আমিষাশী মানেই শুধু মুসলিম। মুম্বইয়ের সেই আত্মঘাতী পাইলটের প্রেমিক হয়তো সে দলেই পড়েন।

এই আমিষ-নিরামিষের যুদ্ধ বড় ভয়ংকর। ভারতে বাংলার বাইরের ছবি অনেকটা অচেনা। আপনি যদি হিন্দি টিভি সিরিয়ালের ভক্ত হন, তা হলে একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই টের পেয়েছেন এতদিনে। প্রগতিশীলতা সেখানে একেবারে লাস্ট বেঞ্চের ছাত্র। খাবার আসলে সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মীয় যুদ্ধের অস্ত্রের ঝনঝনানি।

এই যে আম্বানিদের সব চ্যানেলে ঝাঁ চকচক হিন্দি সিরিয়ালে অনেক দৃশ্য দেখেন বিয়েবাড়ি, উৎসব বাড়ির--সেখানে ভুলেও কাউকে মাছ-মাংস খেতে দেখবেন না। হিন্দি সিরিয়ালে নন ভেজ খাবারের 'নো এন্ট্রি'। কোনওমতেই দেখানো যাবে না, খাবার টেবিলে কেউ মাছ-মাংস খাচ্ছেন। চ্যানেলের কর্তাদের বিশ্বাস, দেশের বহু রাজ্যে মানুষ নিরামিষাশী। এই দর্শকরা কিছুতেই মাছ-মাংস-ডিম খাওয়া দেখতে নারাজ। নন ভেজ ফুড এতটাই অপছন্দের তাঁদের, সিরিয়াল দেখা বন্ধ করে দেবেন। মার খাবে টিআরপি। অতএব সহজ ফর্মুলা, সব দৃশ্যে নন ভেজকে নো এন্ট্রি করে দাও।

আম্বানিদের এখানে ভুল বুঝবেন না। ওঁরা বড় দুটি চ্যানেল কিনে নেওয়ার অনেক আগেই এই নিয়ম চলছে টিভি সিরিয়ালের সংসারে।

তবে বাংলার টিভি সিরিয়ালে আবার সেই সমস্যা নেই। এখানে মাছ-মাংস খাওয়ার দৃশ্য দেখানো যায় স্বচ্ছন্দে। এদিক দিয়ে বাঙালিরা অনেক উদার। তবে এখানেও হিন্দি সিরিয়ালের মতো হিন্দু-মুসলিমের প্রেম দেখানোয় বেসরকারি নিষেধাজ্ঞা বহাল।

এই হাস্যকর তর্কের মাঝে ভারতে আমিষ বনাম নিরামিষের সংকট নিয়ে কথা বলা যায়। সংকট এবং সংঘাত, দুটোই হাজির এখানে। অনেক বাঙালি যেমন রাতারাতি মাছ-ভাত ছেড়ে নিরামিষে চলে যাচ্ছেন, অনেক মাড়োয়ারি-বিহারি-দক্ষিণ ভারতীয় মাছ-মাংসে নতুন করে আকৃষ্ট হচ্ছেন। বাংলার বহু শহরেই এমন দৃশ্য দেখা যায়, যেখানে অনেক অবাঙালি বাড়ির বাইরে লুকিয়ে আমিষ খেতে রাতে হানা দিচ্ছেন পরিচিত রেস্তোরাঁয়। বিশ্বজনীন ব্র্যান্ড ম্যাকডোনাল্ডস-কেএফসি-পিৎজা হাটের জন্য আকুলতা বড় ভূমিকা নিয়েছে এমন পরিবর্তন আনার ব্যাপারে।

উলটো ছবিও আছে। যেমন অন্যতম ট্রেন্ড আবার ভেজ রেস্তোরাঁর সংখ্যা বৃদ্ধি। মালদা থেকে শিলিগুড়ি অনেক জায়গায় এমন বেকারি পাবেন, যেখানে নন ভেজের একেবারে নো এন্ট্রি। মাংসের প্যাটিস, মাছের রোল--কিছুতেই পাবেন না। কারণটা কী? মালিকদের কাছে প্রশ্ন করলে উত্তর আসে, 'আমাদের বেশি কাস্টমার অবাঙালি। তাঁদের নন ভেজের ছোঁয়া পর্যন্ত পছন্দ নয়। তাই নন ভেজ রাখা হয় না দোকানে।'

কথা শুনে মনে হবে, আমরা কি ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছি? বহু আগে ঠাকুমা, দিদিমার আমলে ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার ছিল রান্নাঘরে। সে সব দিনই আবার ফিরে এল নাকি? পরে মনে হবে, দেশের শাসকদল যেভাবে ধর্মের রথে বেরিয়ে পড়ে রামের জয়ধ্বনি দিয়ে, সেখানে ভেজ ফুড প্রেম অনিবার্য ভক্তকুলের। তাঁরা নিরামিষাশী পিথাগোরাস, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, গান্ধি, টলস্টয়, কাফকাকে উদাহরণ দেন না। ওঠে না লিওনার্দো ডিকাপ্রিও, সেরেনা উইলিয়ামস বা পল ম্যাকার্টনির মতো ভেজ-ভক্তদের নাম। বরং উদাহরণে আসে কোনও দেবতার কথা।

হিন্দুত্ব জাগরণের সঙ্গে নিরামিষ খাবারের উত্থানের একটা আনুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে দেশে। গুজরাটের পালিতানায় অবশ্য নন ভেজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ জৈন সন্ন্যাসীদের জন্য। ভেজ ভক্তদের জন্য তৈরি গুজরাটের গান্ধিনগর, উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা, বৃন্দাবন, উত্তরাখণ্ডের হৃষীকেশ, হরিদ্বার, রাজস্থানের মাউন্ট আবু, পুষ্কর--সাত শহরে আমিষ সরকারিভাবে নিষিদ্ধ। অথচ বিদেশে বিদেশিদের কাছে ইন্ডিয়ান খানা বলতে নন ভেজই বোঝায়।

ইউরোপ-আমেরিকায় ভারতীয় খাবারের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রেস্তোরাঁ খুলে বসেছেন অনেক পাকিস্তানি, বাংলাদেশি। তাঁদের প্রধান অস্ত্র কিন্তু নন ভেজ খাবার।

বাঙালি আমিষভোজীদের এক মারাত্মক ভুল ধারণা রয়েছে ভেজ খাবার নিয়ে। তাঁরা ভাবেন, ভেজ খাবারের দামের তুলনায় নন ভেজের দাম অনেক বেশি। বৈচিত্র্যও কম। আজ্ঞে না মহাশয়, ভেজ মেনুতে এতরকম খাবার রয়েছে যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মাছ-মাংসের তুলনায় অনেক নিরামিষ খাবারের দামও বেশি।

এই ভেজ-নন ভেজ যুদ্ধে ডাক্তারদের শরণাপন্ন হলে আরও বিপদ। এক ডাক্তার বলবেন, প্রোটিনের জন্য নন ভেজ খাবার দরকার। অন্য ডাক্তার বলবেন, ভেজেই আসল মুক্তি। এ তর্কের শেষ নেই। কোনও পক্ষই কোনও পক্ষের যুক্তি শুনবেন না। ভেজ খাবারকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। টোটাল ভেজেটারিয়ান, ল্যাকটো ভেজেটারিয়ান, ল্যাকটো-অভো ভেজেটারিয়ান। ল্যাকটো অভোতে ডিম, দুধ থাকে। অবাঙালিদের অনেকে পেঁয়াজকে নিরামিষ হিসেবে ধরেন। যে ধারণা অচল অধিকাংশের কাছে। তাঁদের কাছে নিরামিষ মানে একেবারে পেঁয়াজহীন। এটাই পড়ে জৈন ফুডের মধ্যে। এই ধরনের বিশেষণ লাগিয়ে খাবারের পরিচিতি বেশিদিনের নয়।

এমনিতে সুইগি-জোম্যাটোর আবির্ভাবে দেশের জনপ্রিয় খাবারের সন্ধান পাওয়া অনেক সোজা। তাদের কাছে সমস্ত তথ্য মজুত। সেই হিসেবে ভারতজুড়ে নন ভেজ স্বচ্ছন্দে হারায় ভেজকে। সুইগির হিসেবে টানা আট বছর ধরে দেশে সবচেয়ে বেশি অর্ডার হয়েছে চিকেন বিরিয়ানির। গত বছর এক সেকেন্ডে ২.৫ বিরিয়ানি অর্ডার এসেছিল। একটা ভেজ বিরিয়ানি অর্ডার হলে চিকেন বিরিয়ানি অর্ডার হয়েছে ৫.৫। সুইগিতে এসে প্রথম অর্ডার হিসেবে চিকেন বিরিয়ানির নাম দিয়েছে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ খাদ্যপ্রেমিক। হায়দরাবাদের একজনই এ বছরে ১৬৩৩ বার বিরিয়ানি অর্ডার দিয়েছেন!

বিরিয়ানি যে ভারতীয় খাবারে বিগ বি, তার হিসেব দিচ্ছে জোম্যাটোও। তাদের পরিসংখ্যান বলছে, গতবার ১০.৯ কোটি বিরিয়ানি অর্ডার মিলেছে দেশে। তারপরেই পিৎজা--৭.৪৫ কোটি। তিনে নুডলস বোল--৪.৫৫ কোটি। ফার্স্ট বয়ের সঙ্গে ফারাকটা চোখে পড়ার মতো।

সুইগির পরিসংখ্যানে কোন ১০টি জনপ্রিয় নিরামিষ খাবার? ১) পনির বাটার মশালা ২) ডাল মাখানি, ৩) পাও ভাজি ৪) ছোলে বাটোরে ৫) পোঙ্গল ৬) দহি বড়া ৭) মিশাল পাও ৮) মালাই কোফতা ৯) ডাল তরকা ১০) দম আলু। আশ্চর্য এবং আশ্চর্য, প্রথম দশে ধোসা-ইডলিকে ছাপিয়ে পোঙ্গল-মিশাল পাওয়ের উপস্থিতি।

সুইগির হিসেবে সেরা নন ভেজ ভারতীয় খাবারের প্রথম দশেও বেশ চমক। ১) টুন্ডে কাবাব ২) রোগন যোশ ৩) বাটার চিকেন ৪) হালিম ৫) লাল মাস ৬) চিকেন টিক্কা কাবাব ৭) হায়দরাবাদি বিরিয়ানি, ৮) ল্যাম্ব ভিন্দালু ৯) অমৃতসরি ফিশ ১০) প্রন কারি।

নামগুলো লেখার ফাঁকে একটা কথা ভাবি। এসব হিসেবনিকেশ কি মুম্বইয়ের ওই তরুণ-তরুণীর তর্কাতর্কিতে উঠে এসেছিল কখনও? এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে না কোনও দিন। হতভাগিনী তরুণী পাইলটের জন্য কষ্ট হয়। আমিষ বনাম নিরামিষ যুদ্ধে তিনিই হয়তো ভারতে প্রথম 'শহিদ'।

আজ

১৮৫৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু।

১৯৮৪

সংগীতশিল্পী ইন্দুবালা দেবীর জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

আলোচিত

আমাকে হারানোর ব্যাপারে দাদার হাত থাকতেই পারে। আমি ক্রীড়া প্রশাসনে এগিয়ে যাচ্ছি, সেটা দেখে হিংসা হতেই পারে। ১০০ শতাংশ হিংসা হচ্ছে দাদার। গত কয়েকবছর ধরেই এই ঘটনা ঘটে আসছে।

- স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

বাংলাদেশে চলন্ত ট্রেনের ছাদে মহিলার দৌড়োনো ও নাচের ভিডিও ভাইরাল। ট্রেন স্টেশনে ঢুকছে। মহিলা চলন্ত ট্রেনের ছাদে দৌড়োচ্ছেন। এক-একটি বগি লাফিয়ে পেরোচ্ছেন। ট্রেনের মাথায় নাচতেও দেখা যাচ্ছে। তাঁর এই বিপজ্জনক স্টান্টে দ্বিধাবিভক্ত নেটিজেনরা।

ভাইরাল/২

কর্ণাটকের বেলাগাভির হাসপাতালে একজন নার্স রিসেপশনে দাঁড়িয়ে। এক তরুণ আচমকা বিশাল ছুরি নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে। হাসপাতালের অন্য কর্মীরা ছুটে আসায় প্রাণে বেঁচে যান ওই নার্স। সেই ভয়ংকর হামলার সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হচ্ছে।

উত্তরের পাঁচালি

আজও প্রাসঙ্গিক

স্মার্টফোন আর সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে কাউকে বার্তা প্রেরণ করার জন্য সময় লাগে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। ৫জি'র পর এবার ৬জি নিয়েও বহু জায়গায় গবেষণা চলছে। এই পরিস্থিতিতে চিঠি আদানপ্রদানের সংখ্যা যে একেবারেই কমেছে তা আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এটাও ঠিক সরকারি, বেসরকারি সব ক্ষেত্রেই 'সরকারি' কাজের জন্য চিঠি আদানপ্রদান অন্যতম একটি মাধ্যম। কোচবিহারে এই কাজ পরিচালনা করা হয় সুনীতি রোডের পাশে থাকা মুখ্য ডাকঘর থেকে। আর পাঁচটা ডাকঘরের তুলনায় এই ডাকঘরের বৈশিষ্ট্য অনেকটাই আলাদা। সাইনবোর্ড না থাকলে বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। মনে হবে এটি হয়তো কোনও রাজবাড়ি বা জমিদারবাড়ি। ১৯২৩-'২৪ সালে সুনীতি রোডের ধারে এই ডাকঘর তৈরি হয়। ধ্রুপদি পুনর্জাগরণশৈলীতে তৈরি এই দোতলা ভবনটি ডাকঘরের পাশাপাশি কোচবিহার ডিভিশনের ডাক অধিক্ষকের কার্যালয় হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এই ডাকঘরটি হেরিটেজ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। একে আলাদাভাবে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার দাবি জোরালো হয়েছে।

নজরে।। কোচবিহার শহরে মুখ্য ডাকঘর।

–শিবশংকর সূত্রধর

ফিরে পাওয়া

সম্প্রতি সেন্টার ফর স্টাডি অফ মার্জিনাল সোসাইটি অ্যান্ড কালচার-এর কামাখ্যাগুড়ি পুলপারের অস্থায়ী অফিসে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডঃ সঞ্জিত সরকার এবং আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ জয়লাল দাসের সম্পাদিত বই 'ডুয়ার্সের তিন লোককবি' প্রকাশিত হল। বইটি আলিপুরদুয়ার জেলার অন্তর্গত থানুপাড়া গ্রামের সুধীরচন্দ্র পণ্ডিত ও তাঁর পুত্র সুবলচন্দ্র পণ্ডিত ও পূর্ব নারারথলি গ্রামের সুবলচন্দ্র সরকার রচিত ও সম্পাদিত নানা কবিতার সংকলন। ছিন্নমূল এই তিন প্রান্তিক লোককবি দীর্ঘ চার দশক ধরে নিম্ন অসম ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গ্রামেগঞ্জে, বাসে-ট্রেনে, হাটে-বাজারে স্বরচিত কবিতা ঘুরে ঘুরে ফেরি করেছেন। উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে তাঁদের বেশিরভাগ কবিতাই আজ হারিয়ে গিয়েছে। কবি সুবল সরকারকে সংস্থার পক্ষ থেকে গুণীজন সম্মাননা ২০২৪ প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ডঃ জয়লাল দাস, ডঃ অসিতকান্তি সরকার, ডঃ সঞ্জিত সরকার, ডঃ ভরত সরকার, সুভাষ রায়, প্রতিমা রায়, রুবি রায়, বিকাশ সাহা, পিংকি রায়, মণীন্দ্র রায়, বলাই সরকার, কাকলি মৈত্র, দীপদুলাল সরকার প্রমুখ।

উজ্জ্বল।। 'ডুয়ার্সের তিন লোককবি' বই প্রকাশ অনুষ্ঠান।

–পিকাই দেবনাথ

কানওয়ার যাত্রার বৃক্ষনিধন উত্তরের শিক্ষা

ধর্ম বাঁচবে, না প্রকৃতি? কানওয়ার যাত্রায় ভক্তদের জন্য কাটা পড়তে চলেছে লক্ষাধিক গাছ। বিতর্ক গড়াল সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত।

অজন্তা সিনহা

উন্নয়নের কারণে বৃক্ষনিধন এদেশে নতুন কোনও ঘটনা নয়। অহরহ ঘটছে এই নিধন কর্মযজ্ঞ। উত্তরবঙ্গেও কালিম্পং বা সিকিম যাওয়ার নতুন রাস্তা বানাতে কাটা হয়েছে প্রচুর গাছ। একইভাবে ধর্মাচরণের লক্ষ্যে মন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করেও কোথাও কোথাও প্রকৃতির সর্বনাশ ঘটানো অদেখা নয় আমাদের। আরও একবার সেই ধর্মাচরণকে ঘিরে ধ্বংসলীলা প্রকৃতির বুকে, যাকে ঘিরে এই মুহূর্তে বিতর্ক তুঙ্গে।

সম্প্রতি কানওয়ার যাত্রাপথ নির্মাণের জন্য ১.১২ লক্ষেরও বেশি গাছ কাটার অনুমতির বিষয়টি দেশজুড়ে ঘোর বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। পরিবেশ পরিপন্থী এই সরকারি সিদ্ধান্তের নিন্দায় মুখর দেশের বিশিষ্ট পরিবেশকর্মী। ভাগ্য ভালো, সুপ্রিম কোর্ট এখনও পর্যন্ত গাছ কাটা স্থগিত রাখার আদেশ বহাল রেখেছে। প্রশ্ন হল, এমন ইস্যুতে কেন সুপ্রিম কোর্টে যেতে হবে?

বাংলায় শ্রাবণ মাসে শিবের মাথায় জল ঢালার রীতি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ডে শিবভক্তদের বার্ষিক কানওয়ার যাত্রা এমনই এক বড় ধর্মীয় উৎসব। হরিদ্বার, গোমুখ, গঙ্গোত্রী, সুলতানগঞ্জ, ভাগলপুর, মিরাট, বেনারস, দেওঘর প্রভৃতি অঞ্চলে এই নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে ওঠে জুলাই-অগাস্ট মাসে। পায়ে হেঁটে গঙ্গা থেকে জল নিয়ে শিবঠাকুরের মাথায় ঢালেন অগণিত ভক্ত! কানওয়ার যাত্রায় ভক্তসাধারণের চলার জন্যই এই পথ নির্মাণ, যাকে কেন্দ্র করে কাটা পড়তে চলেছে লক্ষাধিক গাছ। এটা কিন্তু আমাদের উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও শিক্ষা।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক এই প্রকল্পের জন্য ১,১২,৭২২টি গাছ ও গুল্ম কাটার অনুমতি দেয়। এখনও পর্যন্ত ২৫,৪১০টি গাছ চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ১৭,৬০৭টি গাছ কাটা হয়েছে উত্তরপ্রদেশ বন নিগমের তত্ত্বাবধানে। এরপর গাজিয়াবাদ, মিরাট এবং মুজাফফরনগর জেলার সংরক্ষিত বনভূমি এলাকায় এই গাছ কাটার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের হয়। এর ফলে গত ৯ অগাস্ট থেকে পিডব্লিউডি গাছ কাটার কাজ স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়।

এই প্রেক্ষিতে সরকারি এই সিদ্ধান্তের পক্ষের বক্তব্য, উত্তরপ্রদেশ গাছ সুরক্ষা আইন, ১৯৭৬-এর বিধান সংরক্ষিত এবং সুরক্ষিত বনভূমির জমিতে প্রযোজ্য নয়। এই প্রকল্পের জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে, তাই গাছ কাটার জন্য ওই আইনের অধীনে পৃথক তালিকা প্রস্তুত করা হয়নি। পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে গাছগুলোর পরিধির ভিত্তিতে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন, ০-৩০ সেমি, ৩১-৬০ সেমি এবং ১৫০ সেমি বা তার বেশি। ছোট গাছপালা এবং গুল্মকে অন্তর্ভুক্ত করেও ব্যাপকহারে পরিবেশগত সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

উলটোদিকে পরিবেশকর্মীদের মতে, বিশাল সংখ্যক এই গাছ কাটার ফলে জীববৈচিত্র্য, কার্বন শোষণ এবং স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রের উপর বড় প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গাছ কাটার পরিবর্তে নতুন করে গাছ লাগানোর বা ক্ষতিপূরণমূলক বনায়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়নি। ভালো খবর, এনজিটি পরিবেশগত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিষয়টির উপর কড়া নজর রাখছে।

সকলেই মনে করছেন, কানওয়ার যাত্রাপথ নির্মাণের মতো বড় প্রকল্পগুলো হয়তো স্থানীয় উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে, প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর এ ধরনের প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিবেচনা করাও সমান জরুরি।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০০১

পাশাপাশি : ১। কুখ্যাতি, দুর্নাম ৩। বাক্‌পটু, বাগীশ্বর, বাচস্পতি ৫। হিন্দু শ্রাদ্ধোপলক্ষে শ্রাদ্ধকর্তার ১৬টি দান ৭। লম্বা, প্রশস্ত, উদার, অকৃপণ ৯। পুরাণকথিত অগ্নিমুখী সিন্ধুঘোটক ১১। নিরানব্বই সংখ্যা ১৪। জ্বালানি, আগুন জ্বালাবার উপকরণ, প্ররোচনা ১৫। শাঁখের মধ্যে সেরা।

উপর-নীচ : ১। ভিত্তি, মূল, ভিত ২। এক ধরনের নরম পাতলা পশমি চাদর ৩। চিনি কিংবা গুড় দিতে তৈরি মিঠাইবিশেষ ৪। ব্যাধ, প্রাচীন জাতিবিশেষ ৬। পুরাণকথিত পক্ষীরাজ, বিষ্ণুর বাহন ৮। পদ্ম ১০। ডান, দক্ষিণ ১১। ননদের স্বামী ১২। পুত্র, কল্পিত স্বর্গের উদ্যান ১৩। তিলমাত্র, খুব অল্প পরিমাণে।

সমাধান ■ ৪০০০

পাশাপাশি : ১। চটক ৩। রশি ৫। লগ্ন ৬। অকাল ৮। ক'দিন ১০। সাফাই ১২। শাবাশ ১৪। সন্ত ১৫। সারি ১৬। নচ্ছার।

উপর-নীচ : ১। চক্রবাক ২। কলস্বন ৪। শিবিকা ৭। লপ্ত ৯। ঈশা ১০। সায়ন্তন ১১। ইন্দিবর ১৩। বাতাসা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলাদেশ ইস্যু ব্রিটিশ সংসদেও

লন্ডন, ২৯ নভেম্বর : ভারতের পাশাপাশি সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারির ঘটনা সাড়া ফেলল খাস বিলেতভূমেও। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিরোধী দল কনজারভেটিভ পার্টির সাংসদ বব ব্ল্যাকম্যান বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার এবং চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারির তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি সাফ জানিয়েছেন, এই ধরনের নির্যাতন কোনওমতেই বরদাস্ত করা যায় না। বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দুদের সম্পত্তি, বাড়িঘর এমনকি মন্দিরে হামলা চলছে সেই প্রসঙ্গেও পার্লামেন্টে সরব হন তিনি। হ্যারো ইস্টের সাংসদ ব্ল্যাকম্যান বলেন, 'এদেশে এলস্ট্রিতে ভক্তিবেদান্ত ম্যানর পরিচালনা করে ইসকন। সেটিই এদেশের সবথেকে বড় হিন্দু মন্দির। অথচ বাংলাদেশে তাদেরই আধ্যাত্মিক গুরুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' ইসকনকে যেভাবে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে সেটিকে হিন্দুদের ওপর সরাসরি আক্রমণ বলেও আখ্যা দিয়েছেন তিনি। গোটা বিষয়ে স্টার্মারের সরকারকে হস্তক্ষেপ করতেও বলেছেন তিনি।

ব্ল্যাকম্যানের সাফ কথা, 'বাংলাদেশে পরিবর্তনের পর যে সরকারই আসুক না কেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এভাবে দমনপীড়ন করা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা যায় না।' প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের দলের সাংসদ বলেন, 'বাংলাদেশে হিন্দুদের হত্যা করে তাঁদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মন্দির পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।' হাউস অফ কমন্সে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ নিয়ে অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ ফর দ্য কমনওয়েলথ একটি উদ্বেগজনক রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। তাতে নতুন জমানায় বাংলাদেশে ২ হাজারেরও বেশি হিংসার ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। বিচারব্যবস্থাকে ব্যবহার করে অন্তর্বর্তী সরকার বদলা নিতে চাইছে বলেও জানানো হয়েছে তাতে। এদিকে বিজেপি সাংসদ তথা বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বাংলাদেশে সাধুসন্তদের অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অথচ সবকিছু দেখেও ভারতে প্রতিবাদের ঝড় না ওঠায় আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন তিনি।

ঢাকার রাস্তায় মিছিলে ইসকন নিষিদ্ধ করার দাবি। শুক্রবার। ব্রিটেনে কনজারভেটিভ পার্টির সাংসদ বব ব্ল্যাকম্যান বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার এবং চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারির তীব্র নিন্দা করেছেন।

এ কেমন জীবন...

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে এক বৃদ্ধা। গাজায় কিছুক্ষণ আগেই বোমা ফেলেছে ইজরায়েল। বৃদ্ধার বাড়ি গুঁড়িয়ে গিয়েছে। - এএফপি

শিল্পা শেঠির বাড়িতে ফের হানা ইডি'র

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর : পর্নোগ্রাফি কাণ্ডে আবার মুম্বইয়ের শিল্পপতি তথা বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠির স্বামী রাজ কুন্দ্রার বাড়িতে হানা দিল ইডি। পর্নোগ্রাফি কেলেঙ্কারির সঙ্গে যে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ জড়িয়ে রয়েছে, তারই তদন্তে রাজের বাড়িতে শুক্রবার তল্লাশি চালানো হয়। রাজের সহযোগী এবং ঘনিষ্ঠ অনেকের বাড়িতেও অভিযান চালান তদন্তকারীরা।

শুক্রবার মুম্বই ও উত্তরপ্রদেশের প্রায় ১৫টি জায়গায় তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছে ইডি। এর মধ্যে কুন্দ্রার মুম্বইয়ের বাড়ি ও অফিসও ছিল। তল্লাশি চলাকালীন জেরা করা হয়েছে কুন্দ্রাকেও।

২০২১ সালের জুন মাসে পর্নোগ্রাফি তৈরির অভিযোগে কুন্দ্রাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। দু'মাস জেলে ছিলেন তিনি। ওই বছরের সেপ্টেম্বরে তিনি জামিন পান। পর্নোগ্রাফি মামলায় কুন্দ্রাকেই মূল মাথা হিসাবে চিহ্নিত করেছিল মুম্বই পুলিশ।

পুলিশের অভিযোগ, 'হটশটস' অ্যাপ ব্যবহার করে পর্নোগ্রাফি আপলোড ও স্ট্রিম করা হত। তবে কুন্দ্রার দাবি, তিনি কোনওভাবেই সরাসরি এই ছবি (কনটেন্ট) তৈরির সঙ্গে যুক্ত নন। এমনকি এফআইআর-এ তাঁর নামও ছিল না, তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, কয়েকজন ছোটখাটো শিল্পীকে ওয়েব সিরিজ বা শর্ট ফিল্মে কাজের প্রস্তাব দিয়ে ডেকে আনা হত। এরপর অডিশনের সময় তাঁদের 'বোল্ড' (নগ্ন) দৃশ্যে অভিনয় করার জন্য চাপ দেওয়া হত, যা থেকে পরে প্রযুক্তির কারিকুরির মাধ্যমে তৈরি করা হত অশ্লীল ছবি।

তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, আর্মসপ্রাইম মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থা লন্ডনের কেনরিন প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে 'হটশটস' অ্যাপ কিনে ওইসব ভিডিও আপলোড করত। কুন্দ্রার ফোনে পাওয়া হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট থেকে কেনরিনের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের কথাও জানা গিয়েছে।

কুন্দ্রার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর তাঁর সংস্থা পরিচালিত অ্যাপটি গুগল প্লে বা অ্যাপলের মতো জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এখন আর ওই অ্যাপ পাওয়া যায় না। পর্নোগ্রাফি কাণ্ডে জামিন পেয়ে গেলেও আর্থিক তছরুপের অভিযোগগুলি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ইডি'র আতশকাচের নীচে ছিলেন।

পর্নোগ্রাফির পাশাপাশি বিটকয়েন দুর্নীতিতেও নাম জড়িয়েছে শিল্পার স্বামীর। চলতি বছরের গোড়ায় ইডি কুন্দ্রা এবং শিল্পার ৯৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল। অভিযোগ, বিটকয়েন দুর্নীতির মাধ্যমে ওই সম্পত্তির মালিকানা পেয়েছেন তাঁরা। এবার পর্নোগ্রাফি মামলাতে ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে ইডি।

শিল্পা শেঠি ও তাঁর স্বামী রাজ কুন্দ্রা। পর্নো বিতর্কে ফের কুন্দ্রা।

বিশ্বকর্মা প্রকল্পে বাংলা থেকে শুধু ১ জন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা প্রকল্পে বাংলা থেকে নথিভুক্ত হয়েছেন মাত্র একজন! তৃণমূল সাংসদ মালা রায়ের লিখিত প্রশ্নের জবাবে লোকসভায় জানালেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পমন্ত্রী শোভা করন্দালাজে। এই প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রের তরফে রাজ্যভিত্তিক অর্থ প্রদানের পরিসংখ্যান চেয়েছিলেন তিনি। যদিও সেই প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, রাজ্য বা জেলাভিত্তিক কোনও অর্থ মঞ্জুর করা হয় না এই প্রকল্পে।

মালা রায়ের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজ্যভিত্তিক কতজনের নাম এই প্রকল্পের আওতায় নথিভুক্ত হয়েছে, সেই পরিসংখ্যান দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাত্র একজনের নাম নথিভুক্ত হয়েছে বাংলা থেকে।

মালদায় বিমানবন্দরের দাবিতে দরবার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গের নতুন এয়ারপোর্টের দাবিতে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ দুই বিজেপি সাংসদের।

উত্তর মালদায় একটি নতুন এয়ারপোর্ট গঠনের প্রস্তাব নিয়ে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমানমন্ত্রী কিঞ্জারাকপু রামমোহন নাইডুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চিঠি দিলেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ওই এলাকা পরিদর্শনে যাবেন আধিকারিকরা। চিঠিতে খগেন মুর্ম লিখেছেন, '১৯৬২ সালে মালদায় ১৪৪ একর জমির ওপর এয়ারপোর্ট তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু মাত্র ১.০৯৭ মিটারের রানওয়ে হওয়ার কারণে তা চালু করা সম্ভব হয়নি।' তিনি চিঠিতে আরও লিখেছেন, মালদার মানুষের কাছে নিকটবর্তী এয়ারপোর্ট বাগডোগরা এবং কলকাতা যা ২৫০ কিলোমিটারের ওপরে। যার ফলে সাধারণ মানুষকে নিত্যদিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কয়েকটি অফিসও রয়েছে ওই এলাকায়। খগেন মুর্মু বলেন, এলাকার মানুষের নিত্যদিনের সমস্যার সমাধানে এবং সুবিধার্থে এই এয়ারপোর্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। এদিকে, বিজেপির আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গাও হাসিমারায় এয়ারপোর্ট তৈরির দাবি জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান মন্ত্রীকে।

দিনে শিক্ষক, রাতে ডেলিভারি বয়

পাটনা, ২৯ নভেম্বর : সালটা ২০২২। বিহারের ভাগলপুরে কুমার পরিবারে সকলের মুখে হাসি। কারণ, বাড়ির ছেলে অমিত সরকারি স্কুলে চাকরি পেয়েছেন। পরীক্ষায় পাশ করার পরেও করোনা অতিমারির কারণে পাক্কা আড়াই বছর অপেক্ষার পর শিকে ছেঁড়ে অমিত কুমারের। ভাগলপুরের একটি স্কুলে শরীরচর্চার পার্শ্বশিক্ষক হিসাবে তিনি যোগ দেন। মাসিক বেতন ৮ হাজার টাকা।

কিন্তু তাতে কি আর সংসার চলে! চাকরি পাওয়ার দু'বছর বাদে আজ ২০২৪ সালে সেই অমিতকেই এখন সূর্য ডুবলেই জোম্যাটোর জার্সি পরে বাড়ি বাড়ি খাবার পৌঁছে দিতে হয়। তিনি এখন দিনে সরকারি স্কুলের ফিজিকাল ইনস্ট্রাক্টর, রাতে ফুড ডেলিভারি বয়। পরিবারের সবার মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব থেকেই দু'দুটি পেশা বেছে নিতে হয়েছে ভাগলপুরের আংশিক সময়ের ওই স্কুল শিক্ষককে।

অমিত জানিয়েছেন, 'আড়াই বছর ধরে একই বেতনে শিক্ষকতা করে চলেছি। অন্য শিক্ষকরা যেখানে মাসে ৪২ হাজার টাকা বেতন পাচ্ছেন, সেখানে আমার মতো পার্শ্বশিক্ষকদের দেওয়া হচ্ছে মাত্র ৮ হাজার টাকা। জিনিসপত্রের কী দাম বলুন তো! এই টাকায় কি একজনেরও ভালোভাবে চলে!'

শুধু তা-ই নয়, মাঝে মাঝে বেতনও ঠিক মতো পাচ্ছেন না বলেও দাবি অমিতের। এ বছরের শুরুতে চার মাস বেতনই পাননি তিনি। ফলে সংসার চালাতে ধারদেনা করতে হয়েছে।

দিশাহারা অমিতকে তখন তাঁর স্ত্রী বলেন অনলাইন খাবার সরবরাহকারী কোনও সংস্থায় কাজ করার। প্রস্তাবটা মনে ধরে তাঁর। তাঁর কথায়, 'স্ত্রীর পরামর্শ মেনে অনলাইনে খোঁজা শুরু করি এই কাজে কোনও নির্দিষ্ট সময় রয়েছে কি না। যখন জানতে পারি নির্দিষ্ট সময় নেই, তখনই নিজের নাম নথিভুক্ত করি। সন্ধে থেকে শুরু করে রাত একটা পর্যন্ত কাজ করি।'

শিন্ডে-বিজেপি স্নায়ুযুদ্ধ তুঙ্গে

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ২৯ নভেম্বর : মহারাষ্ট্রে বিপুল জয়ের পরও মুখ্যমন্ত্রী বাছতে গিয়ে ল্যাজেগোবরে অবস্থা হচ্ছে বিজেপি এবং মহায্যুতির। ঝাড়খণ্ডে হেমন্ত সোরেন শপথ নিয়ে ফেললেও মহারাষ্ট্রে এখনও অধরা ঐকমত্য। কুর্সির দখল নিয়ে রাজ্যের কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের সঙ্গে বিজেপির স্নায়ুর লড়াই ক্রমাগত চরমে উঠছে।

অচলাবস্থা কাটাতে বৃহস্পতিবার রাতে নয়াদিল্লিতে মহারাষ্ট্রের শিন্ডের পাশাপাশি দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং অজিত পাওয়ারদের সঙ্গে বৈঠকেও বসেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সেখানে বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডাও হাজির ছিলেন। কিন্তু বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের রফাসূত্রে শিন্ডে খুব একটা সন্তুষ্ট নন বলে একটি সূত্রের দাবি। এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কী সিদ্ধান্ত নেন সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে মহায্যুতি। তবে অশান্তি যে চলছেই সেটা শিন্ডের নয়াদিল্লি থেকে মুম্বইয়ে ফিরেই শুক্রবার সকালে আচমকা সাতারায় নিজের পৈতৃক গ্রামে চলে যাওয়া থেকে স্পষ্ট। শুক্রবার মুম্বইয়ের মহায্যুতির একটি বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শিন্ডে না থাকায় সেই বৈঠক বাতিল হয়ে গিয়েছে। রবিবার ওই বৈঠক হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে আগামী সপ্তাহে মহারাষ্ট্রে শপথগ্রহণ হতে পারে।

মহারাষ্ট্রের ত্রিমূর্তি। জিতেও স্বস্তিতে নেই ফড়নবিশ-শিন্ডে-অজিত পাওয়ার।

শিবসেনা বলেছে, বিজেপির পরিষদীয় দলের নেতার নাম ঘোষণা হলেই ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। ফড়নবিশকেই মুখ্যমন্ত্রী পদে দেখতে চাইছে বিজেপি। এই ইস্যুতে গেরুয়া শিবিরকে ইতিমধ্যে সমর্থনও জানিয়েছে অজিত পাওয়ার এবং তাঁর দল এনসিপি। সেক্ষেত্রে শিন্ডে এবং শিবসেনার আপত্তি থাকলেও, তাদের বাদ দিয়েই অনায়াসে সরকার গড়তে কোনও অসুবিধা হবে না বিজেপির। কিন্তু সরকার গঠনে শিন্ডেকে বাদ দিলে বিজেপির বিরুদ্ধে এনডিএ'র অন্দরে দাদাগিরির অভিযোগ উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে কংগ্রেস তথা ইন্ডিয়া জোট সেই শরিকি অসন্তোষের সুযোগ তুলতে পারে। তাই ওই পথে এখনই পা বাড়াতে রাজি নয় বিজেপি।

শিন্ডের সাতারা-যাত্রা নিয়ে শিবসেনা নেতা উদয় সামন্ত বলেন, 'একনাথ শিন্ডে মোটেই অখুশি নন। ওঁর গ্রামে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। আগামীকালই উনি ফিরে আসবেন।' সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দুজন উপমুখ্যমন্ত্রী রাখার যে কৌশল নিয়ে এতদিন সরকার চলছিল তেমনই থাকবে। তবে শিন্ডে উপমুখ্যমন্ত্রী হতে নারাজ। শিবসেনার মুখপাত্র সঞ্জয় শিরসাত বলেন, 'যে মানুষটা এতদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকলেন তাঁর পক্ষে উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়াটা মোটেই মানানসই নয়।' শিবসেনার একটি অংশ মনে করছে, শিন্ডে যদি এখন উপমুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন তাহলে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা (ইউবিটি) প্রবল ব্যঙ্গবিদ্রুপ করার সুযোগ পেয়ে যাবে। আবার তাঁর বদলে অন্য কাউকে মহারাষ্ট্র সরকারের অংশ করার প্রস্তাবও মানতে নারাজ শিবসেনা। সামন্ত বলেন, 'একনাথ শিন্ডে যদি অন্য কাউকে উপমুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দিতে চান তাহলে সেটা তাঁর মহানুভবতা। কিন্তু আমরা মনে করি, ওঁর সরকারের অংশ হিসেবে থেকে যাওয়া উচিত।'

বিজেপি-শিন্ডে সেনার মধ্যে রোটেশনাল মুখ্যমন্ত্রী রাখার প্রস্তাব নিয়েও কথা হয়েছে। কিন্তু তাতেও উদ্ধব শিবিরের প্রবল প্রশ্নবাণের মুখে পড়তে হতে পারে দুই দলকে। মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সির পাশাপাশি দপ্তরবণ্টন নিয়েও শরিকি দ্বন্দ্ব চলছে মহায্যুতিতে। বিজেপি স্বরাষ্ট্রের পাশাপাশি ২২টি দপ্তর চাইছে। এনসিপি অর্থের পাশাপাশি ৯টি দপ্তর পেতে পারে। সেক্ষেত্রে শিন্ডে সেনা নগরোন্নয়ন, পূর্ত সহ ১২টি দপ্তর পেতে পারে। এর বদলে কেন্দ্রে শিন্ডে-পুত্র শ্রীকান্তকে মন্ত্রী করার প্রস্তাব দিয়েছেন কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রী।

অন্তঃসত্ত্বা বন্দিনীকে ছ'মাসের জামিন

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর : জেলের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর নয়। সেখানে অন্তঃসত্ত্বা বন্দিনী শিশুর জন্ম দিলে মা ও নবজাতক দু'জনের ওপরই নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। এই যুক্তিতে এক বিচারাধীন অন্তঃসত্ত্বা বন্দিনীকে সাময়িক জামিন দিল বম্বে হাইকোর্ট। প্রসবের জন্য ছ'মাস জেলের বাইরে থাকবেন তিনি। সরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার নির্দেশও দিয়েছে আদালত। বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি ঊর্মিলা যোশি ফালকের একক বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, জেলে বন্দি হলেও তাঁর মর্যাদার অধিকার রয়েছে।

মাদক পাচারের অভিযোগে গত এপ্রিল মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ওই মহিলাকে। গ্রেপ্তারির সময়েই তিনি দু'মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। মানবিকতার খাতিরে জামিন দেওয়া হোক, আবেদন জানিয়ে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওই মহিলা।

ট্রাম্পের নিরাপত্তা নিয়ে এখন উদ্বিগ্ন পুতিন

মস্কো, ২৯ নভেম্বর : প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারে নেমে একাধিকবার হামলার মুখে পড়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বরাতজোরে বেঁচে যাওয়া ট্রাম্পের নিরাপত্তার ঝুঁকি এতটুকু কমেনি। এমনটাই মনে করছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পুতিন জানান, নির্বাচনি প্রচারে ট্রাম্পকে খুন করার মরিয়া চেষ্টা হয়েছে। ভোটে জেতার পরেও তাঁর প্রাণসংশয়ের সম্ভাবনা রয়েই গিয়েছে। রুশ শীর্ষনেতার কথায়, 'ট্রাম্পকে ঠেকাতে বর্বরোচিত হামলা চালানো হয়েছে। একাধিকবার তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা চলেছে। আমার দৃষ্টিতে তিনি এখনও একেবারেই নিরাপদ নন।'

মার্কিন ইতিহাসে প্রেসিডেন্টদের ওপর হামলা এবং তাঁদের খুনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পুতিন। তিনি জানান, আব্রাহাম লিঙ্কন, জর্জ কেনেডি সহ ৪ জন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন।

ট্রাম্প ফেরায় অনেক স্বস্তিতে পুতিন।

অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছেন রোনাল্ড রেগন এবং থিয়োডর রুজভেল্ট। পুতিনের বক্তব্য, 'আমেরিকার ইতিহাসে প্রেসিডেন্টদের ওপর হামলার অনেক উদাহরণ রয়েছে। তবে ট্রাম্প খুবই বুদ্ধিমান। আমি নিশ্চিত যে এই বিষয়টিকে তিনি গুরুত্ব দেবেন।'

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন গত জুলাইয়ে পেনসিলভেনিয়ায় ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল। কান ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় সেই গুলি। রক্তাক্ত হলেও সেই যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যান ট্রাম্প। সেপ্টেম্বরে তাঁর ব্যক্তিগত গলফ কোর্সের বাইরে থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করে নিরাপত্তারক্ষীরা। ওই ব্যক্তিও ট্রাম্পকে খুন করার ছক কষেই সেখানে এসেছিলেন বলে দাবি প্রশাসনের। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের নিরাপত্তা নিয়ে পুতিনের উদ্বেগপ্রকাশ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

বিশ্বের বৃহত্তম সোনার খনির খোঁজ চিনে

বেজিং, ২৯ নভেম্বর : চিনের হুনান প্রদেশে বিরাট সোনার খনির সন্ধান পেয়েছেন ভূতত্ত্ববিদরা। সেদেশের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, খনিতে আনুমানিক ১ হাজার মেট্রিক টন সোনা মজুত রয়েছে। যার বর্তমান বাজারদর ৮৩ বিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৭.২ লক্ষ কোটি টাকা)। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, হুনানের পিংজিয়াং কাউন্টিতে মাটির ২ কিলোমিটার গভীরে সোনার আকরিকযুক্ত ৪০টি স্তর পাওয়া গিয়েছে। অনুসন্ধানকারী দলের সদস্য চেন রুলিন বলেন, 'খননকাজের ফলে সোনার আকরিকযুক্ত বহু পাথর পাওয়া গিয়েছে। নমুনাগুলি বিশ্লেষণ করে মনে হচ্ছে প্রতি মেট্রিক টন আকরিক থেকে ১৩৮ গ্রাম সোনা পাওয়া যাবে।'

বিশ্বের বৃহত্তম সোনার খনি দক্ষিণ আফ্রিকায় রয়েছে। সেখানে প্রায় ৯০০ মেট্রিক টন সোনার ভাঁড়ার রয়েছে। চিনের খনিটি সেই মজুতকে ছাপিয়ে যাবে বলে চেন রুলিনের দাবি। সোনার উৎপাদনে প্রথমসারিতে রয়েছে চিন। বিশ্বে উৎপাদিত মোট সোনার ১০ শতাংশ উৎপাদন হয় এখানে। নতুন খনি থেকে উৎপাদন শুরু হয়ে গেলে আন্তর্জাতিক সোনার বাজারে চিনের প্রভাব আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

তরুণী পাইলটের আত্মহত্যা ঘিরে বিতর্ক চলছেই

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর : বেশ তো হাসিখুশিই ছিলেন। মাত্র মিনিট পনেরোর মধ্যে এমন কী হল, যার জেরে মরতে হল তাঁকে? এই প্রশ্নই তুলেছে এয়ার ইন্ডিয়ার মৃত পাইলট সৃষ্টি তুলির পরিবার। তাদের দাবি, আত্মহত্যা নয়, সৃষ্টিকে ছক কষে ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। বুধবার মুম্বইয়ের আবাসন থেকে সৃষ্টির দেহ উদ্ধার হয়।

সৃষ্টির কাকা বিবেক জানিয়েছেন, তাঁর ভাইঝি খুব হাসিখুশি ও সাহসী ছিলেন। বিবেকের বক্তব্য, 'ভাইঝির সঙ্গে ছেলেটির সমস্যা চলছিল নানা বিষয়ে। ভাইঝি নন ভেজ খাবার খেতে চাইলে পর্যন্ত ছেলেটি আপত্তি জানাত। বলত, ভেজ খেতে হবে।' সৃষ্টির বাবা সেনায় কাজ করতেন। দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। বাবার মতোই লড়াকু মানসিকতা ছিল সৃষ্টির। তাঁর ইচ্ছা ছিল বায়ুসেনার পাইলট হওয়ার। কিন্তু ওঁর ঠাকুমা চেয়েছিলেন সৃষ্টি বাবার মতোই সেনায় যোগ দিন। তবে বায়ুসেনার পাইলট হতে না পারলেও অসামরিক বিমানের পাইলট হতে পেরে বেশ গর্বিত ছিলেন সৃষ্টি।

পুলিশের দাবি, সৃষ্টি আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু সৃষ্টির কাকা সেই দাবি মানতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'সাড়ে ১১টাতেও ও হাসিখুশি ছিল। মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিল। সব ঠিক আছে সেটাও জানিয়েছিল। আরও বলেছিল, কয়েকদিনের মধ্যেই সে বাড়ি ফিরবে।' বিবেকের দাবি, পুলিশের পেশ করা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, প্রেমিকের সঙ্গে হাসতে হাসতেই ফ্ল্যাটে ঢুকেছিলেন। তারপর ১৫-২০ মিনিটের মধ্যেই চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন? বিবেকের কথায়, 'এটা কি কখনও সম্ভব? হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল, ১৫ মিনিটের মধ্যে তার মৃত্যু হল!' তাঁর আরও বক্তব্য, ওর মানসিক দৃঢ়তার কোনও অভাব ছিল না। পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল সৃষ্টির। সামান্য ঘটনায় বিচলিত হওয়ার মেয়েই ও নয়। সেই মেয়ে আত্মহত্যা করবে, ভাবতে পারছি না। এটা পরিকল্পিত হত্যা।' পুলিশ সত্য গোপন করছে বলেও অভিযোগ কাকার।

এদিকে সৃষ্টির মৃত্যুরহস্যে নতুন মোড়। নতুন তথ্য হাতে এসেছে মুম্বই পুলিশের। মৃত্যুর কয়েক মিনিট আগেই প্রেমিকের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলেছিলেন সৃষ্টি। তাঁর সঙ্গে হওয়া বেশ কিছু কথোপকথন ওই তরুণ মুছে ফেলেছেন বলে অভিযোগ।

অপেক্ষা অন্তহীন...

ক্রেতার জন্য দাঁড়িয়ে দুই মহিলা। নয়াদিল্লির মশলা মার্কেটে। শুক্রবার।

দিল্লিতে বাংলাভাষী ভোটার টানতে উদ্যোগ পদ্মের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বাংলাভাষী ভোটারদের আকৃষ্ট করতে বাংলার নেতাদের উপর ভরসা করছে বিজেপি। সূত্রের খবর, বাংলার বেশ কয়েকজন সাংসদকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বাংলাভাষী এলাকায় প্রচার চালানোর সময় বাংলার সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক আবহ বজায় রাখতে এবং স্থানীয়দের সঙ্গে সহজ যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই তাঁদের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা নির্দিষ্ট করে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে।

বর্তমানে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলছে, আর সেই কারণেই বাংলার সাংসদরা এখন দিল্লিতে অবস্থান করছেন। সূত্রের খবর, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-কে দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কের দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। এই এলাকা 'মিনি কলকাতা' নামে পরিচিত এবং এখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে সৌমিত্র খাঁ'র সংযোগ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে বিজেপি। তিনবারের সাংসদ এবং দীর্ঘদিন বাংলার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে এই দায়িত্ব তাঁর উপর দিতে চলেছে দল বলেই জানা গিয়েছে।

সাংবাদিকদের সৌমিত্র বলেন, 'আমায় মৌখিকভাবে প্রচারে নামার কথা বলা হয়েছে। আমি খুবই আগ্রহী। দিল্লির বাঙালি এলাকাগুলিতে কাজ করতে ভালো লাগবে।' শুধু সৌমিত্র খাঁ নন, আরও কয়েকজন বাংলার সাংসদকেও প্রচারে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে দলের। এর আগেও লকেট চট্টোপাধ্যায়কে উত্তরাখণ্ড এবং শুভেন্দু অধিকারীকে ঝাড়খণ্ডে প্রচারের কাজে পাঠানো হয়েছিল। এবার দিল্লি নির্বাচনের জন্য বাংলার নেতাদের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হবে।

এছাড়া, শুধু প্রচারেই নয়, বাংলাভাষী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সম্ভাব্য প্রার্থী খোঁজার কাজও শুরু করেছে বিজেপি। চিত্তরঞ্জন পার্কের মতো এলাকায় বাঙালি প্রার্থী নির্বাচন করতে বিভিন্ন মহল থেকে নাম চাওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সৌমিত্র বলেন, 'সংসদ অধিবেশন শেষে দিল্লিতেই থাকব। চিত্তরঞ্জন পার্কে গিয়ে সেখানকার মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করব।'

সম্ভাল সমীক্ষায় সুপ্রিম স্থগিতাদেশ

লখনউ, ২৯ নভেম্বর : সম্ভাল জেলার চান্দৌসির শাহি ইদগাহ জামা মসজিদ নিয়ে নিম্ন আদালত কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না, শুক্রবার এই মর্মে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত মসজিদ চত্বরে সমীক্ষার রিপোর্টও প্রকাশ্যে আনা যাবে না বলেও জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। আদালতের নির্দেশ, মসজিদ-মন্দির নিয়ে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের সমীক্ষা রিপোর্ট আপাতত মুখবন্ধ খামে বন্দি রাখতে হবে।

সম্ভালের মসজিদ সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এদিন ‘শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখা’র ওপর জোর দিয়ে মসজিদ কমিটিকে বলেছে, তারা যেন নিম্ন আদালতের ১৯ নভেম্বরের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আবেদন করে।

একইসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট এলাহাবাদ হাইকোর্টকে নির্দেশ দিয়েছে মসজিদ পরিচালন সমিতির দাখিল করা আবেদন প্রাপ্তির তিনদিনের মধ্যে শুনানির ব্যবস্থা করতে। আদালত আরও জানিয়েছে, হাইকোর্ট মামলাটি পর্যালোচনা না করা পর্যন্ত ৮ জানুয়ারি নির্ধারিত নিম্ন আদালতের শুনানি স্থগিত থাকবে।

শুক্রবার শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না বলেন, সমীক্ষা রিপোর্ট এখনই প্রকাশ করা যাবে না। তা মুখবন্ধ খামে রাখতে হবে। এছাড়া উত্তরপ্রদেশ ও জেলা প্রশাসনকে সম্ভালে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রেখে শান্তি বজায় রাখতে বলেছে আদালত। প্রধান বিচারপতির কথায়, ‘এই মামলার বিন্দুবিসর্গ আমরা এখনও জানি না। চাই না ইতিমধ্যে অপ্রীতিকর কিছু ঘটে যাক। শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। আমাদের দেখতে হবে যেন কোনওভাবেই উত্তেজনা না ছড়ায়।’ এর জন্য একটি শান্তি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম রায়

- সম্ভালের শাহি ইদগাহ মসজিদ নিয়ে নিম্ন আদালত কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না
- মসজিদ চত্বরে সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনা যাবে না
- ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের রিপোর্ট খামবন্ধ অবস্থায় রাখতে হবে
- নিম্ন আদালতের ১৯ নভেম্বরের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আবেদন করতে হবে মসজিদ কমিটিকে
- শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। দেখতে হবে, কোনওভাবেই যেন উত্তেজনা না ছড়ায়

নিম্ন আদালতের শুনানি স্থগিত করে দিয়ে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, হাইকোর্ট কোনও নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই শুনানি স্থগিত থাকবে। এই মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে ফের উঠবে ৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া সপ্তাহে। মসজিদ কমিটির কাছে সুপ্রিম কোর্ট জানতে চায়, মসজিদে হিন্দুদের প্রার্থনার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তারা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়নি কেন?

প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘আবেদনকারীদের অধিকার আছে রায়কে চ্যালেঞ্জ জানানোর। ফলে আপনাদের প্রথমে বিধিমতো আর্জি জানাতে হবে। আপনারা হাইকোর্টে আগে যাননি কেন?’ মুসলিম পক্ষ জানায়, তারা হাইকোর্টে আবেদন করবে।

‘শান্তি ও সম্প্রীতি যেন বিঘ্নিত না হয়’

কড়া নিরাপত্তার মাঝে সম্ভালের মসজিদে জুম্মার নমাজে ভিড় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনের। শুক্রবার।

সম্ভালের সমাজবাদী পার্টির সাংসদ জিয়াউর রহমান বরক সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ‘এই রায় শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।’ বরক আরও বলেন, ‘সম্ভালে সাম্প্রদায়িক হিংসার নিরপেক্ষ তদন্তের আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে নতুন পিটিশন দাখিল করা হবে।’

এদিকে কৃষ্ণ জন্মভূমি-শাহি ইদগাহ বিরোধ সংক্রান্ত পিটিশন সহ একগুচ্ছ আবেদনের শুনানি ৯ ডিসেম্বর দুপুর দুটোয় হবে বলে জানিয়েছে দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

সম্ভাল হিংসায় চারজনের মৃত্যুর ঘটনায় বৃহস্পতিবার বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেয় উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার। এই ঘোষণা করে রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল বলেন, হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার অরোরা, অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অমিতমোহন প্রসাদ এবং অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অরবিন্দ কুমার জৈন রয়েছেন ওই কমিটিতে।

অন্যদিকে শুক্রবার ছিল উত্তরপ্রদেশের আদালতে সম্ভাল মসজিদ-মন্দির বিতর্ক নিয়ে এএসআইয়ের সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশের দিন। কিন্তু আদালত কমিশনার জানান, এদিন রিপোর্ট দেওয়া যায়নি। এই সমীক্ষা রিপোর্টকে ঘিরে সকাল থেকে গোটা এলাকাকে দুর্গের চেহারা দিয়েছিল পুলিশ। শহরে ঢোকা-বেরোনোর প্রতিটি রাস্তায় ছিল কড়া পাহারা। পাথর ছোড়া ঠেকাতে রাতভর তল্লাশি চালায় পুলিশ। মসজিদের ওপরে ছিল ড্রোনের নজরদারি। জুম্মা বারের নমাজে যাতে কোনও অশান্তি না হয় তার জন্য মহল্লার অলিগলিতে টহল দিয়েছেন পুলিশ-প্রশাসনের উচ্চপদাধিকারীরা। এদিন নির্বিঘ্নেই নমাজ সম্পন্ন হয়।

আদানির সঙ্গে চুক্তি কেরলের বাম সরকারের

আমেরিকা যোগাযোগ করেনি, বলল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি ও তিরুবনন্তপুরম, ২৯ নভেম্বর : গৌতম আদানি সহ আদানি গোষ্ঠীর কয়েকজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে মামলা চলছে আমেরিকার আদালতে। অভিযুক্ত শিল্প-কর্তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে সেদেশে। সেই পরোয়ানা কার্যকর করার ইঙ্গিত মিলেছে মার্কিন আইন বিভাগের তরফে। তবে এই ব্যাপারে বাইডেন সরকার যে এখনও দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করেনি তা স্পষ্ট করেছে সাউথ ব্লক। শুক্রবার দিল্লির বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘আদানিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত কোনও তথ্য ভারতকে দেয়নি আমেরিকা।’

এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘এটি একজন ব্যক্তি, একটি বেসরকারি সংস্থা এবং মার্কিন সরকারের বিষয়। আমেরিকায় এই ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করা হয়েছে কি না তা নিয়ে ভারতকে তথ্য সরবরাহ করা হয়নি।’ এদিকে বিতর্কের মধ্যেই আদানিদের সঙ্গে চুক্তি সেরে ফেলেছে কেরল সরকার। পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বাধীন বাম সরকারের সঙ্গে ১০ হাজার কোটি টাকার বন্দর চুক্তি সেরে ফেলেছে আদানি গোষ্ঠী। চুক্তির কথা নিজেই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ন। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, ভিজিনজাম বন্দর তৈরির জন্য আদানি পোর্ট লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তি করেছি। ৫ বছর মেয়াদি এই চুক্তির প্রথম পর্যায়ের কাজ ডিসেম্বরেই শুরু হয়ে যাবে।

> এটি একজন ব্যক্তি, একটি বেসরকারি সংস্থা এবং মার্কিন সরকারের বিষয়। আমেরিকায় এই ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করা হয়েছে কি না তা নিয়ে ভারতকে তথ্য সরবরাহ করা হয়নি।
>
> **রণধীর জয়সওয়াল**

হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ-রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর থেকে আদানিদের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছে কংগ্রেস। সংসদে এবং সংসদের বাইরে বারবার আদানি গোষ্ঠীর কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। কেরলেও প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। আবার ইন্ডিয়া জোটের শরিক কংগ্রেস, সিপিআইএম দুই দলই। এমন এক সমীকরণে আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে কেরল সরকারের বন্দর চুক্তি নতুন রাজনৈতিক বিতর্কের সূচনা করল বলে মনে করা হচ্ছে।

সম্প্রতি আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানি, তাঁর ভাইপো সাগর আদানি এবং আদানি গোষ্ঠীর একাধিক পদাধিকারীর বিরুদ্ধে মার্কিন লগ্নিকারীদের টাকা ভারতের কয়েকটি রাজ্যে প্রকল্পের বরাত পাওয়ার জন্য ঘুষ দিতে ব্যবহার করা হয়েছে বলে আমেরিকার সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের দাবি। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী, আদানিরা ভারতে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের বরাত পেতে সরকারি আধিকারিকদের ২,২৩৭ কোটি টাকা ঘুষ দিয়েছিল। প্রকল্পগুলি থেকে আগামী ২০ বছরে ১৬,৯০০ কোটি টাকা মুনাফা করার আশা ছিল আদানি গোষ্ঠীর। সেই মামলায় আমেরিকার এক আদালত গৌতম আদানি সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। সেই পরোয়ানা কার্যকর করার দায়িত্ব আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের। কিন্তু তাদের তরফে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি বলে জানাল কেন্দ্র।

উলটে গেল বাস, নিহত ১০

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর : মহারাষ্ট্রের ভান্ডারা থেকে গোন্দিয়া যাচ্ছিল বাসটি। আচমকা বাসের সামনে চলে আসে একটি বাইক। বাইক আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন বাসচালক। রাস্তার পাশে উলটে যায় যাত্রীবোঝাই বাস। দুর্ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৩০। ১৪ জনের আঘাত গুরুতর। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাসচালককে জেরা করছে পুলিশ।

রাজ্য পরিবহণ নিগমের বাসটি ভান্ডারা ডিপো থেকে গোন্দিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। গোন্দিয়া-অর্জুনি সড়কে বিন্দ্রাভানা টোলা গ্রামের কাছে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। দুর্ঘটনার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে বাসের সামনের অংশটি দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৮ যাত্রীর। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে আরও ২ জন প্রাণ হারান।

দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানিয়েছেন বিদায়ি উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ‘এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে একটি বাস গোন্দিয়ায় দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল। কয়েকজন যাত্রী মারা গিয়েছেন। আমি মৃতদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আমরাও শোকস্তব্ধ।’ নিহতদের পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন মহারাষ্ট্রের বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে।

তিন দশক পর ঘরে ফিরলেন অপহৃত তরুণ

গাজিয়াবাদ, ২৯ নভেম্বর : এ গল্প সিনেমাকেও হার মানায়। ৩১ বছর আগে ছোট বোনের সঙ্গে রাগারাগি করে বাড়ি ফিরতে চায়নি ভীম সিং ওরফে রাজু। তারপর বাড়ি ফিরে আসতে তাঁর ৩১ বছর সময় লেগে গেল। সেদিনের সেই ছোট্ট রাজুর বয়স এখন ৩৯। তাঁর দুঃখের কাহিনী শুনে থ গাজিয়াবাদের খোদা থানার আধিকারিকরাও। তবে সব ভালো যার শেষ ভালো। পুলিশের তৎপরতায় টানা তিন দশক ধরে কার্যত ক্রীতদাসের মতো কাটানোর পর শেষমেশ রাজুর সঙ্গে পুনর্মিলন হয়েছে তাঁর পরিবারের।

ভীম ওরফে রাজু তাঁর বিচিত্র জীবনের কথা শুনিয়েছেন পুলিশকে। ৮ বছর বয়সে একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে বোনের সঙ্গে ছোট্ট রাজুর মারামারি হয়। সেই রাগে সে রাস্তাতেই বসে পড়ে। ফিরতে চায় না বাড়িতে। পালটা রাগ দেখিয়ে বোন হনহন করে এগিয়ে যায়। কতক্ষণ একটি পাথরের ঢিবিতে বসেছিল, খেয়াল নেই রাজুর। আচমকাই ট্রাকে চেপে কিছু লোক আসে ওই রাস্তায়। কিছু বোঝার আগেই তারা তাকে ট্রাকে তুলে চম্পট দেয়। এরপর রাজুকে রাজস্থানের জয়সলমেরে নিয়ে যায়।

সেই থেকে অন্ধকারের জীবন শুরু রাজুর। জয়সলমেরে তাকে জোর করে খামারে কাজ করানো হত। সারাদিন মেষ চরানোর পর খাবার বলতে দেওয়া হত দুটো রুটি আর এক বাটি জলের মতো ডাল। রাতে তার হাত-পা বাঁধা থাকত শিকলে, যাতে সে পালাতে না পারে।

বছরের পর বছর এই দুর্বিষহ জীবন কাটানোর পর একদিন এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ হয় রাজুর। রাজু তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যথাসাধ্য সাহায্য করার। এরপর একদিন সেই ব্যবসায়ী মেষ কিনতে এসে রাজুকে ট্রাকে লুকিয়ে দিল্লি নিয়ে যান। পরে তিনি তাকে তুলে দেন গাজিয়াবাদের ট্রেনে।

গাজিয়াবাদে পৌঁছে কিছুই চিনতে পারছিল না রাজু। পুরো শহরটাই অচেনা ঠেকছিল তার। এবার সহায় হন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদেরই সাহায্যে সে খোদা থানায় পৌঁছোয় এবং তার জীবনের পুরো ঘটনা জানায়। এরপর খোঁজখবর করতে নামে পুলিশ। খুঁজতে খুঁজতে পুরোনো ফাইল থেকে ১৯৯৩ সালে রাজুর মায়ের দায়ের করা একটি পুরোনো নিখোঁজ ডায়ারির সন্ধান পান থানার আধিকারিকরা।

তলব পেয়ে থানায় ছুটে আসেন রাজুর মা। দেখামাত্র তিনি চিনতে পারেন নিজের সন্তানকে। এ কী চেহারা হয়েছে তোর! বলতে বলতে রাজুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন বৃদ্ধা। ৩১ বছর পর চোখের জলে মধুর মিলন হয় মা-ছেলের।

ভোটের হারে প্রশ্ন প্রাক্তন সিইসি’র

কমিশনকে স্মারকলিপি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দেশের প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এসওয়াই কুরেশি। ভোটদানের হারে কেন ফারাক থাকছে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন তিনি।

প্রাক্তন সিইসি-র বক্তব্যকে সমর্থন করে নির্বাচন কমিশনের কাছে জরুরি ভিত্তিতে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছে কংগ্রেস। ১২ পাতার ওই স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, ভোটদানের হার এবং গণনা প্রক্রিয়ায় কিছু গুরুতর অসামঞ্জস্য রয়েছে। তাদের অভিযোগগুলি তদন্ত করতেও বলেছে কংগ্রেস। দলের বক্তব্য, প্রথমে একতরফাভাবে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তারপর প্রত্যেকটি নির্বাচনি কেন্দ্রে ১০ হাজারেরও বেশি ভোটারের নাম যুক্ত করা হয়েছে। ভোটের হারের তারতম্য থাকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। তাদের অভিযোগ, যাঁরা এমভিএ-র ভোটার বা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাঁদের নাম এবং ভোট কমানো হয়েছে। ২০ নভেম্বর মহারাষ্ট্রে একদফায় ভোট হয়েছিল।

কুরেশি বলেছেন, বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছিল ৫৫ শতাংশ। কিন্তু তার পরের দিন নির্বাচন কমিশনের তরফে যে চূড়ান্ত ভোটদানের হার জানানো হয়েছিল তাতে দেখা যায়, সেই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭ শতাংশ। এই ফারাক কেন হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কুরেশি। তিনি বলেন, ‘ভোটদানের হার হিসেবে যেটা নথিভুক্ত হয় সেটা রিয়েল টাইম ডেটা। সেটা পুরোপুরি বদলে যাওয়া আমাকে উদ্বিগ্ন করেছে।’

তাঁর কথায়, ‘আমরা যখন ভোট দিই তখন ১৭এ নামে একটি

ফর্ম থাকে। প্রিসাইডিং অফিসার আমাদের উপস্থিতি নির্ধারণ করেন। দিনের শেষে সারাদিনের তথ্যের সঙ্গে ১৭সি ফর্ম ফিল আপ করা হয়। তারপর প্রার্থীদের এজেন্টদের সই নেওয়া হয় তাতে। তারপরই প্রিসাইডিং অফিসার বাড়ি যান। ১৭সি ফর্মে ভোটের দিনের রিয়েল টাইম ডেটা নথিভুক্ত করা হয়। তাহলে সেই তথ্য পরের দিন বদলে যায় কীভাবে সেটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।’ কুরেশি জানান, বিষয়টি নিয়ে অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনের মুখ খোলা উচিত। সারা দেশে বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ ছড়াচ্ছে। এমনটা চলতে থাকলে সমগ্র প্রক্রিয়ার ওপর থেকেই মানুষের বিশ্বাস চলে যাবে। লোকসভা ভোটের সময়ও প্রাথমিক এবং চূড়ান্ত ভোটদানের হার নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল। সেইসময় অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর)-এর তরফে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তাতে প্রতি দফার ভোটের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বুথপিছু ভোটদানের হার প্রকাশ করার দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের তরফেও আপত্তি জানানো হয়েছিল।

এদিকে কংগ্রেস যেভাবে ইভিএমের বদলে ব্যালট পেপার ফিরিয়ে আনার দাবিতে সরব হয়েছে তাতে দলের অন্দরেই ভিন্ন মত শোনা যাচ্ছে। হরিয়ানা, মহারাষ্ট্রে হারের জন্য সরাসরি ইভিএমকেই দায়ী করেছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। কিন্তু প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম মনে করেন, হারের জন্য ইভিএমকে দায়ী করা ঠিক নয়। একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘ইভিএম নিয়ে কিছু সংশয় রয়েছে ঠিকই। এলন মাস্ক নিজেও ইভিএম নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ইভিএম নিয়ে আমার কোনও খারাপ অভিজ্ঞতা নেই।’ তাঁর ছেলে তথা কংগ্রেস সাংসদ কার্তিও ইভিএমে কারচুপির অভিযোগের সঙ্গে একমত নন।

ক্ষমা চাইলেন পুতিন

বার্লিন, ২৯ নভেম্বর : ১৭ বছর আগের কথা। সোচিতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মুখোমুখি হয়েছিলেন তৎকালীন জার্মান চ্যান্সেলার অ্যাঞ্জেলা মার্কেল। সেইসময় তাঁর পোষ্য ল্যাব্রাডর কোনিকে এনে মার্কেলকে চমকে দিয়েছিলেন পুতিন। কুকুরকে ভয় পাওয়া মার্কেল তখন কিছু না বললেও মঙ্গলবার প্রকাশিত স্মৃতিকথায় কোনি প্রসঙ্গে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। প্রাক্তন জার্মান চ্যান্সেলারের দাবি, তাঁর কুকুর ভীতির বিষয়টি আগেই রুশ আধিকারিকদের জানানো হয়েছিল। তারপরেও কোনিকে নিয়ে বৈঠকে হাজির হয়েছিলেন পুতিন।

বিষয়টি জানতে পেরে মার্কেলের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন পুতিন। রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আগেই মার্কেলকে বলেছিলাম যে তাঁর কুকুর ভীতির কথা আমি জানতাম না। জানলে কখনই এটা করতাম না। আমি আবার তাঁকে বলছি, অ্যাঞ্জেলা দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিন। আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলার কোনও উদ্দেশ্য আমার ছিল না।’

ছন্দে ফিরছে জিরিবাম

ইম্ফল, ২৯ নভেম্বর : টানা ১৩ দিন বন্ধ থাকার পর ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে মণিপুরের জিরিবাম জেলা। সকাল ৫টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত কার্ফিউ শিথিল করার পর শুক্রবার খুলেছে স্কুল-কলেজ। খোলা দোকান-বাজার। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে হাজিরাও ছিল স্বাভাবিক। কাজ করছে মোবাইল ইন্টারনেট। সচল গণ পরিবহণব্যবস্থা।

এদিন বিভিন্ন এলাকায় পড়ুয়া ও সাধারণ মানুষকে রাস্তার পাশে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে দেখা গিয়েছে। তবে জেলাজুড়ে নিরাপত্তার কড়াকড়ি বজায় রেখেছে প্রশাসন। হিংসা প্রভাবিত ইম্ফল পূর্ব, ইম্ফল পশ্চিম, বিষ্ণুপুর, কাকচিং, থৌবাল এবং জিরিবামে নতুন করে গণ্ডগোলের খবর নেই বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। চলতি মাসের ১১ তারিখে জিরিবামে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ১১ জন সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গির মৃত্যু হয়েছিল। ১৬ নভেম্বর জিরি ও বরাক নদী থেকে ৩ জন নারী ও ৩টি শিশুর দেহ উদ্ধারের পর থেকে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে জিরিবাম সহ ইম্ফল উপত্যকার বিস্তীর্ণ অংশ। কুকি-জো ও মেইতেই দু-পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে হামলা, পালটা হামলার অভিযোগ তুলেছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় মণিপুরে বাড়তি ১০ হাজার কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

ভাই-বোনের ব্যস্ততা...

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় প্রিয়াংকা ও রাহুল। নয়াদিল্লিতে শুক্রবার।

কংগ্রেসের পাশে নেই ‘ইন্ডিয়া’

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : আদানি ইস্যুতে কংগ্রেসের থেকে এবার দূরত্ব তৈরি করল তৃণমূল, সপার মতো ইন্ডিয়ার দলগুলি। শীতকালীন অধিবেশনের শুরু থেকেই আদানি কাণ্ডে সরব কংগ্রেস। জেপিসি তদন্তের দাবিও তুলেছে তারা। কিন্তু প্রতিদিন আদানির কারণে সংসদের উভয় কক্ষের অধিবেশন ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ায় কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তুলেছে বাকি বিরোধীরা। প্রথম দিন থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস শুধুমাত্র আদানি ইস্যুকে কেন্দ্র করে সংসদ অবরুদ্ধ করার বিরোধিতা করেছিল। ইন্ডিয়ার অপর শরিক সপা বক্তব্য, ‘আদানি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ঠিকই। কিন্তু এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনও সম্পর্ক নেই। ফলে এই একটি মাত্র ইস্যুতে সংসদ ভণ্ডুল করে দেওয়া অনৈতিক এবং সঠিক পথ নয়।’ ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য শরিকদের বক্তব্য, ‘সংসদ সুষ্ঠুভাবে চলতে দিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে বিভিন্ন ইস্যু তুলে ধরা সঠিক পথ হতে পারত এবং এর ফলে সরকারের ওপর বিভিন্ন ইস্যুতে চাপ বাড়ানো সম্ভব হতো।’

শুক্রবারও রাজ্যসভায় আদানি ইস্যুতে সরব হয় কংগ্রেস। সেই সময় সপা সাংসদরা সেখানে উপস্থিত থাকলেও তারা কিন্তু কেউই আদানি ইস্যুতে রাজ্যসভায় কংগ্রেসকে সমর্থন করেনি। পঞ্চম দিনেও, কার্যক্রম শুরুর আগে দিল্লির আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে সংসদ ভবন চত্বরে বিক্ষোভ দেখান আপের সাংসদরা। একই সময়ে লোকসভায় সপা সম্ভাল ইস্যুতে হট্টগোল শুরু করে। সেই সময় তৃণমূল সাংসদরা উঠে দাঁড়ালেও আদানি ইস্যুতে কংগ্রেসের পাশে ইন্ডিয়া জোটের কোন সাংসদকেই দাঁড়াতে দেখা যায়নি। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, ‘সংসদ চালানো সরকারের দায়িত্ব, ট্রেজারি বেঞ্চের নয়। আমরা জনসাধারণের সমস্যা তুলে ধরছি।’ তৃণমূল শিবিরের বক্তব্য, আদানি ইস্যুতে আমরাও আলোচনা চাই। তবে তার জন্য নির্দিষ্ট দিন বরাদ্দ করা হোক। এইভাবে প্রতিদিন সংসদের কাজ বন্ধ রাখা উচিত নয়। তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘আমরাও চাই আদানি ইস্যুতে আলোচনা হোক। বিষয়টি নিয়ে উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকের মাধ্যমে সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে শুধু একটি ইস্যুতে সংসদ অচল রাখা যাবে না।’

আড়াই বছরে সর্বনিম্ন জিডিপির হার

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর : চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে নজিরবিহীন পতন ঘটল জিডিপির। শুক্রবার ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস জানিয়েছে, ২০২৪-’২৫ অর্থবর্ষের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) হার ৫.৪ শতাংশ। গত আড়াই বছরের নিরিখে যা সবচেয়ে কম। এর আগে করোনা-লকডাউনের রেশ ধরে ২০২২-’২৩ অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৪.৩ শতাংশ। গত বছর এই সময় ভারতের জিডিপির হার দাঁড়ায় ৮.১ শতাংশ। ২০২৪-’২৫ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে তা কমে ৬.৭ শতাংশ হয়েছিল। এবার সেটা আরও কমেছে। যদিও বিশ্বের জিডিপি তালিকায় এখনও পয়লা নম্বর স্থানটি ধরে রেখেছে ভারত। তালিকায় দ্বিতীয় চিনের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৪.৬ শতাংশ।

ভারতের জিডিপি পতনের হার যে এই স্তরে পৌঁছোবে কোনও আর্থিক সংস্থার পূর্বাভাসে সেটা বোঝা যায়নি। নভেম্বরের শুরুতে গবেষণা সংস্থা ইক্রা চলতি বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ৬.৫ শতাংশ হারে জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস জারি করেছিল। বাস্তবে পতনের হার সেই অনুমানকে ছাপিয়ে গিয়েছে। জিডিপির হার যে নিম্নমুখী হবে কয়েকমাস ধরে সেই আশঙ্কার কথা বলছিলেন অর্থনীতিবিদদের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি, শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কমা থেকে স্পষ্ট যে সাধারণ মানুষের আয়ের উৎসে চাপ তৈরি হয়েছে। বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির হার আশাজনক না হওয়া যার একটি কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে চাহিদা কমায় উৎপাদন কমিয়েছে বিভিন্ন শিল্প সংস্থা। বাজারে যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারে।

জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকের জিডিপিতে কৃষিক্ষেত্রের মোট মূল্য সংযোজন বা গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড (জিভিএ)-এর পরিমাণ ৩.৫ শতাংশ। প্রথম ত্রৈমাসিকে যা ছিল ২ শতাংশ। তবে উৎপাদন খাতের অবদান ৭ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ২.২ শতাংশ।

পরাজয় থেকে শিক্ষা নিক দল খাড়গে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত হার থেকে কংগ্রেসকে শিক্ষা নেওয়ার বার্তা দিলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। শুক্রবার এআইসিসির সদরদপ্তরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তথা ঐক্যের অভাবকে প্রধান দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি।

কংগ্রেস সভাপতি বলেন, ‘ঐক্যের অভাব এবং নেতাদের পরস্পরবিরোধী মন্তব্য দলকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই না করি এবং একে অপরের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা বন্ধ না করি, তাহলে কীভাবে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করব?’ তিনি বলেন, ‘শৃঙ্খলা মেনে চলা খুব জরুরি। যে কোনও পরিস্থিতিতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। দলে শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু আমরা আমাদের সহযোদ্ধাদের কঠোর নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করতে চাই না। সবার বোঝা দরকার কংগ্রেসের জয় আমাদের জয় এবং পরাজয় আমাদের হার। আমাদের শক্তি দলের শক্তি।’ খাড়গে স্বীকার করেন, লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নতুন উদ্দীপনায় ফিরে এসেছিল, তবে তিন রাজ্যের নির্বাচনি ফলাফল দলের প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি। তিনি বলেন, ‘ইন্ডিয়া জোট চারটি রাজ্যের মধ্যে দুটিতে সরকার গঠন করলেও আমাদের পারফরমেন্স প্রত্যাশার নীচে রয়েছে। এই ফলাফল আমাদের সামনে একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে।’

তাঁর বক্তব্য, ‘নির্বাচনের ফল থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। সাংগঠনিক স্তরে দুর্বলতা দূর করতে হবে। এই ফলাফল আমাদের কাছে একটি বার্তা।’ নির্বাচনের সময় পরিস্থিতি কংগ্রেসের পক্ষে ছিল, তবে অনুকূল পরিবেশ থাকলেই জয় নিশ্চিত হয় না।

খাড়গে বলেন, ‘আমাদের সংগঠনকে বুথস্তর পর্যন্ত শক্তিশালী করতে হবে। ভোটার তালিকা তৈরি থেকে গণনা পর্যন্ত সতর্ক, সজাগ এবং মনোযোগী থাকতে হবে। আমাদের প্রস্তুতি এমন হওয়া উচিত যে, শুরু থেকে ভোটগণনা পর্যন্ত আমাদের কর্মী এবং সিস্টেম নিখুঁতভাবে কাজ করে। অনেক রাজ্যে আমাদের সংগঠন প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছে না। সংগঠনকে শক্তিশালী করা এখন আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।’

ছন্দম মঞ্চে আত্মচেতনার বার্তা

সম্প্রতি রায়গঞ্জের ছন্দম মঞ্চে পরিবেশিত হল মানবিক মূল্যবোধ জাগানো অনবদ্য একটি নাটক নিহত শতাব্দী। বিবেকানন্দ নাট্যচক্র প্রযোজিত গৌতম রায়ের এই নাটকে মঞ্চ, আবহ, নাট্যনির্মাণ এবং মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন শুভেন্দু চক্রবর্তী। অন্যদিকে শিল্পীর ভূমিকায় অপূর্ব ধরের অভিনয় ছিল অপূর্ব। দুজনের অভিনয়েই ধরা পড়ে মুন্সিয়ানার ছাপ। আলো ও আবহ দিয়েছেন শুভঙ্কর দাস এবং শীতেন চক্রবর্তী। নিহত শতাব্দীর মঞ্চায়নের মধ্যে দিয়ে সমাজের বিভিন্ন দুর্নীতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয় অবসানের বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি আত্ম জাগরণের আহ্বান জানানো হয়। নাটকে শিল্পীর আত্মচেতনার বিকাশ উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষণীয় বলে জানান নাটক শিবেশ সিনহা নামে এক দর্শক।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল মনোজ্ঞ একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আয়োজক বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংক রিটায়ার্ড স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের উত্তর দিনাজপুর আঞ্চলিক কমিটি। গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সূচনা লগ্নে এবং সংগঠনের পুনর্মিলন উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হল ভর্তি দর্শক ছিলেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুশীল গোস্বামী। নৃত্যশিল্পী সৌমিত্রী মুখোপাধ্যায়ের তাথৈ দলের নাচ, বিশিষ্ট গায়ক কমল নাগ ও অভিনন্দিতা দাসের গান এবং শুভব্রত লাহিড়ির আবৃত্তিতে জমে ওঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে ফিরে পাওয়া যায় শারদ আবহ। মুক্তির কান্ডারির সহযোগিতায় গ্রামীণ দুঃস্থদের জন্য উদ্বোধন হয় বস্ত্র ভাণ্ডারের। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন আলপনা কুণ্ডু।

তথ্য ও ছবি : সুকুমার বাড়ই

বইটই

লক্ষ্যভেদ প্রকাশিত

দুই বাংলার সুপরিচিত লেখক স্বপন মজুমদার কবি, সাংবাদিক হিসেবে সমধিক পরিচিত হলেও এবার তাঁর ভিন্ন স্বাদের ১২টি গল্প নিয়ে 'লক্ষ্যভেদ' প্রথম গল্পগ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। মানুষের দৈনন্দিন যাপন-জটিলতা, সুখ-দুঃখ, অনাচার, অনৈতিকতা, দুর্নীতি সবই উঠে এসেছে তাঁর গল্পগুলিতে। সেই সঙ্গে মানবিক চেতনা-প্রসূত জীবনবোধ, সামাজিক দায়বদ্ধতার ছবিও সুন্দর সাবলীলভাবে, পরিশীলিত ভাষায় এবং একই সঙ্গে আশ্চর্য সংবেদনশীলতায় তুলে ধরেছেন তিনি।

চৈতন্য প্রকাশ

হৈমন্তিক আবহে চৈতন্য সাহিত্য পত্রিকার পঞ্চদশ বর্ষ পুজো সংখ্যা প্রকাশ হল সম্প্রতি। ৮৮ পাতার এই সংখ্যার তাৎপর্যবহ প্রচ্ছদ রামকিঙ্কর বেইজের। পাঠকের কলম, প্রবন্ধ, রম্য রচনা, গল্প, কবিতা ও ছড়া মিলিয়ে ৬৯ জনের লেখায় সমৃদ্ধ এ সংখ্যা। সম্পাদক সুনন্দা গোস্বামী এবং সহ-সম্পাদক শর্মিষ্ঠা ঘোষ ও পুরুষোত্তম সিংহ সম্পাদকীয়তে আলোকপাত করেছেন সম্প্রতি ঘটে যাওয়া নির্মম পৈশাচিক অভয়া হত্যাকাণ্ডের কথা।

উন্মেষ আসর

রবি ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের রায়গঞ্জ শাখার সাহিত্যপত্র উন্মেষের সপ্তম বর্ষ শারদীয় সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হল সম্প্রতি। রামকৃষ্ণ সেবা সংঘে পত্রিকা প্রকাশ ও সাহিত্য আসরে হাজির ছিলেন রায়গঞ্জের বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক ও সংস্থার সদস্যরা। নান্দনিক প্রচ্ছদ এঁকেছেন অঞ্জন রায়। পত্রিকায় সামগ্রিক পরিকল্পনা ও সৃজনে রয়েছেন কবি অমিত পাল। ৩৭ জন কবির কবিতা, ২ জনের প্রবন্ধ এবং ৫ জনের অনুগল্প দিয়ে গাঁথা হয়েছে উন্মেষের এই বিশেষ সংখ্যা।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযূপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা-৭৩২১০১

প্রতিভার দীপ্তিতে আজও অম্লান পণ্ডিতজির স্মৃতি

কল্লোল মজুমদার

মালদা শহর থেকে মকদুমপুর, গৌড়রোড হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যেতে পড়বে তালতলা মোড়। সেই মোড়ের এককোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক শ্বেতশুভ্র আবক্ষ মূর্তি, পণ্ডিত বিষ্ণুসেবক মিশ্রের। সংগীত অনুরাগীরা হয়তো তাঁর নাম শুনেছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গীত চর্চা আজও অনেকেরই অজানা।

শুক্রবার ছিল পণ্ডিত বিষ্ণুসেবক মিশ্রের ১০৭তম জন্মদিন। আর পাঁচটা বছরের মতো, এবছরও মালদা শিল্পী সংসদের উদ্যোগে পণ্ডিতজির জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান হয়।

কে ছিলেন পণ্ডিত বিষ্ণুসেবক মিশ্র তা আমরা অনেকেই জানি না। সাড়ে চারশো বছরের বারাণসী সুপ্রসিদ্ধ প্রসুদ্দ-মনোহর ঘরানার উত্তরসাধক ছিলেন তিনি। তাঁর জন্ম ১৯১৭ সালে সংগীতের পিঠস্থান বারাণসীর চেতগঞ্জে। আর জ্যেষ্ঠতাত পণ্ডিত পশুপতিসেবক মিশ্র ছিলেন নেপাল রাজদরবারের সভাগায়ক। তিনি বিষ্ণুসেবক মিশ্রকে দত্তক নেন।

মাটির তারা

বিষ্ণুসেবক মিশ্র।

তখন বিষ্ণুসেবক মিশ্রের বয়স মাত্র আট বছর। সেই সময় থেকেই নেপাল রাজদরবারে ও বিভিন্ন জলসায় তিনি তবলা লহরা ও সেতার সঙ্গতে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। বালক বিষ্ণুর প্রতিভায় আশ্চর্য হন সংগীতগুণীরা। চলতে থাকে তাঁর সঙ্গীত চর্চা। কীভাবে নতুন রাগ, বোল, গৎ তৈরি করতে হয় তা নিয়ে শুরু হয় চর্চা। নেপালে চার বছর থাকার পর তিনি বেনারসে চলে আসেন। এক সময় তিনি বড়ে রামদাসজির কাছেও খেয়াল, ঠুংরির শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি বেনারস থেকে চলে আসেন কলকাতায়। সেখানে ছিলেন ছয় বছর। কলকাতায় থাকার সময় তিনি এলাহাবাদ, লখনউ, আগ্রা, ফৈজাবাদ, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লি সহ বিভিন্ন জায়গায় সংগীত সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। পারিবারিক সূত্রে আরও জানা যায় এলাহাবাদ সংগীত সম্মেলন ও প্রতিযোগিতায় বিষ্ণুসেবক মিশ্র ওস্তাদ নিসার হুসেন খান ও পণ্ডিত বিনায়ক রাও পদ্ম বর্ধনকে পরাজিত করে তারানায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

মাত্র ২৬ বছর বয়সে ময়মনসিংহের কুমার বাহাদুর সিতাংশুকান্ত আচার্যের অনুরোধে তিনি সভাগায়ক হন। কুমার বাহাদুরের মৃত্যুর পর তিনি স্থায়ীভাবে মালদায় এসে বসবাস শুরু করেন। সেই সময় থেকেই তিনি মালদার বহু ছাত্রছাত্রীকে সংগীত শেখাতে শুরু করেন।

১৯৮১ সালের ২৯ মার্চ তিনি মারা যান। আজও গৌড়বঙ্গের সংগীত সমাজ শ্রদ্ধায় আনত হয় এই সুরস্রষ্টার অসামান্য প্রতিভার দীপ্তিতে।

পুরস্কার বিতরণী

রায়গঞ্জের স্পান্দনিক শিশু শিক্ষা নিকেতনের ৩৭তম বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল সম্প্রতি। শিশু দিবসে শিশুদের নিয়ে একটি অনবদ্য অনুষ্ঠান আয়োজন করে স্পান্দনিক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুশীলকুমার গোস্বামী। ছিলেন ডঃ উত্তমকুমার মিত্র, ডঃ অনিন্দ্য ব্রহ্ম, বিকাশ নন্দী, সৌর্য্যেন্দ্রকুমার ধর প্রমুখ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। শিশুদের একক ও সমবেত নাচ, গান, আবৃত্তিতে জমে ওঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন অধ্যক্ষ নীরদরঞ্জন রায়। তাঁর কথায়, শিশুদের আগামী জীবন যাতে সাফল্যমণ্ডিত, সুন্দর, উজ্জ্বল ও সংস্কৃতময় হয় সেকথা মাথায় রেখেই আমাদের এই আয়োজন।

তথ্য : সুকুমার বাড়ই

রবি থেকে শনি ইভনিং শো

মালদা

■ ৩০ নভেম্বর, শনিবার মালদা টাউন হলে পণ্ডিত বিষ্ণুসেবক মিশ্রর জন্মজয়ন্তী উদযাপন সন্ধ্যা ৭টায়

উত্তর দিনাজপুর

■ ৩০ নভেম্বর, শনিবার রায়গঞ্জ রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবনে আলোচনা সভা। দুপুর দেড়টা

যাঁরা ইভনিং শো বিভাগে নিজেদের সেমিনার, ওয়ার্কশপ, নাটক সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খবর দিতে চান, তাঁরা আমন্ত্রণপত্র পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযূপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা-৭৩২১০১

গম্ভীরা ও মনসা গান নিয়ে আলোচনা

সম্প্রতি মালদা জেলা পুকুরিয়া থানার অন্তর্গত কোকলামারী গ্রামে ফতেপুর গম্ভীরা দলের উদ্যোগে বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহের এক কর্মসূচি উদযাপিত হল। জেলার অন্যতম গম্ভীরা শিল্পী তথা নঘরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বাবলু মণ্ডল জানান, 'জেলার ঐতিহ্য গম্ভীরা গানের প্রসারের উদ্দেশ্যে এই ধরনের একটি আয়োজন করা হয়। ফতেপুর গম্ভীরা দল এবং দাদা ভাই মনসা গানের দলের যৌথ প্রয়াসে জেলার ঐতিহ্য গম্ভীরা ও মনসা গান নিয়ে কিছু আলোচনা হয়। অনুষ্ঠান শেষে ফতেপুর গম্ভীরা দলের ক্যালেন্ডার উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। তার পরে অবশ্য অনেকক্ষণ ধরে মনসা পালাগান চলে।'

সুশান্ত আরও জানান, 'তিনি দীর্ঘ দিন ধরে ফতেপুর গম্ভীরা দলের সঙ্গে কাজ করছেন। তাই এমন উদ্যোগ তাঁর বাসস্থানে হওয়ায় আমি ভীষণ খুশি।'

গোষ্ঠ উৎসবে নীচুতলার মানুষ

৯৮তম গোষ্ঠ উৎসব উপলক্ষ্যে ১২ সম্প্রতি বন্দর যুব নাট্য সম্প্রদায় মঞ্চস্থ করে রঞ্জন দেবনাথের লেখা নীচু তলার মানুষ। যাত্রাপালা নির্দেশনায় ছিলেন জয়ন্ত রায়। পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন তুষারকান্তি রায়, সুদাম চক্রবর্তী, তারাপদ দাস, প্রণব বসাক প্রমুখ।

অন্যদিকে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেছেন নিয়তি দাস, তিতাস মুন্সি, সায়নি মুন্সি এবং রিয়া সাহা। যাত্রাপালায় সুর দিয়েছেন বৃন্দাবন মণ্ডল ও আলোক প্রক্ষেপণে ছিলেন শুভঙ্কর দাস। প্রতিবছরই গোষ্ঠ উৎসবকে কেন্দ্র করে এই যাত্রাপালা দেখার জন্য মুখিয়ে থাকেন এলাকার যাত্রা মোদী দর্শক।

দলের প্রধান উপদেষ্টা অঞ্জন রায়ের কথায়, 'বহু বছর আগের লেখা এই পালা। যা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বর্তমান সময়ের পটভূমিকায় এই সামাজিক যাত্রাপালায় দুর্নীতি, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মতো বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যাগুলো উচ্চ নিনাদে খোলা মঞ্চে অভিনেতারা তুলে ধরলেন।'

যাত্রার মূল বিষয়বস্তু, বড়লোকরা কীভাবে নীচু তলার মানুষকে ঠকিয়ে নিজের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে তারই দলিল এই পালা। দর্শকরা যেন দেখলেন তাঁদেরই আশেপাশের কোনও

যাত্রা মঞ্চস্থ হচ্ছে।

ঘটনা। যাত্রা দেখতে দেখতে নিজেদেরকেই খুঁজে পেলেন তাঁরা। আর এখানেই এখনো যাত্রাপালার সার্থকতা। একেবারেই গ্রামবাংলা ও শহরের একটি বহুল ঘটে যাওয়া কাহিনী এটি।

বাঙালি সমাজের হাসি, কান্না, ষড়যন্ত্র, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ, নীতিবোধ, নিরলস কর্ম প্রয়াসের কাহিনী উঠে এসেছে এই পালাটিতে। ফুটে উঠেছে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য। কনসার্টের শব্দ, অভিনেতাদের অট্টহাসি আর সংলাপের ধারাবাহিকতায় মাঝেমধ্যেই দর্শক আঙিনা ভরে ওঠে হাততালিতে।

যে সময় গ্রাম বাংলা থেকে প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে যাত্রাপালার মতো অনুষ্ঠানগুলি, সেই সময় দাঁড়িয়ে বাঙালির ঐতিহ্যকে যেন টিকিয়ে রেখেছে রায়গঞ্জের 'নীচুতলার মানুষ'। যাত্রা শেষে দর্শকদের করতালির শব্দ বুঝিয়ে দিয়েছে, এই ধরনের সংস্কৃতির জনপ্রিয়তা। এভাবেই প্রায় বিলুপ্তির পথে চলতে শুরু করা অনুষ্ঠানগুলি বেঁচে বর্তে থাকুক, চান সংস্কৃতিমোদীরা।

তথ্য ও ছবি : সুকুমার বাড়ই

আবৃত্তি বলয়ে 'সুরপান্থ সলিল'

অনিন্দ্য সরকার

সলিল চৌধুরীর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে সম্প্রতি দুর্গাকিংকর সদনে অনুষ্ঠিত হল একটি শ্রুতিনাটক 'সুরপান্থ সলিল'। প্রযোজনায় মালদা আবৃত্তি বলয়। শ্রুতিনাট্যরূপ প্রদানে ও পরিচালনায় ছিলেন মধুমিতা কর্মকার। সুরে-ছন্দে-সংলাপে সলিল চৌধুরীর জীবন ফুটে উঠেছে এই নাটকে। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে স্মৃতিপথ ধরে হেঁটে গিয়ে বিভিন্ন ঘটনার উপস্থাপন-নাট্যরচনায় এই বিষয়টি ভালো লাগে। সুরের আরোহণ-অবরোহণের মতোই নাটকে আসতে থাকে জীবনের নানা বাঁক। আসামের চা বাগানে বেড়ে ওঠা, প্রথম প্রেম, কমিউনিস্ট ভাবনা, গণসংগীত, বম্বেযাত্রা প্রভৃতি নানা ঘটনা এসেছে এই নাটকে। এসেছে বিভিন্ন গান ও তাদের সৃষ্টিমুহূর্তের কথা, ভারতীয় সঙ্গীতের নকশিকাঁথায় ওয়েস্টার্ন হারমোনি, কয়্যার, অর্কেস্ট্রার মিলনের কথা। বিবাহ বিচ্ছেদ ও দ্বিতীয় বিবাহের প্রসঙ্গে সংলাপ ও অভিনয় একটু অতিনাটুকে লাগে।

একটি সুন্দর নাট্যরচনায় সফল হলেও শ্রুতিনাট্যরূপ প্রদানে অনেক অসঙ্গতি রয়ে গিয়েছে। সলিল চৌধুরীর চরিত্রে সৌরিশ সেনের কণ্ঠাভিনয় সবচেয়ে ভালো লাগে। তুলনায় বাকিদের কণ্ঠ ম্লান। তবুও আলাদা করে বলতে হয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রে দীপঙ্কর ভৌমিক ও পিতার চরিত্রে দেবাশিস চট্টরাজের কথা। এই শ্রুতিনাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল গান। দীপান্বিতা চক্রবর্তী ও শুভেন্দু চৌধুরীর কণ্ঠে ফুটে উঠেছে সলিল চৌধুরীর সুরের ম্যাজিক। মধুমিতা কর্মকারের গান মনে দাগ কাটতে পারে না। সংলাপের মাঝে মাঝে আকস্মিক আবহের পরিবর্তন অসংগত মনে হয়। আবহে ছিলেন মধুসূদন দাস ও আলোক প্রক্ষেপণে মান্না হালদার। সলিল চৌধুরীর জন্ম শতবর্ষে এরকম একটি শ্রুতিনাটকসন্ধ্যার সাক্ষী হয়ে থাকলেন মালদাবাসী।

চৌরঙ্গি মোড়ে জমজমাট সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

কবিতা, নাচ, গান ও আলোচনায় জমে উঠল হেমন্তের সন্ধ্যায় সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার অনুষ্ঠান 'এই আমাদের দেশ, ভারত মহাদেশ/ শিখ-পারসিক-হিন্দু-খ্রিস্টান, বৌদ্ধ-জৈন আর মুসলমান...' অসাধারণ দেশাত্মবোধক এই উদ্বোধনী সংগীতের মধ্যে দিয়ে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার সূচনা হয় পতিরাম চৌরঙ্গি মোড়ের মুক্তমঞ্চে। পতিরাম সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্যোগে সম্প্রতি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার শুরুতেই একেবারে দেশপ্রেম ও সম্প্রীতির আবহে দর্শক শ্রোতারা মোহিত হয়ে পড়েন। প্রবীণ শিল্পী তথা সংগীত শিক্ষক বিদ্যুৎবিহারী সরকারের সঙ্গে তবলা বাদক মানিক দাসের যুগলবন্দি সূচনাতেই অনুষ্ঠানকে ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে দেয়।

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার মূল পর্বে শুরু হয় বিনোদনমূলক বিচিত্র আয়োজন। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আবৃত্তি পরিবেশন সকলের প্রশংসা আদায় করে। বাচিক শিল্পী সৌরভ চক্রবর্তীর 'জাতের নামে বজ্জাতি' কবিতার মনকাড়া উপস্থাপনা সকলের মন ভরিয়ে দেয়। পাশাপাশি বৈচিত্র্যমূলক গানে হেমন্তের স্বর্ণালি সন্ধ্যায় অবগাহন করার পরিবেশ তৈরি করেন শিল্পী নিমালি চক্রবর্তী, অনন্যা চৌধুরী, জিগীষা মুখার্জি প্রমুখ।

পতিরাম সাংস্কৃতিক মঞ্চের আয়োজনে অন্যতম আকর্ষণ ছিল নৃত্য পরিবেশন। নৃত্য শিল্পী কুহেলি সরকারের একক নৃত্য পরিবেশন অনুষ্ঠানকে জমিয়ে দেয়। তিনটি দলের পর্যায়ক্রমে বেশ কয়েকটি দলগত নৃত্য সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার এই অনুষ্ঠানকে একেবারে ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে যায়।

রন্না বিশ্বাস পরিচালিত কিঙ্কিণি নৃত্যালয়, শ্যাম রায় পরিচালিত শ্যাম ডান্স অ্যাকাডেমি ও তরুণ কুমার পরিচালিত বীণাপাণি নৃত্যাঙ্গনের বিভিন্ন বিষয় কেন্দ্রীক এইসব বর্ণময় দলগত নৃত্য এতটাই উপভোগ্য হয়ে ওঠে যে, উপস্থিত দর্শক একের পর এক করতালিতে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণকে মুখরিত করে তোলেন। অনেক দিন পর এমন অনুষ্ঠান হওয়ায় খুশি সকলে।

তথ্য : সাজাহান আলি

স্টুডেন্টস হেলথ হোমে প্রতিযোগিতা

স্টুডেন্টস হেলথ হোমের গঙ্গারামপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'উৎসব ২০২৪' অনুষ্ঠিত হল শহরের রবীন্দ্র স্মৃতি বিদ্যাপীঠে। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষ্যে গঙ্গারামপুর আঞ্চলিক পর্যায়ে এই প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান বলে জানায় স্টুডেন্টস হেলথ হোম কর্তৃপক্ষ।

প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০টি স্কুলের ২১১ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা নাচ, গান, যোগাসন, বসে আঁকো, আবৃত্তি সহ ২২টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রাথমিকের পড়ুয়াদের 'বাপুরাম সাপুড়ে' গানে নৃত্য, পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীদের রবীন্দ্রনৃত্য 'ও জোনাকি কি সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছো' সকলের নজর কেড়েছে।প্রতিযোগিতা শেষে সফল প্রতিযোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্টুডেন্টস হেলথ হোমের গঙ্গারামপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্পাদক অনিমেষ লাহিড়ি, সভাপতি আনিসুল আলম চৌধুরী, সংগঠক সিদান মুর্মু, প্রসেনজিৎ কুণ্ডু, আমিনুর সরকার প্রমুখ।

তথ্য ও ছবি : জয়ন্ত সরকার

হেমন্তের রোজনামচা...

অলস দুপুরে মিঠে রোদ গায়ে মেখে। শুক্রবার বালুরঘাটের সেওয়াই গ্রামে ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ সরকার।

পরকীয়ায় বাধা, স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৯ নভেম্বর : পরকীয়ার প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে ধারালো বঁটি দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা শিক্ষকের। ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়েছে রায়গঞ্জ শহরের উকিলপাড়া এলাকায়। রক্তাক্ত, গুরুতর জখম অবস্থায় ওই মহিলাকে শুক্রবার স্থানীয় বাসিন্দারা রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শল্য বিভাগে ভর্তি করে। আপাতত তাঁর চিকিৎসা চলছে। রায়গঞ্জ জেলার পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার বলেন,'লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম বধূর নাম অর্পিতা দাস (সাহা রায়)। রায়গঞ্জ শহরের উকিলপাড়া পিরপুকুরের একটি আবাসনের বাসিন্দা। তাঁর স্বামী সুদাম সাহা রায়, পেশায় কমলাবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শশীহার জুনিয়ার হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক পদে কর্মরত। তাঁর বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামীর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, রায়গঞ্জ থানার কদমতলা এলাকার বাসিন্দা অর্পিতা দাসের সঙ্গে রায়গঞ্জ শহরের দেবীনগরের সুদাম সাহা রায়ের বিয়ে হয়। বিয়ের এক বছরের মাথায় শ্বশুরের টাকায় রায়গঞ্জ শহরের উকিলপাড়া এলাকায় একটি ফ্ল্যাট কেনেন ওই শিক্ষক। বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু হয় বলে অভিযোগ। পরে বাবার কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ও মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার জন্য স্ত্রীকে চাপ দেন সেই শিক্ষক।

বছর দুয়েক ধরে একাধিক মহিলার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয় ওই শিক্ষকের। প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে মাঝেমধ্যেই মার খেতে হত। শুক্রবার সকালে স্বামীর মোবাইল ফোনে এক তরুণীর সঙ্গে স্বামীর অন্তরঙ্গ কিছু ছবি দেখে ফেলেন স্ত্রী। সেই মহিলার সঙ্গে তখন ফোনে কথা বলছিল স্বামী। তারই প্রতিবাদ করায় সবজি কাটার বঁটি দিয়ে তাঁর স্ত্রীকে কোপাতে শুরু করে ওই শিক্ষক। আচমকা তাঁর চিৎকারে ছুটে আসেন ফ্ল্যাটের অন্য বাসিন্দারা। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই বধূকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ঘটনার জেরে অভিযুক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। শিক্ষকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। এদিন হাসপাতালের বেডে শুয়ে জখম গৃহবধূ অর্পিতা দাস বলেন, 'আমার স্বামীর পাঁচজন মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। এর আগেও একাধিকবার হাতেনাতে ধরেছি। সালিশি হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। পাশাপাশি আমার উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করে। এদিন ওর পরকীয়ার ঘটনা মোবাইল ফোনে হাতেনাতে ধরে ফেলি। প্রতিবাদ করলে বঁটি দিয়ে আমাকে খুনের চেষ্টা করে। খবর শুনে আমার বাবা সহ পরিবারের লোকজন হাসপাতালে আসে। জামাইয়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আহত বধূর বাবা নবদ্বীপ দাস।'

ঘটনাক্রম

- বছর দুয়েক ধরে একাধিক মহিলার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয় ওই শিক্ষকের
- প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে মাঝেমধ্যেই মার খেতে হত। শুক্রবার সকালে স্বামীর মোবাইল ফোনে এক তরুণীর সঙ্গে স্বামীর অন্তরঙ্গ কিছু ছবি দেখে ফেলেন স্ত্রী
- তারই প্রতিবাদ করায় সবজি কাটার বঁটি দিয়ে তাঁর স্ত্রীকে কোপাতে শুরু করে ওই শিক্ষক। আচমকা তাঁর চিৎকারে ছুটে আসেন ফ্ল্যাটের অন্য বাসিন্দারা
- রক্তাক্ত অবস্থায় ওই বধূকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়

পথসভা

বালুরঘাট, ২৯ নভেম্বর : সিপিএমের তৃতীয় সম্মেলনকে সামনে রেখে পথসভার আয়োজন করল বালুরঘাট এক নম্বর এরিয়া কমিটি। বালুরঘাট শহরের সাহেব কাছারি এলাকার হাটখোলা মোড়ে সিপিএমের কর্মী, সমর্থক সহ একাধিক নেতৃত্ব জমায়েত হন। এদিনের পথসভায় এক নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক অনিমেষ চক্রবর্তী সহ একাধিক নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

রক্তদান

মালদা ও রতুয়া, ২৯ নভেম্বর : মালদা বার অ্যাসোসিয়েশনের মানবিক উদ্যোগে মালদা কোর্ট প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবির হল। বুধবারের এই রক্তদান শিবিরে ৬০ জন রক্তদান করেন, যাদের বেশিরভাগই আইনজীবী। পাশাপাশি এদিন, বুধবার রতুয়া-২ ব্লকের শ্রীপুর-২ পঞ্চায়েতের উদ্যোগে আয়োজিত হল রক্তদান শিবির। এই রক্তদান শিবির আয়োজিত হয় শ্রীপুর-২ পঞ্চায়েত প্রাঙ্গণে।

ঘরছাড়া বৃদ্ধা

প্রথম পাতার পর

হয়। ছেলে না হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে স্বামী মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করে। চলতি মাসের ১৬ তারিখে ছোট মেয়ে চার মাসের গর্ভবতী অবস্থায় আমার কাছে এসেছিল। তাকেও তলপেটে লাথি মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। সেই মেয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। পরপর তিনটি মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার নাম করে ভিনরাজ্যে বিক্রি করে দিয়েছে। এই নিয়ে মাঝে মধ্যে প্রতিবাদ করতাম আমি। চলতি মাসের ২৬ তারিখে আমাকে মেরে বাঁ হাত ভেঙে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। মেয়েরা খবর পেয়ে আমাকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পর হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে। আমি চাই স্বামীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।' রায়গঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিক বলেন, খুনের চেষ্টা ও নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে সালাউদ্দিনের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আবাস তালিকায় পাকাবাড়ির মালিক

বরুণকুমার মজুমদার

করণদিঘি, ২৯ নভেম্বর : 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে ব্লক প্রশাসনের সমীক্ষার তালিকা প্রকাশ হতেই চক্ষু চড়কগাছ উপভোক্তাদের। তালিকায় ঠাঁই পাননি কাঁচা বাড়ির মালিকেরা। ক্ষোভ প্রকাশ করছেন অনেকেই। করণদিঘি ব্লকের লাহুতারা-২ পঞ্চায়েতের মেহেন্দাবাড়ি গ্রামের ফজলু হক, সরবন সিংহের পাকাবাড়ির থাকা সত্ত্বেও বাংলার বাড়ির তালিকায় নাম রয়েছে। তাঁদের বাড়িতে ব্লক প্রশাসন সমীক্ষাও করেছে। দুজনরেই পাকা বাড়ি। তবে দুই বাড়ির কর্তাদের সাফাই, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচতে ধার-দেনা করে পাকাবাড়ি করেছি।' আবার এই গ্রামে কাঁচা বাড়িতে বসবাস করেন প্রচুর মানুষ। কিন্তু তালিকায় তাঁদের নাম নেই।

তালিকা নিয়ে সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য আরতি সিংহের স্বামী পরেশচন্দ্র সিংহ। তিনি জানিয়েছেন, 'আমার ওয়ার্ডে মাত্র ১২টি নাম তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে। লবানু সিংহ, হরেন সিংহ, পাণ্ডব সিংহ, নুরফুল বিবি, রেবিনা খাতুন সহ প্রায় কুড়িটা নাম তালিকায় নেই অথচ এদের প্রত্যেকের কাঁচা বাড়ি।' তিনি আরও বলেন, 'ফজলু হকের ছাদ পেটানো বাড়ি। সরবনের বাড়িটিও পাকা। অথচ তাঁদের নাম তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে কিন্তু তালিকায় থাকা মানুষের আধিকারিকরা?' মমতা সিংহ নামে আরেক উপভোক্তার অভিযোগ, 'বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বাড়ি পাওয়ার কথা যাদের, তাঁদের ঘর নেই অথচ পাকা ছাদ পেটানো বাড়ির লোকের নাম তালিকায় থাকে কীভাবে। বিডিও সাহেব পুরো বিষয় তদন্ত করে দেখুক।'

করণদিঘি

বিডিও জয়ন্ত দেবব্রত চৌধুরী বলেন, 'খসড়া তালিকা প্রকাশ পেয়েছে। কারও বিরুদ্ধ অভিযোগ জমা পড়লে সুপার চেকিং করা হবে।'

শুক্রবার প্রসাদপাড়ার রক্ষাকালীপুজো

পতিরাম, ২৯ নভেম্বর : বোল্লা রক্ষাকালী পুজোর সাতদিন পর শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে পারপতিরাম প্রসাদপাড়ার রক্ষাকালী পুজো। এবছর এই পুজো তৃতীয় বছরে পদার্পণ করল। রাতের সময় পুজোর আয়োজন হবে এবং পুজোকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তিনদিনের জমজমাট মেলা। এই রক্ষাকালী প্রতিমার উচ্চতা সাত ফুট। সোমবারে প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে এই উৎসবের সমাপ্তি ঘটবে। স্থানীয় বাসিন্দা দীপক প্রসাদ, পরেশ প্রসাদ এবং চন্দন প্রসাদ জানান, 'প্রসাদপাড়ার রক্ষাকালী পুজো বোল্লা রক্ষাকালী পুজোর মতো করেই হয়। মেলায় প্রতি বছর প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে, এবং বেচাকেনার পরিবেশ বেশ ভালো থাকে।'

ঘরে বধূর ঝুলন্ত দেহ

কালিয়াগঞ্জ, ২৯ নভেম্বর : বাপের বাড়ি থেকে বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল কালিয়াগঞ্জে। ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াগঞ্জের পূর্ব গোয়ালগাঁওয়ে। মৃতার নাম ঝর্ণা রায়(২৬)। শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় চিকিৎসার জন্য তিনি বাপের বাড়িতে ছিলেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পরিবারের সদস্যরা শোয়ার ঘরে ঝর্ণার ঝুলন্তদেহ দেখতে পায়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে রাতেই ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলে পাঠায়। অস্বাভাবিক মৃত্যুমামলা রুজু করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

উদ্ধার ভ্যান

পতিরাম, ২৯ নভেম্বর : গভীর রাতে বাড়ির সামনে থেকে চুরি হওয়া সাদা রংয়ের পিকআপ ভ্যান মাত্র ৩৬ ঘণ্টার উদ্ধার করল পতিরাম থানার পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে নদিয়ার চাকদহ থেকে। যদিও এই ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। পতিরাম থানার ওসি অরুণাংশু ঘোষ জানান, 'নদীয়ার চাকদহ থেকে চুরি হওয়া পিকআপ ভ্যানটি উদ্ধার করে পতিরাম থানায় আনা হচ্ছে। গাড়িচুরি কাণ্ডে অভিযুক্তদের ধরতে তদন্ত চলছে। আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গাড়ির মালিক উদ্ধার হওয়া গাড়িটি ফেরত পাবেন।'

পুর উদ্যোগ

বালুরঘাট, ২৯ নভেম্বর : বিয়ের মরশুমে জল সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে জলবাহী বাহনের সংখ্যা বাড়াতে উদ্যোগ নিল বালুরঘাট পুরসভা। বিভিন্ন গৃহনির্মাণ ও ফ্ল্যাট বা বাড়ি নির্মাণে পুরসভার জলের গাড়ি আটকে থাকায়, বিয়েবাড়িতে ভাড়া দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছে পুরসভা। তাই এবার গৃহনির্মাণে ব্যবহারের জন্যে ৪০০০ লিটারের নতুন বাহন তৈরির দরপত্র প্রকাশ করেছে পুরসভা। বর্তমানে অনুষ্ঠানবাড়ির ভাড়ার জন্য চালু থাকা ৪৭টি জলবাহনের মধ্যে কয়েকটি খারাপ থাকায় পুরসভা সমস্যায় পড়েছে। তাই নতুন করে ওই বাড়ি তৈরির জন্য পাঁচটি বড় বাহনের বরাত দেওয়া হয়েছে বলে জানান এমসিআইসি মহেশ পরেখ।

রাস্তা সংস্কার শুরু

গঙ্গারামপুর, ২৯ নভেম্বর : শুরু হয়েছে গঙ্গারামপুর থেকে সুকদেবপুর যাওয়ার একমাত্র পাকা রাস্তা সংস্কারের কাজ। দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় বাসিন্দারা এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি সংস্কারের দাবি তুলেছিলেন। সেই রাস্তার সংস্কারের কাজ শুরু হওয়াতে খুশি এলাকাবাসী।

ধর্মাচরণ

প্রথম পাতার পর

সমীক্ষার রিপোর্ট উল্লেখ করে তিনি এও দাবি করেছেন, 'বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মনে করছেন অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন পূর্বতন শেখ হাসিনা সরকারের চেয়ে বেশি নিরাপত্তা পাচ্ছেন।' যদিও ওই সমীক্ষা যাঁদের মধ্যে চালানো হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ৯২ শতাংশের বেশি মুসলিম সম্প্রদায়ের। তাই ওই সমীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। এদিকে আসিফ নজরুলের সুরে বিএনপির সিনিয়ার যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভি বলেন, 'চিন্ময়ের মুক্তি চেয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযানে নেমেছে ভারত।' তবে আসিফ নজরুল যাই বলেন, বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন অব্যাহত। চট্টগ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর হামলা চালায় জামাত-ই-ইসলামি এবং বিএনপি-র কট্টরপন্থী কর্মী-সমর্থকরা। দুটি মন্দিরেও হামলা চালানো হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, তাঁরা সেনা এবং পুলিশের কাছে সাহায্যের আবেদন জানানো সত্ত্বেও কোনও সাহায্য মেলেনি। এদিকে বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় সহ ইসকনের ১৭ জনের ব্যাংক লেনদেন ৩০ দিনের জন্য স্থগিত করে দিয়েছে সেদেশের ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট।

দালালচক্রের ফাঁদে পা দিয়ে দুবাই

সাংসদের উদ্যোগে ফিরলেন দুই তরুণ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৯ নভেম্বর : কাজের খোঁজে দুবাইয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন দুই তরুণ। সাফাইকর্মীর কাজ পাওয়ার আশায় গিয়েছিলেন তাঁরা। ভাবতে পারেননি, সেখানে দুঃস্বপ্নের দিন কাটবে তাঁদের। আদপে ঘটে সেটাই। দুবাই পৌঁছে তাঁরা বুঝতে পারেন, দালালের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছেন। তাঁদের অভিযোগ, চুক্তিমতো তাঁদের বেতন দেওয়া হচ্ছিল না। পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়া হয়। মিলছিল না নিয়মিত খাবারও। এমনকি বাড়ি ফেরার দাবি জানালে লক্ষাধিক টাকা দাবি করেন এজেন্ট। কী করবেন বুঝতে না পেরে করণদিঘি ও চাকুলিয়া ব্লকের ওই দুই তরুণের বাড়ির লোকজন সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শেষপর্যন্ত সাংসদের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বাড়ি ফিরে আসেন বিজয় মুর্মু ও কুমার টুডু।

এতদিন পর ঘরে ফিরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছেন বিজয় মুর্মু। তিনি জানান, 'মাসিক ৩৬ থেকে ৪০ হাজার টাকা বেতনের প্রলোভন দেখিয়ে মোজাম্মেল হক নামে এক দালাল আমাদের দুবাইয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু ওখানে গিয়ে শুনি, পুরোটাই মিথ্যে। আমাদের মাসে এত টাকা বেতন দেওয়া হবে না। সমস্ত বিষয়টি পরিবারকে জানাই। বাড়ির সবাই সাংসদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারপর আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া হয়।'

ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন সাংসদের আপ্তসহায়ক অসীম চন্দ। তিনি জানান, 'গত ১৭ অক্টোবর দুই তরুণ কাজের সূত্রে দিল্লি থেকে দুবাই পৌঁছোন। সেখানে গিয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন, দালালের খপ্পরে পড়েছেন। তাঁদের সবকিছু কেড়ে নেওয়া হয়। ঠিকমতো খাবার দেওয়া হচ্ছিল না। তাঁদের পরিবারের সদস্যরা সাংসদের দ্বারস্থ হন। বিষয়টি সাংসদের নির্দেশমতো বিদেশ বিভাগে জানাই। বিদেশ বিভাগ দুবাইয়ে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এরপর তাঁদের ভারতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়।'

> দুই যুবক বিজয় মুর্মু ও কুমার টুডুর পরিবারের লোকজন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমি আপ্তসহায়কের মাধ্যমে বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তারা তৎপরতার সঙ্গে বিষয়টি দেখে। এক মাস কয়েকদিনের মধ্যে দুই তরুণকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। দালালচক্র থেকে দূরে থাকার জন্য সবাইকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
>
> **কার্তিকচন্দ্র পাল,** সাংসদ

ট্যাব দুর্নীতির শোরগোলে অন্য জালিয়াতি

৫০টি সিম কার্ড নিয়ে গঙ্গারামপুরে ধৃত ২

সুবীর মহন্ত ও বিপ্লব হালদার

বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর, ২৯ নভেম্বর : ট্যাব দুর্নীতির ঘটনায় উত্তাল গোটা রাজ্য। তার মধ্যেই মোবাইল সিম কার্ড জালিয়াতিতে গঙ্গারামপুর থেকে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করল সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে বিভিন্ন কোম্পানির প্রায় ৫০টি সিমকার্ড। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই জেলাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। একাধিক সিম কার্ড উদ্ধার হওয়ায় চিন্তায় পুলিশ মহলও। ধৃত দু'জনের নাম রবিউল সরকার (২৩) ও ইমরান সরকার (২০)। তাদের বাড়ি তপন থানার মালঞ্চা গ্রামে। শুক্রবার সাইবার ক্রাইম থানা পুলিশের হেপাজতে চেয়ে ধৃতদের জেলা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ।

মালঞ্চা গ্রামের তরুণ রবিউল সরকার ও ইমরান সরকার একে অপরের প্রতিবেশি। রবিউল কিছুদিন আগে বিএ পাশ করেছে। বর্তমানে কাঁচামালের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। ইমরান এবছর উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে। দু'জনই এলাকায় শান্ত স্বভাবের ছেলে বলে পরিচিত।

বর্তমানে গোটা রাজ্যেই সবচেয়ে আলোচিত ট্যাব দুর্নীতি। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে ওই দুর্নীতি করা হয়েছে। এই দুর্নীতিতে জড়িত থাকার দায়ে গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন থানার গ্রেপ্তার হয়েছেন স্কুল শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা। তপন ব্লকের মাগুরপুর উচ্চবিদ্যালয়েও ঘটেছে পড়ুয়াদের ট্যাবের টাকা কেলেঙ্কারির ঘটনা। ওই স্কুলের ছয় পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা গিয়েছে চোপড়ার আশারু বস্তি এলাকায়। এই ঘটনায় স্কুলের তরফে সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জানানো হয়। তবে ১২ দিন কেটে গেলেও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে গঙ্গারামপুর থানার ফুলবাড়িতে অভিযান চালায় জেলা সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। তপন থানার মালঞ্চা এলাকার দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে তাদের হেপাজত থেকে বিভিন্ন কোম্পানির প্রায় ৫০টি মোবাইল সিম কার্ড উদ্ধার হয়। একাধিক সিমকার্ড দিয়ে কী কাজ করত দুই তরুণ? তারা কোনও অনলাইন প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত আছে কি না, ট্যাব দুর্নীতিতেও জড়িত কি না তা জানতে পূর্ণাঙ্গ পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রাথমিক জেরায় পুলিশ জানতে পেরেছে, বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সিমকার্ড সরবরাহ করত ধৃত দুই তরুণ। তারপর বিভিন্ন জায়গায় ওই কার্ডগুলি মোটা অঙ্কের টাকায় বিক্রি করত। সিম কার্ডগুলি তারা কোথায় বিক্রি করত? কারা কিনত? কত দামে কিনত, সেসব তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

দক্ষিণ দিনাজপুর সাইবার ক্রাইম থানার আইসি সৌরভ ঘোষ জানিয়েছেন, 'এই ঘটনায় মামলা রুজু হয়েছে। দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আদালতের মাধ্যমে ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

হিসাব দেয়নি পুরসভা, দাবি বাম কাউন্সিলারদের

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৯ নভেম্বর : বালুরঘাট পুরসভার বাম কাউন্সিলাররা বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ ও খরচের পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। এমনকি পুরসভার একাধিক বৈঠকে চেয়ারম্যানের কাছে শহরের ছয়টি প্রকল্পের আর্থিক হিসেব চাইলেও পাওয়া যায়নি বলে তারা জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে দুই বাম কাউন্সিলর জেলা শাসকের কাছে লিখিতভাবে সেই তথ্য পেতে দরবার করেছেন। জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি মহকুমা শাসককে খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে।'

প্রায় দু বছর আগে বালুঘাট পুরসভায় তৃণমূলের নতুন বোর্ড তৈরি হয়েছে। তার আগে দীর্ঘদিন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দিয়ে পুরসভা চলেছে। বর্তমানে ২৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে মাত্র দুটি ওয়ার্ডে বিরোধী দলের কাউন্সিলাররা নির্বাচিত হন। নতুন বোর্ড ক্ষমতায় আসার পরেই শহরকে সাজিয়ে তুলতে একাধিক প্রকল্প হাতে নেয় পুরসভা। যেগুলিতে লক্ষাধিক টাকা বরাদ্দ হয়। পুরসভার তরফে কোন খাতে কত টাকা খরচ হয়েছে তার সম্পূর্ণ হিসেব দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন পুরসভার দুজন কাউন্সিলার।

১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রবীর দত্ত ও ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কুন্তল দাস যৌথভাবে জেলা শাসকের কাছে এই নিয়ে চিঠি দিয়েছেন। ওই চিঠিতে তাঁরা পুরসভার চেয়ারম্যানকে মোট ছয়টি প্রকল্পের খরচের পূর্ণাঙ্গ হিসেব ও কোন এজেন্সি দিয়ে কাজ করা হয়েছে তার তথ্য চেয়ে অনুরোধ করেছেন। আত্রেয়ী কলোনি এলাকার মহারাজা বোস পার্ক, রঘুনাথপুরের ট্যাংক ও জাতীয় পতাকা উচ্চ স্তম্ভ, কলকাতার বালুরঘাট ভবনের সংস্কার, সদরঘাটের প্রতিমা নিরঞ্জনের জায়গা, খিদিরপুরের বৈদ্যুতিক চুল্লি সংস্কার, শহরজুড়ে তেরঙা এলইডি বাতি প্রকল্পের কথা সেই চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তাঁরা।

আরএসপি-র কাউন্সিলার প্রবীর দত্তর দাবি, 'পুরসভার বিওসি মিটিংয়ে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেও সদুত্তর পাওয়া যায় না। বৈদ্যুতিক চুল্লিতে ৩৩ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে বলে জানানো হয়। কিন্তু তারপরও বারবার সেটি খারাপ হয়ে পড়ে। তাছাড়াও, বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে লক্ষাধিক টাকার কথা বলা হয়। কিন্তু কোন খাতে কত টাকা খরচ হচ্ছে পরিষ্কার বলা হয় না। এই বিষয়ে জানতেই আমরা জেলা শাসকের দ্বারস্ত হয়েছি।' সিপিএম কাউন্সিলার কুন্তল দাসের অভিযোগ, 'নাগরিক পরিষেবা উন্নয়নের জন্য কোন প্রকল্পে কত টাকা খরচ হচ্ছে সঠিক ধারণা দেওয়া হচ্ছে না। সেই সম্পর্কে আমাদের কোনও তথ্য পুর কর্তৃপক্ষ দিচ্ছে না। মিটিং এ কোনও তথ্য দেওয়া হয় না।'

চরিত্র বদল অসম্ভবই

প্রথম পাতার পর

নিজেদের মধ্যে কোন্দল ছাড়া উল্লেখযোগ্য তোনও পারফরমেন্স দেখাতে পারেনি।

অভিষেকের অপছন্দের লোকদের মাথা কাটা যেতেই পারে। যদিও সেই তালিকায় মমতার পছন্দের কেউ থাকলে তাঁকে শাস্তি দেওয়া কঠিন। তা সত্ত্বেও অভিষেকের প্রেসক্রিপশন মেনে রদবদল করা হলে সেটা অনেকটা অন্ধের বদলে খোঁড়াকে দায়িত্ব দেওয়ার শামিল হবে। তবে সকলের মাথায় রাজ্য নেতাদের কারও না কারও আশীর্বাদি হাত আছে।

তৃণমূলে সাংগঠনিক বাঁধন আছে, আবার উপেক্ষাও আছে। শৃঙ্খলা অমান্য করে টিকে থাকাও যায়। মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহাকে তৃণমূল বহিষ্কার করেছে। কিন্তু চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরায়নি। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে বিপুল দুর্নীতির অভিযোগ তো পুরসভাকে কেন্দ্র করেই। তিনি এখনও বহালতবিয়তে পুরসভার 'রাজ্যপাটে' বহাল। তাহলে এমন 'শাস্তি'র অর্থ কী!

যে যা খুশি করো, শুধু আনুগত্যটা রেখো। বিজেপিতে চলে যেও না। তৃণমূলের সাংগঠনিক বাঁধনটা এক কথায় এরকম। যদি বা বিজেপিতে যাও, সাবধান! কোনও না কোনও অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে যেত পারো। নিদেনপক্ষে পুলিশি হেনস্তা অবধারিত। কারণ বায়োডেটা খুঁজলে অনেকের পিছনে কিছু না কিছু অসংগতি, অনিয়মের শরিক হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যাবেই।

তবু দলটা ভোট পায়। ভোটের বিচারে রাজ্যে শাসকদলের ধারেকাছে কেউ নেই। বিরোধীরা যুক্তি দেয়, ওটা জনমতের প্রতিফলন নয়। জবরদস্তি ভোট কেড়ে নেয় তৃণমূল। এই আক্ষেপে প্রমাণ হয়, সেই জবরদস্তিতেও বিরোধীরা বহুদূর। স্থানীয় স্তরের নেতারা না থাকলেও হয়তো তৃণমূল ভোট পাবে। আগে কিছু মানুষ ভোট উৎসর্গ করতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। এখন ভোট আসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কৃষকবন্ধু, সবুজ সাথীর সুবাদে।

বিজেপির হাতে হিন্দুত্ব ছাড়া আর কোনও পেন্সিল নেই। আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসকের মৃত্যুকে হাজার চেষ্টা করেও জনমত দলের পক্ষে প্রভাবিত করতে পারেনি বিজেপি। এখন বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন নিয়ে আবার কোমর বেঁধে লেগেছে। দেশের অন্য প্রান্তে হিন্দুত্ব যতটা বেনিফিট দেয়, বাংলায় যে তা দেয় না, তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত। বরং নরেন্দ্র মোদির ভাষায় রেউড়ি (পাইয়ে দেওয়া) সংস্কৃতি তৃণমূল এমনভাবে গ্রহণ করেছে, যা দলকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে। আরজি করকে ব্যবহার করে নিজেদের পালে হাওয়া লাগানোর চেষ্টা করেছিল বামেরাও। প্রাথমিকভাবে কিছুটা কাজে এসেছিল সেই কৌশল। কিন্তু মূল আন্দোলনের ধার কমে যাওয়ায় হাওয়াটা চুপসে গিয়েছে। এখন আবার জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশকে সামনে রেখে গ্রামে গ্রামে অভয়া মঞ্চ তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে। আলিপুরদুয়ারে সম্প্রতি জুনিয়ার ডাক্তারদের সভায় বাম দলগুলির জেলা সম্পাদকদের উপস্থিতিতে তা ফাঁস হয়েছে।

অন্য সংগঠনের ভেতর লুকিয়ে কাজ করা বামেদের বরাবরের ঘোষিত রীতি। কিন্তু সেই লুকিয়ে কাজ ফাঁস হয়ে গেলে আর উদ্দেশ্য সাধন হয় না। তাছাড়া আরজি করের অভিঘাত এমন ফিকে হয়ে গিয়েছে (আন্দোলনের দুর্বলতায়) যে, তাকে টেনে তোলা কঠিন। বিরোধীদের এসব দুর্বলতার ফাঁকফোকর তৃণমূলকে নিশ্চিন্ত করে। তাছাড়া দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে তৃণমূলের বড়ই অনীহা। যে কারণে অভিষেকের রদবদলের ব্লুপ্রিন্ট আপাতত হিমঘরে।

দুঃস্থ পড়ুয়ার পাশে স্বাস্থ্যকর্তা

তপন, ২৯ নভেম্বর : অসহায় পড়ুয়ার লেখাপড়ার দায়িত্ব নিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ দাস। তপন ব্লকের নওগাঁ গ্রামের বাসিন্দা পূর্ণিমা সরকার। বছরকয়েক আগে স্বামী মারা যায়। বর্তমানে বয়স্ক শাশুড়ি ও দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে তাঁর সংসার। অন্যের জমিতে কাজ করে চলে সংসার। মেলেনি বিধবা ভাতা। এমন পরিস্থিতিতে মেয়ের লেখাপড়া করাতে চরম বিপাকে পড়েন পূর্ণিমাদেবী। অর্থের জন্যে মেয়েকে লেখাপড়া করানো বন্ধ হতে বসে। বিষয়টি জানতে পারেন করদহ মাতৃভূমি সেবা সংঘের কর্মকর্তা মানিক তালুকদার। মেয়েটি যাতে লেখাপড়া করতে পারে সেই আর্জি নিয়ে মানিকবাবু হাজির হন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে। এরপরে ছাত্রীর লেখাপড়ার দায়িত্ব তুলে নেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ দাস। এতে স্বস্তির হাঁফ ছেড়েছেন অসহায় পরিবার।

সেইসঙ্গে আরও এক অসহায় ছাত্রীর লেখাপড়ার দায়িত্ব নিলেন ব্যাংক কর্মী উত্তম পাল। এবিষয়ে করদহ মাতৃভূমি সেবা সংঘের কর্মকর্তা মানিক তালুকদার বলেন, 'জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ দাস ও ব্যাংককর্মী উত্তম পাল দুই ছাত্রীর লেখাপড়ার দায়িত্ব নেওয়ায় আমরা ভীষণ খুশি। তাদের সাধুবাদ জানাই।'

স্ত্রী খুনে গ্রেপ্তার

কালিয়াচক, ২৯ নভেম্বর : পণের টাকা সহ বাইক না দেওয়ায় বধূকে খুন করার অভিযোগে তার স্বামীকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সায়েম আলি (৩০)। বাড়ি কালিয়াচকের সুজাপুর পঞ্চায়েতের ব্রহ্মোত্তরে। গত ১৮ নভেম্বর গৃহবধূ মমতাজ বিবিকে (২২) গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠে স্বামী সহ পরিবারের বিরুদ্ধে। এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে এলাকার বাসিন্দারা বাড়ির সামনে ভিড় জমায়। খবর পেয়ে কালিয়াচক থানা থেকে পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

পরীক্ষার পর ফাঁসে মৃত্যু

তপন, ২৯ নভেম্বর : ঘর থেকে উদ্ধার হল সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ। মৃতের নাম অঙ্কিতা রায় (১৩)। বাড়ি তপন থানার ফতেপুরে। সে স্থানীয় একটি উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রী। শুক্রবার তার ক্লাস টেস্ট ছিল। একসঙ্গে স্কুলে যাওয়ার জন্য দুই বান্ধবী অঙ্কিতার বাড়িতে আসে। বান্ধবীদের বারান্দায় বসিয়ে অঙ্কিতা পোশাক পরবে বলে ঘরে ঢোকে। দীর্ঘক্ষণ বের না হওয়ায় বান্ধবীরা ডাকাডাকি শুরু করেন। উত্তর না মেলায় অঙ্কিতার মা জানলা দিয়ে ঘরে উঁকি দিলে মেয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে। তড়িঘড়ি অঙ্কিতাকে তপন গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। তপন থানা দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠায়।

জমি বিবাদে মারধরে ধৃত

বৈষ্ণবনগর, ২৯ নভেম্বর : জমি বিবাদে মারধরের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। পুলিশ কৃষ্ণপুর এলাকা থেকে অচিন্ত্য ঘোষ নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে। জানা গিয়েছে, ২৬ নভেম্বর খাইরুল শেখের সঙ্গে জমি নিয়ে অচিন্ত্য ঘোষের বচসা বাধে। খাইরুল শেখকে মারধরের অভিযোগ ওঠে অচিন্ত্য ঘোষের বিরুদ্ধে। ওই দিনই খাইরুল বৈষ্ণবনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অচিন্ত্যর বিরুদ্ধে। এরপরই গ্রেপ্তার করা হয় তাকে।

মা-ছেলেকে মারধর

বালুরঘাট, ২৯ নভেম্বর : শীতের সন্ধ্যায় এক গৃহস্থর বাড়ির দরজায় আগুন পোহাচ্ছিল পাড়ারই একদল তরুণ। তাদের বাধা দেয় রানা দত্ত। অভিযোগ, বাধা পাওয়ায় তরুণের দল ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করলে সে জ্ঞান হারায়। ছেলেকে বাঁচাতে এসে মার খেতে হয়েছে মা দুলালি দত্তকেও। ঘটনা বুধবার রাতে, বালুরঘাটের সন্ন্যাস কলোনি এলাকায়। ওই তরুণকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মা বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বাইক র‍্যালি

হিলি, ২৯ নভেম্বর : বিএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বাইক র‍্যালির আয়োজন করল ৬১ নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফ। শুক্রবার সকালে হিলি বিওপি থেকে একটি সাইকেল র‍্যালি শুরু হয়। র‍্যালিটি হিলি থেকে শুরু করে পতিরামে ৬১ নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফের সদর দপ্তরে সমাপ্ত হয়।

ছোট তারা ★

বালুরঘাট শহরের দেবাঞ্জন সান্যাল (৯) রাজ্য ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে দুই বিভাগে সোনা-রুপোর পদক পেয়েছে। বর্তমানে জাতীয় প্রতিযোগিতার প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

‘মালদা উৎসব’ শুরু

মালদা, ২৯ নভেম্বর : মালদা সাংস্কৃতিক পরিচালন কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার থেকে মালদা শহরের বৃন্দাবনী ময়দানে শুরু হল মালদা উৎসব ২০২৪। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেন, টলিউডের খ্যাতনামা অভিনেতা বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, অতিরিক্ত জেলা শাসক পীযুস সালুনকে, ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ও কার্তিক ঘোষ প্রমুখ। শুক্রবার থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেলার শিল্পীদের পরিবেশনে জমে উঠতে চলেছে মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র। ছবি ঃ অরিন্দম বাগ

প্রচারে ঘাটতি বলে দোষারোপ জনপ্রতিনিধিদের

মালদায় খাদিমেলার সূচনায় ফাঁকা মাঠ

আদিবাসী নাচে খাদিমেলার সূচনা। শুক্রবার মালদায়। - স্বরূপ সাহা

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ২৯ নভেম্বর : কার্যত ফাঁকা মাঠে উদ্বোধন হয়ে গেল মালদা খাদিমেলার। জেলা যুব দপ্তর সংলগ্ন মাঠে আয়োজিত জেলা পর্যায়ের মেলার উদ্বোধনে অনেকেই আমন্ত্রণ পাননি বলে অভিযোগ উঠেছে। এজন্য প্রচারের অভাবকে দায়ী করেছেন জনপ্রতিনিধিরা। খাদিমেলা থেকে খাদি সামগ্রী কেনার বার্তা দেন তাঁরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আদিবাসী নৃত্যের মাধ্যমে অতিথিদের অভ্যর্থনা সকলের নজর কড়ে। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

শুক্রবার প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে খাদি মেলার সূচনা করেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা ঘোষ বর্মন, ইংরেজবাজারের পুর চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ। এই মেলা চলবে আগামী ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। খোলা থাকবে বেলা ১টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত। মালদায় এনিয়ে তৃতীয়বার খাদিমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মেলার আয়োজক রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ ও বস্ত্র দপ্তর। খাদিবস্ত্র সম্ভার ও হাতে তৈরি জিনিসপত্র, খাদ্যসামগ্রী নিয়ে জেলা ও রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে ১০৭টি স্টলে বিক্রেতারা এই মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন। এদিন মন্ত্রী তজমুল হোসেন বলেন, ‘পূর্বপুরুষের আমল থেকেই আমরা খাদি ব্যবহার করে আসছি। এখন আরও উন্নত ধরনের খাদি বস্ত্রের সম্ভার নিয়ে এই মেলায় বিক্রেতারা হাজির হয়েছেন। বিগত দিনের মেলা থেকে এবার আরও মেলা বেশি জমজমাট হবে এবং বিক্রিও বেশি হবে আশা রাখছি।’

এদিকে, অনুপস্থিতি নিয়ে সরব হয়েছেন খোদ পুর চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। তাঁর বক্তব্য, ‘জেলা পর্যায়ের একটা মেলা হচ্ছে। এখানে শহর, গ্রাম সমস্ত মানুষের জানার কথা। অথচ দুঃখের বিষয়, আমাদের পুরসভার মধ্যে এই মেলা অনুষ্ঠিত হলেও কাউন্সিলাররা কেউ আমন্ত্রণ পাননি। এমনকি এই মাঠের এলাকা যে কাউন্সিলারের অধীনে তিনিও বিষয়টি জানেন না। এটা কাম্য নয়। সংবাদমাধ্যম, মাইকিং, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার হওয়া উচিত ছিল। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের, খাদির সঙ্গে যুক্ত জেলার উদ্যোগীদের ও বিশেষত সাধারণ মানুষের যদি অংশগ্রহণ না থাকে তাহলে মেলা করে কি লাভ?’ একই বক্তব্য জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষের। এদিনের ফাঁকা মাঠ প্রসঙ্গে প্রচারের অভাবকে দায়ী করেন তিনি। খাদিমেলার সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র, জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রেজিনা মুর্মু প্রমুখ।

এয়ারহর্নে অতিষ্ঠ রায়গঞ্জ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৯ নভেম্বর : এয়ারহর্নের দাপটে অতিষ্ঠ বাসিন্দারা। রায়গঞ্জ শহরের পাশাপাশি পুরোনো জাতীয় সড়ক দিয়ে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত অবধি অসংখ্য গাড়ি, বাইক চলাচল করে। অভিযোগ, তারস্বরে হর্ন বাজায় এই সব গাড়ি। রাস্তার পাশেই রয়েছে বহু স্কুল, কলেজ, ও মেডিকেল কলেজ। বহু বাড়ি, দোকান-বাজার আছে। এয়ারহর্নের দাপটে নাজেহাল অবস্থা শহরবাসীর পাশাপাশি ছাত্রছাত্রী ও রোগীদের।

রায়গঞ্জ শহরের কসবা মোড় এলাকায় রয়েছে দেবীনগর কৈলাসচন্দ্র রাধারানি বিদ্যাপীঠ ও কসবা ব্যারাকের ভেতরে রাস্তার পাশে রয়েছে প্রাইমারি স্কুল। এছাড়া রয়েছে সারদা বিদ্যামন্দির। কৈলাস ও সারদা স্কুলের শ্রেণিকক্ষ রয়েছে জাতীয় সড়কের পাশে। এয়ারহর্নের শব্দে ক্লাস চলাকালীন সমস্যা তৈরি হয় বলে জানায় পড়ুয়ারা। কখনও কখনও রেষারেষি করতে গিয়ে দু'টি গাড়ির চালক এক সঙ্গে হর্ন বাজায়। ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বাধ্য হয় কান বন্ধ রাখতে। পাঠদান বন্ধ রেখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকতে হয়।

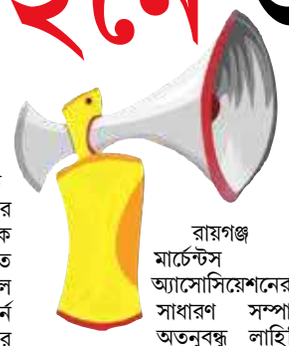

রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ির কথায়, ‘মোটর ভেহিক্যালস আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রায় গাড়িতে এমন এয়ারহর্ন লাগানো হয়েছে। তাতে মানুষ মাঝেমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে শিশু ও প্রবীণদের অবস্থা খুবই খারাপ। প্রশাসনের উচিত এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।’

সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চবিদ্যাচক্রেও স্কুলের এক পাশে জাতীয় সড়ক ও অন্যপাশে রাজ্য সড়ক থাকায় গাড়ির হর্নের আওয়াজে নাজেহাল অবস্থা হয় পড়ুয়া ও শিক্ষক- শিক্ষিকাদের। রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুল শহরের একেবারে মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এয়ারহর্নের দাপট স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের সহ্য করতে হয়।

সব থেকে বেশি সমস্যা হয় স্কুলে পরীক্ষার সময়ে। হর্নের আওয়াজে পরীক্ষার্থীদের মনোসংযোগ নষ্ট হয়।

> **আমাদের স্কুলের ক্লাসগুলি রাস্তার কাছাকাছি। ফলে এয়ারহর্নের আওয়াজে ক্লাস চলাকালীন ভীষণ সমস্যায় পড়তে হয়। তাছাড়া, পরীক্ষার সময়ে ছাত্রছাত্রীরা অমনোযোগী হয়ে পড়ে।**
>
> **– অভিজিৎ দত্ত**
> **প্রধান শিক্ষক, সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চবিদ্যাচক্র**

এই সময়ে প্রতিটি স্কুলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষা শেষ হয়ে শুরু হয়েছে বাৎসরিক পরীক্ষা। সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চবিদ্যাচক্রের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ দত্ত জানান, ‘আমাদের স্কুলের ক্লাসগুলি রাস্তার কাছাকাছি। ফলে এয়ারহর্নের আওয়াজে ক্লাস চলাকালীন ভীষণ সমস্যায় পড়তে হয়। তাছাড়া, পরীক্ষার সময়ে ছাত্রছাত্রীরা অমনোযোগী হয়ে পড়ে। প্রশাসন বিষয়টিতে নজর দিলে ভালো হয়। এয়ারহর্নের দাপটে অতিষ্ঠ ব্যবসায়ীরাও। রাস্তার পাশে যারা ব্যবসা করেন তাদের এর দাপটে নাজেহাল অবস্থা।’

উত্তর দিনাজপুর প্রবীণ নাগরিক কল্যাণ মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক রথীন্দ্রকুমার দেব জানান, ‘এবিষয়ে আমরা অনেক অভিযোগ জানিয়েছি, কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন নেই। হর্নের আওয়াজে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে ভীষণ সমস্যা হচ্ছে।’

বিশিষ্ট চিকিৎসক শান্তনু দাস বলেন, ‘এয়ারহর্নের ফলে শিশুরা শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে। আগে দেখা যেত প্রবীণ মানুষদের শ্রবণ ক্ষমতা কম,কিন্তু এখন মাঝবয়সি ব্যক্তিদের মধ্যে এই সমস্যা দেখা যায়।উচ্চ আওয়াজ আমাদের থিংকিং প্রসেসকে মারাত্মক ভাবে নাড়িয়ে দেয়।সাইক্রিয়াটিক সমস্যা,রাতে ঘুম না হওয়ার মতো সমস্যা দেখা যাচ্ছে।চিকিৎসকেরা ঘুমের ওষুধ লিখতে বাধ্য হচ্ছেন। পাশাপাশি হার্টের রোগীদের ক্ষেত্রেও ক্ষতিকর এয়ারহর্ন।উচ্চস্বরে আওয়াজ হলে হার্ট বিট বেড়ে যায়।পরবর্তীতে একাধিক সমস্যা দেখা যায়।’

জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক সুশান্ত অধিকারীর কথায়, এয়ারহর্ন ব্যবহার অনেক আগেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মাঝেমধ্যে গাড়িগুলিকে কেস দেওয়া হয়। খুব শীঘ্রই অভিযান চালানো হবে।

পুরসভার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৯ নভেম্বর : ভুয়ো চেকে বালুরঘাট পুরসভার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা উধাও মামলায় ধৃতদের কলকাতা থেকে বালুরঘাট থানায় নিয়ে আসা হল। গত ১৮ নভেম্বর কলকাতার মুচিপাড়া থানার পুলিশ একটি জাতীয় স্তরের ভুয়ো চেক কেলেঙ্কারিতে ওই দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছিল। তারা মণিপুর রাজ্য সরকারের চেক জালিয়াতিতে ধরা পড়েছিল। ওই অভিযুক্তরাই যে বালুরঘাট পুরসভার চেক কেলেঙ্কারিতে জড়িত, তদন্তে নেমে তা টের পায় পুলিশ। ধৃতদের একজন মহম্মদ ইশাক খান। এই ব্যক্তির অ্যাকাউন্টেই পুরসভার সাড়ে ১৪ লক্ষ টাকা ঢুকেছে বলে জানাচ্ছে পুলিশের একাংশ। ইশাক খানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ওয়াসিম আক্রাম নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যদিও তাদের পিছনের মাথাগুলি কারা, তা জানতে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। ধৃতদের শুক্রবারন আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের একদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান সরকার পক্ষের আইনজীবী জয়ন্ত মজুমদার।

মুচিপাড়া থেকে ধৃতরা বালুরঘাটে

গত ১২ ও ১৩ নভেম্বর বালুরঘাট পুরসভার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে তিন দফায় ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৬৮ টাকা গায়েব হয়ে যায়। ওই অ্যাকাউন্টে সরকারি প্রকল্পের টাকা ছিল। আচমকা টাকা গায়েবের ঘটনা নজরে আসতেই হইচই পড়ে যায় পুরসভায়। ব্যাংকে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, পুরসভার ইস্যু করা তিনটি চেকের ভিত্তিতে ওই টাকা গিয়েছে মহম্মদ ইশাক খান নামে এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে। অথচ যে চেক নম্বরগুলি দিয়ে ওই টাকা লেনদেন হয়েছে, সেই তিনটি নম্বরের চেক সহ চেক বইটি বালুরঘাট পুরসভাতেই মজুত আছে।

এই ঘটনায় বালুরঘাট পুরসভা কর্তৃপক্ষ বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। তদন্তে নেমে দেখা যায়, তিনটি জাল চেকের মাধ্যমে মুচিপাড়া থানার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা থেকে তোলা হয়েছে টাকা। সেই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মুচিপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। এরপরেই শুরু হয় খোঁজ। অবশেষে মুচিপাড়া থানার পুলিশ ওই দু'জনকে গ্রেপ্তার করে।

বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা জানিয়েছেন, ‘ধৃতদের বালুরঘাটে আনা হয়েছে। ধৃতদের পুলিশি হেপাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।’

পথসভা

বালুরঘাট, ২৯ নভেম্বর : আরএসপির তরফে বালুরঘাট সাধনা মোড়ে অনুষ্ঠিত হল পথসভা। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ, আরজি কর কাণ্ডে মৃতার বিচারের দাবি তোলা হয়। এছাড়াও রাজ্য ও কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে সরব হন জেলা আরএসপি নেতৃত্বরা। বৃহস্পতিবার রাতের পথসভায় উপস্থিত ছিলেন আরএসপি পার্টির শিক্ষক নেতা অর্ণব চৌধুরী, কল্যাণ ব্যানার্জি, সুপ্রিয় রায় প্রমুখ।

অ্যাফিডেভিট

আমি Rajikul Sk., পিতা Manglu Sk. গ্রাম- পরানপুর, পোঃ- উত্তর লক্ষ্মীপুর, থানা- মোথাবাড়ি, মালদা। আমার ছেলের জন্ম প্রমাণপত্রে (রেজিঃ নং 12586, তাং 07/11/2013) ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 28/11/24 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ছেলের নাম Md Mustafa Sk থেকে Mostafa Sk করা হইল।

(M-112563)

মশালমিছিল

বালুরঘাট, ২৯ নভেম্বর : ভুলিনি তোমায় তিলোত্তমা স্লোগান ও বাংলাদেশের ওপর হিন্দুদের অত্যাচারের প্রতিবাদে মশাল হাতে রাস্তায় নামল সিপিএম। এদিন সিপিএমের এক নম্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে শহরের সাড়ে তিন নম্বর মোড় এলাকা থেকে মশালমিছিল শুরু হয়। যা সাধনা মোড় হয়ে পুরো শহর পরিক্রমা করে আবার সেই জায়গায় গিয়ে শেষ হয়েছে। এদিনের মশালমিছিলে সাধারণ মানুষও রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে প্রকৃত দোষীদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হন।

বালুরঘাটে সুকান্ত

বালুরঘাট, ২৯ নভেম্বর : জেলা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করতে শনিবার জেলায় আসছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। শনিবার সকালে ট্রেনে বালুরঘাটে আসবেন সুকান্ত মজুমদার। আগামীকাল জেলা কমিটির সঙ্গে বৈঠক করার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের ইজেডসিসি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সুকান্ত মজুমদার। রবিবার পর্যন্ত জেলায় থাকার কথা রয়েছে সুকান্ত মজুমদারের।

গঙ্গারামপুর হাসপাতালে এটিএমের বালাই নেই

টাকা সংগ্রহে ভোগান্তি রোগীর পরিজনের

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ২৯ নভেম্বর : নামে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল। জেলার মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। অথচ হাসপাতাল চত্বরে এটিএম মেসিন খুঁজতে দূরবিন লাগবে। ফলে, টাকার প্রয়োজন হলে রোগীর পরিবার চরম সমস্যায় পড়েন।

এটিএম নেই গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। এই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গঙ্গারামপুর এবং গঙ্গারামপুর সংলগ্ন এলাকার মানুষ আসেন।

হাসপাতাল চত্বরে এটিএম না থাকায় রোগীর পরিজনদের কয়েক কিলোমিটার দূরে গঙ্গারামপুর শহরের এটিএম থেকে টাকা সংগ্রহ করতে হয়। সম্প্রতি একটি বেসরকারি কোম্পানির উদ্যোগে হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় একটি এটিএম মেশিন বসানো হলেও সেখানে প্রায়শই টাকা থাকে না বলে অভিযোগ। এই প্রেক্ষাপটে গঙ্গারামপুর হাসপাতালের ভেতরে এটিএম বসাবার দাবি উঠল।

সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বুনিয়াদপুরের বাসিন্দা রতন রায়ের স্ত্রী। রতন রায় বলেন, ‘এই হাসপাতালে স্ত্রীর চিকিৎসা চলছে। গতকাল রাতে চিকিৎসক আমার স্ত্রীর কিছু স্বাস্থ্য বিষয়ক কিছু পরীক্ষা করতে বলেন। বেশকিছু টাকার প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় কোনও এটিএম না থাকায় চরম সমস্যায় পড়ি। গভীর রাতে গঙ্গারামপুর চৌপথি সংলগ্ন এটিএম থেকে প্রয়োজনীয় টাকা তুলে এনে তারপর পরীক্ষা করিয়েছি। হাসপাতালে একটা এটিএম মেশিন থাকলে এত সমস্যায় পড়তে হত না।’

একই দাবি মৃত্যুঞ্জয় করের। তিনি বলেন, ‘আমরা প্রায়শই দেখি রোগীর পরিজনদের কয়েক কিলোমিটার দূরে গঙ্গারামপুর শহরের এটিএম থেকে টাকা তুলতে। স্থানীয় বাসিন্দাদেরও ভীষণ সমস্যা হয়। হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় একটি বেসরকারি কোম্পানির এটিএম রয়েছে বটে, তবে সেখানে প্রায়শই টাকা থাকে না ।’

হাসপাতাল চত্বরে দ্রুত এটিএম বসাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্র।

বাড়ল ক্রিসমাস কার্নিভালের সময়

মালদা, ২৯ নভেম্বর : বাড়ল ক্রিসমাস কার্নিভালের সময়সীমা। মালদা শহরের যুব ক্রীড়া দপ্তরের মাঠে ৮ দিন ধরে চলবে ইংরেজবাজার পুরসভার ক্রিসমাস কার্নিভাল ও বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। শুক্রবার পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী জানিয়েছেন, ‘২৫ ডিসেম্বর, বড়দিন থেকে শুরু হচ্ছে কার্নিভাল অনুষ্ঠান। জানুয়ারির ১ তারিখ পর্যন্ত চলবে বিনোদনমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান। আলোক-উজ্জ্বল করে তোলা হবে শহরের পথঘাট।’

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই নাচগানের অনুষ্ঠানের জন্য মুম্বই ও কলকাতার বড়বড় সংগীত শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। কার্নিভাল অনুষ্ঠানে আসার জন্য সম্মতি প্রকাশ করেছেন সংগীত শিল্পী অরুণিতা কাঞ্জিলাল, পবনদীপ, মহম্মদ ইরফানের মতো টিভি তারকারা।

নির্দেশ অমান্য, উমা সরণিতে নির্মাণসামগ্রী

সৌরভ ঘোষ

মালদা, ২৯ নভেম্বর : রাস্তার উপর দীর্ঘদিন নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখা যাবে না। দ্রুত সরিয়ে না ফেললে প্রশাসনের তরফে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমনই কড়া নির্দেশিকা ছিল মালদা প্রশাসনের। কিন্তু এই নির্দেশিকা যে অনেকাংশেই মানা হচ্ছে না, তার উদাহরণ মালদা শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ড।

ওয়ার্ডের উমা সরণির প্রধান রাস্তার ধারে বহুদিন ধরে চলছে বহুতল নির্মাণ। নির্মাণকাজ চলায় রাস্তার ধারেই ফেলে রাখা হচ্ছে বালি। দিনের পর দিন সেই বালি পড়ে থাকায় রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। রাস্তায় বালি পড়ে থাকায় ঘটছে মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনাও। কিন্তু সব দেখেও উদাসীন প্রশাসন। পাশাপাশি নিত্যযাত্রীদের চলাচলের সমস্যা হচ্ছে। স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসনের তরফে সচেতন করা হলেও কেন নজরদারি চালানো হচ্ছে না।

রাস্তায় বহুদিন ধরে ফেলা রাখা হচ্ছে বালি। শুক্রবার মালদায়। - সংবাদচিত্র

> রাস্তার উপর বালি ফেলে রাখা হচ্ছে। ফলে রাস্তার একাংশ সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে।
>
> **স্বরূপ শর্মা**, স্থানীয় বাসিন্দা

এবিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা স্বরূপ শর্মার অভিযোগ, ‘রাস্তার উপর বালি ফেলে রাখা হচ্ছে। ফলে রাস্তার একাংশ সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। সকাল-বিকেল চলাচল করা যাত্রীদের খুবই সমস্যা হচ্ছে। আমার মনে হয়, বিষয়টি সকলের বিবেচনা করা উচিত।’ আরেক বাসিন্দা রামেন্দ্র দাসের কথায়, স্কুল ও অফিস টাইমে গাড়ি-রিকশা যেতে খুবই সমস্যা হয়। রাস্তায় যানজট বেধে যাচ্ছে। দুর্ঘটনাও ঘটছে মাঝেমধ্যে।’

তবে ওয়ার্ড কাউন্সিলার অশোক সাহার সাফ কথা, ‘বহুতল নির্মাণের কাজ চালিয়ে যেতে কোম্পানিকে নিয়ম মেনে রাস্তার এক অংশ খালি রাখতে বলা হয়েছিল। বহুতলের নির্মাণের দায়িত্বে যিনি আছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলব, নির্মাণ সামগ্রী সরানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।’

নতুন করে পাব বলে...

✍ চিরশ্রী দাশগুপ্ত

এটা বোধহয় তাদের গল্প, যারা স্বপ্নের রংতুলিতে আর সোনালি আলোর ম্যাজিক লণ্ঠনে রোজকার জীবনের আশা-আকাঙ্খা, হিংসে-রাগ-অভিমানের মাঝেও ভালোবাসার উদযাপনের কথা বলে। পান-খেজুরের বন পেরিয়ে ওদের বন্ধুত্ব হয়, প্রেম হয়। জীবনখানা সহজ হয়। তারপর সময় এগোয়। হাজার ঝগড়া আর অভিমানেরা ডুব দেয় শিঙাড়ার কড়াইয়ে। একে অপরের অভ্যেস হয়। 'খাবারটা ঢাকা দিয়ে রাখা আছে, সময়মতো খেয়ে নিও' মেসেজে দু'জন সংসার শুরু করে। ভীষণ আশ্বিনের ঝড়েও কেউ কাউকে ছেড়ে যায় না। তারপর অনেকটা দিন পেরোলে হার্ড ডিস্ক থেকে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া বিকেলের মতো বোঝে... সম্পর্ক অভ্যেস হলে, প্রতিদিনই একটু করে ভেঙে যায় নির্বাচিত বিবাহ।

এবারে প্রশ্ন, বিয়ের মানে কী? উত্তর আসবে, একছাদের তলায় দু'জনের সারাজীবন কাটানোর বন্ধন। কিন্তু জানেন কি, প্রেম-বিশ্বাস সবই ভরপুর, তবু বিয়ের নাম শুনলেই ভয়। বিয়ে ফোবিয়া গ্রাস করছে তরুণ প্রজন্মকে। বিয়ে মানেই স্বাধীনতা গায়েব, আপোস করে মানিয়ে চলা। আর ঠিক এই কারণে দিনদিন বাড়ছে বিয়ে নিয়ে ভীতি আর আশঙ্কা, অনেকেই বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানটি থেকে শতহস্ত দূরে থাকতে চাইছেন। মনের মানুষের সঙ্গেও আপোস করতে হবে, সম্পর্ক একসময় একঘেয়ে হয়ে আসবে, ভালোবাসার রসায়ন ঠান্ডা হয়ে যাবে, ভেবেই বিয়েতে এগোতে চাইছেন না অনেকে। ভীষণচেনা এই সমস্যার সমাধান করেছেন জাপানিরা। শ্যাম আর কূল দুই রাখতেই বিয়ের পরও একসঙ্গে না থাকার ট্রেন্ড 'উইকেন্ড ম্যারেজ' বা 'সেপারেশন ম্যারেজ'। বিয়েও থাকবে, আবার তাতে আজীবন লেগে থাকবে নতুন নতুন গন্ধ। ইচ্ছে হলেই নতুন করে পাওয়া যাবে পুরোনো সম্পর্ককে। সামাজিক ও আইনি বিয়ে করেও যে যাঁর বাড়িতে সঙ্গীর থেকে আলাদা সময় কাটান, যে যার মতো! অথচ পরিবারের সব দায়দায়িত্ব দু'জনেই ভাগ করে নেন। নিয়মিত দু'জন দু'জনের খোঁজখবর রাখেন। একে অন্যের প্রতি যথেষ্টই দায়িত্বশীল।

না, একদম চোখ কপালে তুলবেন না। প্রথাবিরোধী এই বিয়ে তাঁদের দাম্পত্যকলহ আর ভুল বোঝাবুঝি থেকে দূরে রাখছে। সংসারে বেশি সময় দিতে হচ্ছে না বলে নিজেদের কেরিয়ারেও মন দিতে পারছেন তাঁরা। ভারী স্বস্তির এই সেপারেশন ম্যারেজ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুবিধামতো সময়ে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে দেখা করেন 'সেপারেশন ম্যারেজ'-এর দম্পতিরা। তাই অনেকে মজা করে এই বিয়ের নাম দিয়েছেন, 'উইকেন্ড ম্যারেজ' বা 'সাপ্তাহিক বিয়ে'।

বিয়ের মরশুমে নতুন জীবন শুরু করার স্বপ্ন তরুণ-তরুণীদের চোখে। কিন্তু তরুণ প্রজন্মের অনেকেই বিয়ে, সাতপাকের দিকে একেবারেই যেতে চান না। বিয়ে মানে দুটি মানুষের মিলন নয়, বরং আরও বেশি দায়িত্ব। দুটো মানুষের মতের মিল নাও হতে পারে, জীবনের চাহিদা আলাদা হতে পারে। একটা সময় মা-ঠাকুরমারা বলতেন, 'একটু মানিয়ে নাও'। এই মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটাই এখন অনেকে মেনে নিতে পারেন না। একটা পর্যায় অবধি নিশ্চয়ই মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু সর্বস্ব কী করে মানিয়ে চলা যায়? এই স্বাধীনচেতা ভাবনার জায়গা থেকেই বাড়ছে কলহ, ভাঙছে সম্পর্ক। বাড়ছে ডিভোর্স।

সম্প্রতি 'সেপারেশন ম্যারেজ' রাজধানী টোকিও সহ জাপানের বেশ কিছু শহরে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জাপানে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা এই সেপারেশন বিয়ের ইতিবাচক দিক রয়েছে। সাধারণত বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব বেড়ে যায়। ব্যস্ততার কারণে পরিবার-পার্টনারকে সময় দেওয়া সম্ভব হয় না। এর উপর বাড়তি চাপ সংসারের। ফলে দিনদিন দাম্পত্যে বাড়ে সমস্যা। এক্ষেত্রে এরকম কোনও জটিলতা নেই।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এমন বিয়েতে বিচ্ছেদের ঘটনা অনেক কমে যাবে। দুজন আলাদা পরিবারে বড় হওয়া মানুষ হঠাৎ করে একসঙ্গে থাকতে শুরু করলে নানা সমস্যা দেখা দেয়। এতে বিবাহের মতো সুন্দর সম্পর্ক ভেঙে যায় শুধুমাত্র একই ঘরে একে অন্যের মনের মতো করে থাকতে গিয়ে। সুতরাং আলাদা বাড়িতে থেকে সুখে থাকাটাই সব। উইকেন্ড ম্যারেজের এই ধারণা ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে সূর্যোদয়ের দেশে। দুটো মানুষ সম্পর্কে থাকলেই যে তাঁদের লাইফস্টাইল একরকম হবে, এমন তো নয়। কারও ঘুমের সময় আলাদা, কারও ফুড হ্যাবিট আলাদা, কারও শখ আলাদা। রোজ সেসব নিয়ে ঝগড়া করলে সম্পর্ক ক্ষয়ে আসে। তার চেয়ে সপ্তাহের দুটো দিন দেখা হলে প্রেমেই কেটে যায়। তাই সুখে থাকতে ভূতের কিল আর খেতে চাইছেন না তরুণ প্রজন্ম। অতএব 'উইকেন্ড ম্যারেজ' ভরসা। উইকেন্ডে যখন দেখা হচ্ছে, কত কথা জমছে, দু'জনের দু'জনকে বলার মতো। রোম্যান্টিসিজমও ভরপুর। একসঙ্গে কোয়ালিটি টাইম কাটানোর ফলে সম্পর্কের ভিতও মজবুত হচ্ছে।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যেভাবে ডিভোর্স বাড়ছে, তাতে আগামীদিনে বাকি দেশেও তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হবে সেপারেশন ম্যারেজ। সপ্তাহে দুদিন একসাথে থাকার মানে সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে সকালে গুডমর্নিং, দুপুরে-রাতে খোঁজ নেওয়া... সবকিছুতেই আকুলতা, কখন দুজনের দেখা হবে! এই রোম্যান্স ট্র্যাডিশনাল বিয়েতে নেই। সেপারেশন ম্যারেজ কোনও কনসেপ্ট নয়; এটি বিয়ের মর্যাদা দেবে, আবার বিয়ের পর প্রেম করারও দারুণ এক সুযোগ এনে দেবে, ব্যাচেলরের মতো নিজস্ব জীবন যাপনের স্বাধীনতাও দেবে। উইকেন্ড ম্যারেজ শুধুমাত্র বিয়ে নয়, বরং জীবনের এক নিখুঁত রোডম্যাপ।

গৌরী ঘোষ
নিগমকর্মী,
শিলিগুড়ি

'ফ্যামিলিয়ারিটি ব্রিডস কনটেম্পট অ্যান্ড ডিসট্যান্স ব্রিংস রেসপেক্ট'- এটা সেই অ্যাফ্রিকান প্রোভার্ব। তাই হয়তো দশ বছর প্রেম করার পরেও বহুকাঙ্ক্ষিত বিয়ে বিচ্ছেদের দিকে এগোয়। কোনও মানুষই নিখুঁত হয় না। কিন্তু নিখুঁত জীবনসঙ্গী চায় যেটা খানিকটা সোনার পাথরবাটির মতো। দু'জন মানুষ যখন পরস্পরকে কাছ থেকে সম্পূর্ণ জেনে ফেলে, তখনই শুরু হয় সমস্যা। প্রিয়বন্ধু সারাজীবন প্রিয় হয়ে থেকে যায়। কারণ তাঁরা একছাদের তলায় থাকে না। কিন্তু প্রিয় মানুষটা অপ্রিয় হয়ে যায় হয়তো এত কাছে থাকে বলেই। এব্যাপারে অবশ্য অনেকের ভিন্নমত থাকতেই পারে। স্বামী-স্ত্রী আলাদা জায়গায় থাকলে তথাকথিত সংসার করা হয় না বলে কেউ কেউ মনে করতেই পারেন। কিন্তু বহুপ্রতীক্ষিত সাক্ষাৎ সম্পর্ককে যদি আরও দৃঢ় করে, পরস্পরের প্রতি আকর্ষণকে যদি মলিন হতে না দেয়, কিছু সুন্দর মুহূর্ত যদি জীবনে নিয়ে আসে, তাহলে ক্ষতি কী! আমার মতে, বিরহ জিনিসটা দাম্পত্যে খুব জরুরি প্রেমকে শেষপর্যন্ত টিকিয়ে রাখার জন্যে। অপরিচয়ের দাক্ষিণ্য যেন অতি পরিচয়ের মলিনতায় কৃষ না হয়ে যায়। 'কুছ রিসতো কি নমক দূরি হোতি হ্যায়, না মিলনা ভি জরুরি হোতি হ্যায়'। তাই দিনের শেষে শুধু ভালোথাকা এবং ভালোবাসায় থাকাটাই শেষ কথা।

প্রিয়ম পোদ্দার
সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার,
কলকাতা

যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব। অগ্নিসাক্ষী এবং সিঁদুরদানের প্রাচীন প্রচলিত রীতিকে সন্তর্পণে আপন করে পুরুষ তার নিজস্ব নারীর সঙ্গে সারাজীবন একসঙ্গে বৈতরণি পার হওয়ার অঙ্গীকার নেয়।

সম্প্রতি জাপানের ট্রেন্ডিং 'সেপারেশন ম্যারেজ' সারা বিশ্বে এমনকি এদেশেও নতুন প্রজন্মের কাছে বেশ স্বস্তিদায়ক ও যুগোপযোগী। কর্মব্যস্ততার যুগে, স্বাধীনচেতা তরুণ তরুণীদের মধ্যে নিত্যনৈমিত্তিক 'তুমি কখন অফিস থেকে আসবে' কিংবা 'আজ ডিনারে একসঙ্গে বিরিয়ানি খেতে যাব' এর থেকে সপ্তাহান্তে একটু ছোট করে ডিনার ডেট, অথবা একটি বিশেষ ছুটির দিনে 'বর-বৌ' এর মতো মেলামেশা, দৈহিক ও মানসিক আদানপ্রদান অধিক জনপ্রিয় এবং অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এদেশে আরও সব পাশ্চাত্য রীতিনীতির মতন সুনামির ঝড় আনতে পারে, সে সমীক্ষা যতই বলুক, জাপানে সদ্যোজাত শিশুর সংখ্যা যথেষ্ট নিম্নগামী এ বিষয় ভাবাচ্ছে জাপানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে। নতুন তরুণ প্রজন্মকে ভাবার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

সে জৈবিকভাবে যতই দুশ্চিন্তার বাতাবরণ তৈরি করুক, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বেড়ে ওঠা যতই সম্ভাবনার দুলুনিতে দুলতে থাকুক, নতুনকে সাদরে গ্রহণ করার 'চরৈবেতি' মন্ত্রই ইতিহাসে সমাদৃত হয়েছে। সবশেষে এটাই বলার, আরও সুন্দর, শান্তিসমৃদ্ধ বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরি করতে, বাঁচবার গল্প লিখতে যদি - 'উড়ে যেতে চাও, তবে গা ভাসিয়ে দাও, দূরবীনে চোখ রাখব না না...'

আল্টিমেটলি, উই আর নো ওয়ান টু জাজ আদার্স পার্সোনাল লাইফ।

রনি দত্ত
স্বাস্থ্যকর্মী,
রায়গঞ্জ

জাপানে যে বিয়ের ট্রেন্ডের কথা বলা হচ্ছে, তা আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের পরিপন্থী। খেয়ালখুশি মতো স্বামী বা স্ত্রী সপ্তাহান্তে এসে তার সঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটাবেন। কিন্তু তার পরে কী হবে? সপ্তাহের যেই দিনগুলোতে স্বামী বা স্ত্রী একজনের অপরজনকে প্রয়োজন হবে সেই সময় তো তাকে পাশে পাওয়া যাবে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক সম্পর্কও একটা বড় ফ্যাক্টর। এর ফলে বিচ্ছেদ হয়তো বাঁচবে কিন্তু বিপদের সময় কে কতটা মানসিক সাপোর্ট পাবে সেটা বলা মুশকিল। তাই দেশীয় সংস্কৃতির দিক দিয়ে দেখলে এমনটা আমাদের দেশে কতটা সম্ভব, তা বলা মুশকিল। তবে সংবাদমাধ্যম থেকে বর্তমানে পরকীয়ার মতো ঘটনার কথা যতটা জানা যায়, তাতে এরকম সিস্টেম চালু হলে লোকদেখানো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক থাকলেও মন থেকে তারা একে অপরের পাশে কতটা থাকবে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

শান্তনু সরকার
নির্মাণকর্মী, বালুরঘাট

বেশ কয়েকদিন ধরে সোশ্যাল মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে অনেক মত আদান-প্রদান চলছে দেখছি। এমনকি খবরের কাগজেও প্রতিবেদন পড়েছি। জাপানে বিষয়টি কতটা আলোড়ন ফেলেছে জানি না, কিন্তু এদেশে এনিয়ে যথেষ্টই আলোচনা চলছে। তবে আমাদের মতো প্রগতিশীল দেশে এই সেপারেশন ম্যারেজ ট্রেন্ড এই মুহূর্তে মানতে চাইলে বিপদজ্জনক পরিস্থিতি হতে পারে। জাপানের মতো উন্নত দেশে ব্যস্ততা চরম পর্যায়ের, তাদের কাছে সংসারের গুরুত্ব আমাদের মতো নয়।

বিশ্বজুড়ে একাকিত্ব যেখানে মহামারির মতো গ্রাস করছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একা থাকার চিন্তাভাবনা ভয়ংকর। এই ট্রেন্ডে গা ভাসিয়ে পারস্পরিক বন্ধন শিথিল হবে। বিচ্ছেদ বাঁচাতে এই ট্রেন্ড কখনোই ফলপ্রসূ হতে পারে না। কারণ একসঙ্গে থেকেই ভাব বিনিময়, আবেগের আদান-প্রদানের মাধ্যমে টিকে থাকে সম্পর্ক।

যেখানে এখনও সাতজন্ম একসঙ্গে থাকার কথা বলা হয়। সেইখানে এই সেপারেশন ম্যারেজ ফুৎকারে উড়ে যাবে। এখনও এ দেশের মানুষ পারিবারিক সংস্কৃতি আঁকড়ে রেখেছে, সেখানে এই ট্রেন্ড উশৃঙ্খলতার নামান্তর।

সুতপা পান্ডে
শিক্ষিকা, মালদা

সুস্থভাবে বাঁচতে চাইলে নিজেকে যথেষ্ট সময় দিন। হ্যাঁ, ঠিকই পড়ছেন সময়ের কথাই বলছি। দেহের পুষ্টি খাদ্য হলে, মনের পুষ্টি স্বাধীন সময়। জাপান যান্ত্রিক প্রযুক্তিতেই শুধু এগিয়ে নয়, মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনও বটে। জাপানের নতুন বিয়ের রেয়াজ হল সেপারেশন ম্যারেজ, কেউ কেউ বলছেন উইকেন্ড পার্টি থুড়ি উইকেন্ড ম্যারেজ। সারা সপ্তাহ নিজের কাজে ব্যস্ত থাকো সপ্তাহান্তে রিল্যাক্স মুডে লাইফ পার্টনারের সঙ্গে ধামাকা সময় কাটাও। প্রেমে ঘাটতি নেই আবার একে অপরের ওপর দাবিদাওয়া নিয়ে প্যানপ্যান ঘ্যানঘ্যান নেই। না চাইতেই একে অপরকে উজাড় করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, উপহার থেকে সঙ্গ সব। রিলেশনে স্পেস দেওয়ার সবচেয়ে ভালো আর সহজ উপায় হল এই সেপারেশন ম্যারেজ। সপ্তাহে পাঁচদিন ধরে দূরত্ব নামক অক্সিজেন পেয়ে সম্পর্ক আরও সতেজ ও সুন্দর হয়ে উঠছে। প্রতিদিন একসঙ্গে থাকার দমবন্ধকর পরিবেশ থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচার দিন শেষ। কোনও একঘেয়েমি নেই। মাস থেকে বছর শুধুই ফুরফুরে আমেজ। প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন করে প্রেমে পড়া... ভালো লাগা... ভালো থাকা।

শুভজিৎ রায়
রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার,
আলিপুরদুয়ার

জাপানে বিচ্ছিন্ন বিবাহ বা শুমাতসুকন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যা আধুনিক জীবনের জটিলতা ও ব্যক্তিগত চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখার এক নতুন পথ দেখাচ্ছে। ভারতে এখনও পরিবার এবং সম্পর্কের ওপর ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধের গভীর প্রভাব রয়েছে। তবে সাম্প্রতিককালে সমাজের কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি ঝোঁক। বিশেষত শহুরে জীবনধারায় তরুণ প্রজন্ম নিজেদের পেশা, শখ এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্য পূরণে বেশি মনোযোগী। অনেকেই বিয়েকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে দেখছেন না। এই পরিবর্তন বিচ্ছিন্ন বিবাহের মতো ধারার জন্য জমি তৈরি করতে পারে।

অনেক সময় দম্পতিরা পেশাগত কারণে ভিন্ন শহরে বা দেশে থাকতে বাধ্য হন। এই বাস্তবতা ইতিমধ্যেই ভারতীয় সমাজে বিচ্ছিন্ন বিবাহের মতো পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করে।

শিক্ষিত এবং আর্থিকভাবে স্বনির্ভর নারী-পুরুষ সম্পর্কের পাশাপাশি তাঁদের ব্যক্তিগত লক্ষ্যকেও সমান গুরুত্ব দিতে শুরু করেছেন।

তবে ভারতীয় সমাজে বিচ্ছিন্ন বিবাহের বাস্তবায়ন সহজ নয়। এর কয়েকটি বড় বাধা হতে পারে পরিবার। ভারতে বিয়ে শুধুমাত্র দুটি মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ক নয়; এটি দুটি পরিবারের মধ্যে একটি বন্ধন। বিচ্ছিন্ন বিবাহের ধারণা অনেক পরিবারে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

সমাজে এখনও বিয়ের প্রতি একটি নির্দিষ্ট প্রত্যাশা রয়েছে—যেমন একসঙ্গে বসবাস, সন্তান ধারণ ইত্যাদি। এই মানসিকতার পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ।

বিচ্ছিন্ন বিবাহে থাকা দম্পতিদের সামাজিক সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারে, বিশেষত ছোট শহর ও গ্রামীণ অঞ্চলে।

ভারতের শহুরে ও তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মানসিকতা দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। কর্মজীবন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখার প্রবণতা বাড়ছে। তাই, ভারতেও বিচ্ছিন্ন বিবাহ ভবিষ্যতে জনপ্রিয় হতে পারে বিশেষতঃ কর্মজীবী দম্পতিদের মধ্যে

যাঁরা দীর্ঘ দূরত্বের সম্পর্ক বজায় রাখছেন ,যাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে সমতা আনতে চান।

ভারতে বিচ্ছিন্ন বিবাহের ধারণা হয়তো এখনই খুব সহজভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে, সমাজের পরিবর্তনশীল ধারা এবং আধুনিক জীবনের চাহিদার কারণে এটি ভবিষ্যতে একটি সম্ভাব্য বিকল্প হয়ে উঠতে পারে। এর সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করবে ব্যক্তিগত পছন্দ, পারস্পরিক সম্মান এবং পরিবারের মানসিকতার ওপর।

সুস্থ থাকুন ঋতু বদলের দিনগুলোয়

দোরগোড়ায় হেমন্তের পর শীতকাল। ঋতু বদলের এই সময় ঘরে ঘরে জ্বর, সর্দি, ভাইরাল ফিভার। দুপুরের রোদে ঘেমে স্নান হচ্ছেন, আবার সন্ধে হলেই শিরশিরানি। শীত পড়ার আগে ঘরে ঘরে এখন সর্দি-কাশি-জ্বর। কীভাবে রোগভোগ থেকে দূরে থাকবেন আর ঋতু বদলের এই সময় কী কী মাথায় রাখবেন... তারই কিছু সাজেশান রইল।

অনিয়ম নয়

■ এইসময় অবেলায় স্নান একদম না। বেলা গড়ানোর আগেই ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করুন। জলে ডেটল বা স্যাভলনের মতো অ্যান্টিসেপটিক মিশিয়ে স্নান করলে আরও ভাল। ভোরের দিকে বা রাতের দিকে গরম পোশাক পরুন। বাইরের খাবার খাওয়া কমিয়ে জোর দিন পুষ্টিকর খাবারে। মরশুমি শাক-সবজি, ফল আর জলের বিকল্প নেই।

ফিরে আসুক মাস্ক

■ বায়ুদূষণ বাড়ছে ক্রমেই। এইসময় রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে আসে তাই মাস্ক ব্যবহারে সরাসরি শরীরে ভাইরাস হানা দিতে পারে না। যে কোনও ভাইরাসের সংক্রমণ আটকাতেই মাস্ক খুব উপযোগী। ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিদের হার্টের অসুখ, সিওপিডি, অ্যাজমা, কিডনির অসুখ, ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেশারের সমস্যা থাকলে মাস্ক ব্যবহার আবশ্যক। নিউমোনিয়া এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার ভ্যাকসিন নিয়ে রাখুন। চেষ্টা করুন এই সময় রাস্তাঘাটে মাস্ক ব্যবহারের।

শরীরে থাকে থার্মোস্ট্যাট। যা বাইরের তাপমাত্রার সঙ্গে শরীরের তাপমাত্রার সামঞ্জস্য বজায় রাখে। কিন্তু, বাইরের তাপমাত্রায় যদি বড়সড়ো কোনও পরিবর্তন হয় তখন আর এই থার্মোস্ট্যাট কাজ করে না। সিজন চেঞ্জের এইসময় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, ফলে খুব সহজেই হানা দেয় মরশুমি অসুখ-বিসুখ। সেই সময়ই শরীর সর্দি-কাশি-জ্বরে আক্রান্ত হয়।

চিকিৎসকের পরামর্শ জরুরি

■ ঋতু পরিবর্তনের সময়টাই হল ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বাড়বাড়ন্তের সময় আর চট করে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেকেই এই সময়ের জ্বর-সর্দিকে খুব একটা পাত্তা দেন না। আর বিপদ ঠিক এখানেই। এমনিই সেরে যাবে ভেবে এইসময়ের রোগকে অগ্রাহ্য করলে হিতে বিপরীত হতেই পারে। তাই, চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া খুব জরুরি।

চুল রাঙাতে যেন না হয় ভুল

চলে এসেছে বিয়েবাড়ির মরশুম। হেয়ার সার্ভিসের সঙ্গে হেয়ার কালারটাও সবাই চান নিজেকে সুন্দর দেখানোর জন্য। যাঁদের গ্রে হেয়ারের সমস্যা তাঁদেরও কালার করতে হয় আর কালারড হেয়ারকে ভালোভাবে কেয়ার না করলে হেয়ার ভীষণ ড্যামেজ হয়। কী করে কালারড হেয়ারকে ভালো রাখা যায়, জানিয়েছেন দেবারতি চৌধুরী

পার্লারে যাঁরা ফ্যাশন কালার করে তাঁদের বলব প্রিলাইট মানে ব্লন্ডার যা চুলের পিগমেন্টকে ফেড করতে সাহায্য করে এমন কালার এড়িয়ে চলতে। এই ধরনের কালার আমাদের চুল অনেক বেশি ড্যামেজ করে। খুব বেশি ফ্যাশন কালার মানেই ড্যামেজ হেয়ার এছাড়াও বাজার থেকে কেনা ডাইগুলিও চুলকে পুরোমাত্রায় ড্যামেজ করে।

যদি আমরা অ্যামোনিয়া ফ্রি কোনও কালার ব্যবহার করতে পারি তবে অনেকটা ক্ষতি কম হবে।.গ্রে হেয়ার কভারের ক্ষেত্রে অ্যামোনিয়া ফ্রি কালার করা ভীষণ প্রয়োজন। এছাড়াও যে কোনও কালার করার পরে একটি বন্ড রিপেয়ারিং ট্রিটমেন্ট ভীষণ দরকার। যা চুলের ভেঙে যাওয়াটাকে অনেকটা রিপেয়ার করে। তাছাড়াও এখন অতি প্রচলিত একটি শব্দ 'হেয়ার স্পা' চুলের জন্য ভীষণ ভালো।

যারা হেয়ার কালার করতে চাও তাদের ভীষণভাবে লক্ষ রাখা উচিত যে কার স্কিন কমপ্লেক্সনে কোন কালারটা যাবে। আমরা যেহেতু এশিয়ান ফ্যামিলিতে পড়ি, আমাদের চুলের ন্যাচারাল শেড ব্রাউন। আমরা যখন গ্রে হেয়ার কভার করব, সেক্ষেত্রে একদম ডার্ক ব্ল্যাক কালার না দিয়ে ৩ বা ৪ শেডের ডার্ক ব্রাউন দিয়ে কভার করলে বেশি ন্যাচারাল মনে হয়। এছাড়াও যারা ফ্যাশনেবল কালার চাইছে তাদের ক্ষেত্রে ডার্ক ও মিডিয়াম কমপ্লেকশনে রেডিশ বা পার্পেলিস টোন খুব ভালো যায়, যেটা ভীষণ ন্যাচারাল কুল ও আই সুদিং লুক দেয়। যাদের ফেয়ার কমপ্লেক্সন তাঁদের ব্লন্ড বা ব্রাউন ফ্যামেলিতে যাওয়া উচিত। কারণ ইউরোপিয়ান ফ্যামিলিতে যাঁরা ফেয়ার স্কিনের অধিকারী, তাঁদের ব্লন্ড হেয়ার হয়।

অনুশীলনে শুভমান, ব্যাটিং অর্ডারে জট

ক্যানবেরা, ২৯ নভেম্বর : হাতে ব্যাট। মুখে চওড়া হাসি।

এভাবেই আজ ক্যানবেরার মানুকা ওভালের মাঠে ভারতীয় দলের অনুশীলনে হাজির হলেন শুভমান গিল। পরে নেটে থ্রে ডাউন নিলেন লম্বা সময়। আর থ্রো ডাউন শেষে প্রসিধ কৃষ্ণা, আকাশ দীপ, যশ দয়ালদের বিরুদ্ধে নেটে ব্যাটিং চর্চা শুরু করে দিলেন শুভমান। কোচ গৌতম গম্ভীরের অনুপস্থিতিতে তাঁর সহকারী অভিষেক নায়ার শুভমানের ব্যাটিংয়ের পুরো সময়টা নজরে রাখলেন। দলের ফিজিও কমলেশ জৈনও শুভমানের ব্যাটিংয়ের দিকে কড়া নজর রেখেছিলেন। বারবার তাঁর সঙ্গে কথা বলে বুঝে নিতে চেয়েছেন, হাতের আঙুলে কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা।

ক্যানবেরায় বৃষ্টি হচ্ছে। শনিবারও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এমন অবস্থার মধ্যে আগামীকাল থেকে মানুকা ওভালের মাঠে শুরু হচ্ছে অজি প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার গোলাপি বলে দুই দিনের অনুশীলন ম্যাচ। ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, বৃষ্টি বাধা হয়ে না দাঁড়ালে আজই অনুশীলন শুরু করা শুভমান আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা অনুশীলন ম্যাচে খেলতে পারেন। শুধু শুভমান নয়, ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাও কালকের অনুশীলন ম্যাচে খেলছেন। তিনিই ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন। রোহিত-শুভমানের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনের মঞ্চে ভারতীয় দলের প্রথম একাদশ ও ব্যাটিংঅর্ডার নিয়ে তৈরি হয়েছে জট।

পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্টের দুইদিন আগে অনুশীলনে ক্যাচ ধরতে গিয়ে বাঁহাতের বুড়ো আঙুলে চোট পেয়েছিলেন শুভমান। পরে জানা যায়, তাঁর আঙুল ভেঙেছে। সেই ভাঙা আঙুলের অবস্থা এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো। আজ প্রসিধ-আকাশদের বিরুদ্ধে নেটে ব্যাটিংয়ের সময় শুভমানকে দেখে মনে হয়নি তাঁর আঙুল ভাঙা রয়েছে বলে। ফলে মনে করা হচ্ছে, কালকের অনুশীলন ম্যাচের পাশে ৬ ডিসেম্বর থেকে অ্যাডিলেডে শুরু হতে চলা দিন-রাতের গোলাপি টেস্টে ফিরতে চলেছেন শুভমান। সঙ্গে অধিনায়ক রোহিতও। তাঁরা ফিরলে পারথ টেস্টের প্রথম একাদশে বদল হবেই। দেবদত্ত পাডিক্কাল ও ধ্রুব জুরেল বাদ পড়বেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কম্বিনেশন কী হবে? অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় দলের সঙ্গে সফররত সাংবাদিকদের দলের ব্যাটিং কম্বিনেশন নিয়ে সহকারি কোচ অভিষেক বলেছেন, 'আমরা এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি। এখনও সময় রয়েছে। অনুশীলন ম্যাচ আগে শেষ হোক। তারপরও অ্যাডিলেড টেস্টের আগে আমাদের জন্য সময় থাকবে। দেখা যাক কী হয়।'

কোচ গম্ভীরের সহকারী কোনও মন্তব্য না করলেও ভারতীয় দলের কম্বিনেশন নিয়ে প্রবল জল্পনা চলছে। কাল থেকে শুরু হতে চলা অনুশীলন ম্যাচে হয়তো আগামীর ব্যাটিং অর্ডারের ইঙ্গিত মিলতে পারে। তার আগে আজ অনুশীলনের পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শুভমান বলেছেন, 'পারথ টেস্টের আগে আচমকা আঙুলে চোট পেয়ে খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। আজ মাঠে ফিরতে পেরে ভালো লাগছে। আশা করছি, দ্রুত পুরো ফিট হয়ে দলে ফিরতে পারব।' শুভমান-রোহিতদের প্রত্যাবর্তনের মঞ্চে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিংঅর্ডার নিয়ে এমন টানাপোড়েন তৈরি হবে, কে আর জানত।

আজ শুরু গোলাপি বলের প্রস্তুতি ম্যাচ

ওয়ার্মআপে ওয়াশিংটন সুন্দর ও জসপ্রীত বুমরাহ। নেটে বিরাট কোহলি।

জটেই আটকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

দুবাই, ২৯ নভেম্বর : বৈঠক শুরু হয়েছিল।

ভার্চুয়াল বৈঠকে হাজির ছিল একডজন পূর্ণসদস্য দেশ। অ্যাসোসিয়েটেড দেশের প্রতিনিধি সহ ছিলেন আইসিসির শীর্ষকর্তারা। যদিও মিনিট পনেরোর বেশি গড়ায়নি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। জট কাটার বদলে আরও জটিল ১৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে শুরু হতে চলা আইসিসি টুর্নামেন্টের ভাগ্য।

একদিকে ভারতের দল না পাঠানোর অনড় মনোভাব, অপরদিকে হাইব্রিড মডেলে টুর্নামেন্ট আয়োজনে পাকিস্তানের রাজি না হওয়া—দুইয়ের সাঁড়াশি চাপে জারি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জট। এদিনও যার হেরফের

হাইব্রিডে এখনও না পিসিবি-র

আজ ফের বৈঠক

হয়নি। ফলস্বরূপ আজ বৈঠক স্থগিত। শনিবার ফের চেষ্টা চলবে অনিশ্চয়তা দূরের।

অনলাইনে বৈঠকে অংশ নেন ভারতীয় বোর্ডসচিব তথা ১ ডিসেম্বর থেকে আইসিসির শীর্ষপদে বসতে চলা জয় শা। অপরদিকে, বৃহস্পতিবার থেকেই আইসিসির সদর দপ্তর দুবাইয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভি। সশরীরে হাজির থেকে নিজেদের অবস্থান নিয়ে চাপ তৈরির কৌশল। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে পাকিস্তান বোর্ড ও সরকারের তরফে হাইব্রিড মডেল নাকচ করে চাপ বাড়িয়ে দেয়। শুক্রবারের ভেস্তে যাওয়া বৈঠকে যে অবস্থান থেকে একচুল নড়েনি পাকিস্তান।

হাইব্রিড মডেল মানলে ভারতের গ্রুপ স্টেজের ম্যাচগুলির সঙ্গে সেমিফাইনাল, ফাইনাল (৯ মার্চ) সরবে পাকিস্তান থেকে। নকভিরা যা খারিজ করে দিয়ে আসছেন শুরু থেকে। তবে এশিয়া কাপের মতো শেষপর্যন্ত বরফ গলবে মনে করা হলেও এদিনের আপৎকালীন বৈঠক ভেস্তে যাওয়ায় অনেকেই প্রমাদ গুনছেন ১৯ ফেব্রুয়ারি শুরু টুর্নামেন্টের ভবিষ্যৎ নিয়ে।

বৈঠকে অংশগ্রহণকারী পূর্ণসদস্য দেশের এক প্রতিনিধি জানিয়েছেন, চলতি পরিস্থিতি সবার কাছে তুলে ধরা হয়েছে। পিসিবিও তাদের অবস্থান জানিয়েছে। বিষয়গুলি নিয়ে আগামীকাল

ফের বসা হবে। সবাই আশাবাদী সমাধানসূত্র মিলবে। না মিললে আগামী কয়েকদিন আলোচনা জারি থাকবে। পিসিবি, বিসিসিআই, আইসিসি মিলিতভাবে চেষ্টা চালাবে সমাধানসূত্র বার করতে।

ভারত সরকারের তরফেও এদিন ফের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে, পাকিস্তানে ক্রিকেট দল পাঠানো নিয়ে সবুজ সংকেত দেওয়া হবে না সরকারের থেকে। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, ক্রিকেটারদের নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কার কারণে দল পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হবে না।

রিকশায় চড়ে ঢাকা দেখতে বেরিয়েছেন আয়ারল্যান্ডের মহিলা ক্রিকেটাররা। শুক্রবার।

বিরাটকে 'ছাড়' কেন

সিডনি, ২৯ নভেম্বর : দরকার আর ঠিক ১০২ রান।

অ্যাডিলেডে গোলাপি টেস্টে লক্ষ্যপূরণ মানে মুকুটে নয়া পালক। বিদেশি ব্যাটার হিসেবে অ্যাডিলেডে সবাধিক টেস্ট রানের নজির গড়বেন বিরাট কোহলি। ভাঙবেন ব্রায়ান লারার (৬১০ রান) রেকর্ড। অ্যাডিলেডে রানের নিরিখে বিদেশিদের তালিকায় তৃতীয় স্থানে বিরাট (৫০৯)। সামনে দুই ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি লারা ও ভিভিয়ান রিচার্ডস (৫৫২)।

কামিন্সকে তোপ বর্ডার-হেডেনের

সফরের প্রথম ম্যাচে শতরান হাঁকিয়ে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ১৪৩ বলে অপরাজিত ১০০-তে বিরাটকে নিয়ে ফের ঊর্ধ্বমুখী প্রত্যাশার পারদ। উলটো ছবি অজিশিবিরে। অফ ফর্মে থাকা কোহলিকে সফরের শুরুতেই রানে ফিরতে দেওয়া নিয়ে প্রাক্তনদের তোপের মুখে ক্যাঙারু ব্রিগেড। যুক্তি, বিরাট চাপে ছিল। চাপ বজায় রাখতে যতটা চেপে ধরার দরকার ছিল, তা করেনি প্যাট কামিন্সরা।

মাইকেল ক্লার্ক বলেন, 'প্রতিপক্ষের সেরা প্লেয়ারদের শুরুতে ছন্দে ফিরতে দিলেই বিপদ। তৃতীয়-চতুর্থ টেস্টে শতরান পেলে ঠিক আছে। বোলারদের সেক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রাপ্য হত। কিন্তু প্রথম টেস্টেই

> প্রতিপক্ষের সেরা প্লেয়ারদের শুরুতে ছন্দে ফিরতে দিলেই বিপদ। তৃতীয়-চতুর্থ টেস্টে শতরান পেলে ঠিক আছে। বোলারদের সেক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রাপ্য হত। কিন্তু প্রথম টেস্টেই বিরাটকে সেঞ্চুরি করতে দেওয়া পালটা চাপে ফেলবে আমাদেরই। আত্মবিশ্বাসী বিরাটকে এবার আটকানো রীতিমতো কঠিন হবে।
>
> **মাইকেল ক্লার্ক**

বিরাটকে সেঞ্চুরি করতে দেওয়া পালটা চাপে ফেলবে আমাদেরই। আত্মবিশ্বাসী বিরাটকে এবার আটকানো রীতিমতো কঠিন হবে।' প্রাক্তন অজি অধিনায়কের মতে, দ্বিতীয় ইনিংসে পরিস্থিতি অনুকূল ছিল বিরাটের জন্য। ওপেনাররা ভিত গড়ে দিয়েছিল। চাপ ছিল না। ম্যাচের রাশ তখন ভারতের হাতে। অনুকূল পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে রান করার জন্য বিরাটও ছটফট করছিল। জানত, আত্মবিশ্বাস ফেরাতে রানের বিকল্প নেই। ঠিক সেটাই দেখা গিয়েছে বিরাটের ইনিংসজুড়ে। বোলারদের জন্য বার্তা পরিষ্কার- 'বিরাট ইজ ব্যাক'।

কার্যত একই সুর অ্যালান বর্ডার, ম্যাথু হেডেনেরও। বর্ডারের অভিযোগ, 'বিরাটের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারিনি আমরা। যেভাবে ও সহজেই শতরান তুলে নিয়েছে, আমি হতাশ। বিরাট বাকি সিরিজে পুরোদস্তুর আত্মবিশ্বাস নিয়ে নামুক, আমরা চাইনি।' আর এক কিংবদন্তি ম্যাথু হেডেনের কথায়, 'বিরাটের বিরুদ্ধে যেভাবে রণনীতি সাজানো উচিত ছিল, তা হয়নি। ক্রিজে নামার পর অলআউট আক্রমণে যাওয়া উচিত ছিল। যদিও তা হয়নি। প্যাট কামিন্সরা যখন ভুল শুধরেছে, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। বিরাট সেট হয়ে গিয়েছে।' কামিন্সের দিকে আঙুল তুলে হেডেনের আরও অভিযোগ, যশস্বী জয়সওয়ালকে পরীক্ষায় ফেলতে যেভাবে শর্ট পিচ ডেলিভারি প্রয়োগের দরকার ছিল, তা হয়নি।

পাকিস্তানে খেলতে না চাওয়া নিয়ে কটাক্ষ তেজস্বীর

'প্রধানমন্ত্রী যদি বিরিয়ানি খেতে যেতে পারেন...'

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আঁচ এবার ভারতীয় রাজনীতিতে। পাকিস্তানে ভারতীয় ক্রিকেট দল পাঠানোর পক্ষে জোরালো সওয়াল করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিঁধলেন তেজস্বী যাদব। প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা আরজেডির শীর্ষ নেতা তেজস্বীর (রনজি ট্রফি, আইপিএলে খেলেছেন) কটাক্ষ, প্রধানমন্ত্রী যদি পাকিস্তানে (২০১৫) গিয়ে নওয়াজ শরিফের জন্মদিনের বিরিয়ানি খেয়ে আসতে পারেন, তাহলে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের খেলতে যেতে সমস্যা কোথায়?

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে চাপানউতোরে তেজস্বীর প্রতিক্রিয়া, 'ক্রীড়া নিয়ে কখনোই রাজনীতি করা উচিত নয়। পাকিস্তানের যেমন উচিত ভারতে খেলতে আসা, তেমনই পাকিস্তানে যাওয়া উচিত আমাদের ক্রিকেটারদেরও। এই নিয়ে বিতর্ক অনুচিত। এমন নয় যে খেলাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ চলছে। তাহলে পাকিস্তানে গিয়ে খেলতে অসুবিধা কোথায় ভারতের?

যদি প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানে গিয়ে বিরিয়ানি খেয়ে আসতে পারেন এবং যা ভালো পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হয়, তাহলে তো ভারতীয় ক্রিকেট দলেরও পাকিস্তানে যাওয়া উচিত। কেন তা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হবে। এটা মোটেই সঠিক ভাবনা নয়।'

তৃণমূলের ক্রিকেটার-সাংসদ কীর্তি আজাদের বক্তব্য যদিও সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর মতে, ক্রিকেট, কূটনীতি আর জঙ্গি হানা একসঙ্গে চলতে পারে না। ভারত পাকিস্তানে গিয়ে খেলবে আর পাকিস্তান ভারতে জঙ্গি পাঠাবে, এটা মানা যায় না। পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা উচিত নয়। শেষবার ২০০৮-এ পাকিস্তানে এশিয়া কাপ খেলতে গিয়েছিল ভারত।

রাহুলকে তিন নম্বরে চাইছেন পূজারা

ক্যানবেরা, ২৯ নভেম্বর : মিশন অস্ট্রেলিয়ার শুরুটা দুর্দান্ত হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। কিন্তু পথ চলার এখনও অনেক বাকি।

এগিয়ে চলার লক্ষ্যে কাল থেকে ক্যানবেরার মানুকা ওভালের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার গোলাপি বলে অনুশীলন ম্যাচ শুরু হচ্ছে। কাল থেকে শুরু হতে চলা সেই ম্যাচে দলের অধিনায়ক হিসেবে ফিরতে চলেছেন রোহিত শর্মা। হিটম্যান প্রথম একাদশে ফেরা মানে তিনিই যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ওপেন করবেন। প্রশ্ন এখানেই, কেএল রাহুল কত নম্বরে ব্যাটিং করবেন?

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ধারাভাষ্যের কাজে আপাতত অস্ট্রেলিয়ায় থাকা চেতেশ্বর পূজারা আজ এই প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, রোহিত-যশস্বী ওপেন করলে রাহুল তিন নম্বরে ব্যাটিং করুক। অন্য কোনও জায়গায় যেন রাহুলকে ব্যবহার করা না হয়। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট শেষ পর্যন্ত পারথ টেস্টে ছন্দে ফেরা রাহুলকে কত নম্বরে ব্যাটিং করাবে, কাল থেকে শুরু হতে চলা অনুশীলন ম্যাচে তার আভাস পাওয়া যেতে পারে। তার আগে আজ রোহিতদের পরামর্শ দিয়েছেন পূজারা। দীর্ঘসময় জাতীয় দলের বাইরে থাকা ভারতীয় টেস্ট দলের তিন নম্বর ব্যাটার বলছেন, 'রোহিত ফিরলে স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় দলের ব্যাটিংঅর্ডার বদলাবে। যশস্বীর সঙ্গে রোহিতই ওপেন করবে। এমন অবস্থায় রাহুলকে তিন নম্বরে খেলানো হোক। অন্তত আমার তাই মনে হয়। কারণ, নতুন বল সামলানোর পাশে ইনিংস গড়ার ক্ষমতা ও দক্ষতা রয়েছে রাহুলের। পারথ টেস্টে ও রানও করেছে। তাই ওকেই তিন নম্বরে ব্যবহার করা হোক।'

পারথ টেস্টে তিন নম্বরে ব্যাটিং করেছিলেন দেবদত্ত পাডিক্কাল। তাঁর প্রথম একাদশ থেকে বাদ পড়া এখন সময়ের অপেক্ষা। তার মধ্যেই পূজারা আজ টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং নিয়ে বলেছেন, 'শুভমানের ফিটনেস নিয়ে আমি নিশ্চিত নই। শুনলাম আজ ও অনুশীলন করেছে। অ্যাডিলেড টেস্টের আগে যদি শুভমান ফিট হয়ে যায়, তাহলে ভারতীয় দলের টপঅর্ডারে ওর জায়গা পাওয়া কঠিন হতে পারে। তেমনটা হলে শুভমানকে পাঁচ নম্বরে ব্যবহারের কথা ভাবা যেতে পারে।' শুভমান শেষ পর্যন্ত ফিট হয়ে অ্যাডিলেডে গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট খেলবেন কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে শুভমানকে পাঁচ নম্বরে ব্যাটিংয়ের পরামর্শ নিয়ে হইচই ফেলেছেন পূজারা। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি টিম ইন্ডিয়ার বোলিং নিয়েও মুখ খুলেছেন তিনি। পারথ টেস্টের মতোই বাকি সিরিজেও ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলানোর পরামর্শ দিয়েছে পূজারা। ফলে রবিচন্দ্রন অশ্বীন ও রবীন্দ্র জাদেজাকে বাকি সিরিজেও প্রথম একাদশের বাইরে থাকতে হতে পারে।

চোখের সামনে সতীর্থের মৃত্যু দেখে বিস্মিত ক্রিকেটাররা।

খেলা চলাকালীন ক্রিকেটারের মৃত্যু

পুনে, ২৯ নভেম্বর : খেলা চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক ক্রিকেটারের। ঘটনাটি ঘটেছে গারওয়ারে স্টেডিয়ামে। প্রয়াত ক্রিকেটারের নাম ইমরান প্যাটেল। ৩৫ বছর বয়সি এই ক্রিকেটার বৃহস্পতিবার একটি ম্যাচে ওপেনার হিসেবে খেলতে নামেন। কিছুক্ষণ খেলার পর বুক ও হাতে ব্যথা অনুভব করেন তিনি। আম্পায়ারের সঙ্গে কথা বলে তিনি প্যাভিলিয়নের দিকে হাঁটতে থাকেন। কিছুটা যাওয়ার পরেই আচমকা মাঠের মধ্যে লুটিয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ইমরানকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ইমরানের সতীর্থ নাসির খান বলেছেন, 'ইমরান যথেষ্ট ফিট ক্রিকেটার ছিলেন। কোনও অসুস্থতা ছিল না। ওঁর এভাবে মৃত্যুটা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না।' প্রয়াত এই ক্রিকেটারের বাড়িতে স্ত্রী ও তিন মেয়ে রয়েছে। পেশায় ইমরান একজন ব্যবসায়ী ছিলেন।

হৃদরোগে মৃত্যু বডিবিল্ডারের

ব্রাসিলিয়া, ২৯ নভেম্বর : শারীরিক কসরত করার সময় অসুস্থ হয়ে প্রয়াত হয়েছেন ব্রাজিলিয়ান বডি বিল্ডার জোসে ম্যাথিয়াস কোরেয়া সিলভা। তিনি জিমে শরীরচর্চা করার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাঁর এক বন্ধু জোসেকে স্থানীয় দমকলকেন্দ্রে নিয়ে যান। কিন্তু দমকলকেন্দ্রে একঘণ্টা চেষ্টা করার পরেও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

প্রয়াত ২৮ বছর বয়সি এই বডি বিল্ডার পেশায় একজন আইনজ্ঞ, পুষ্টিবিদ ও জিম ট্রেনার ছিলেন। জোসের ভাই থিয়াগো বলেছেন, 'যাঁরা আমার ভাইয়ের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। ওঁরা সবরকমভাবে চেষ্টা করেছেন।' লাতিন আমেরিকায় বডি বিল্ডিংয়ের জগতে বেশ পরিচিত মুখ ছিলেন জোসে। তিনি সাউথ আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপেও অংশগ্রহণ করেছেন। জোসের মৃত্যুতে ব্রাজিলের ক্রীড়া মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

শারীরিক কসরত করার সময় অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় ব্রাজিলিয়ান বডি বিল্ডার জোসে ম্যাথিয়াস কোরেয়া সিলভার।

অকাল প্রয়াণ দুই ক্রীড়াবিদের

বড় জয়ের পথে দক্ষিণ আফ্রিকা

ডারবান, ২৯ নভেম্বর : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে প্রথম ম্যাচে বড় ব্যবধানে জিততে চলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। শুক্রবার তৃতীয় দিনের শুরুতে ৩ উইকেটে ১৩২ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামে প্রোটিয়ারা। ক্রিস্টান স্টাবস ও টেম্বা বাভুমার জোড়া শতরানের দৌলতে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৬৬ রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার দেয় তারা। স্টাবস ১২২ ও বাভুমা ১১৩ রান করেন। ফলে শ্রীলঙ্কার সামনে জয়ের জন্য লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৫১৬ রান। প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার ১৯১ রানের জবাবে মাত্র ৪২ রানে গুটিয়ে গিয়েছিলেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজরা। পাহাড়প্রমাণ লক্ষ্য নিয়ে খেলতে নেমে শুরুতেই ফিরে যান দুই ওপেনার দিমুথ করুণারত্নে (৪) ও পাথুম নিসাঙ্কা (২৩)। তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে শ্রীলঙ্কার সংগ্রহ ৫ উইকেটে ১০৩। ক্রিজে রয়েছেন অধিনায়ক ধনঞ্জয় ডি সিলভা (০) ও দীনেশ চান্ডিমল (২৯)। দুইটি করে উইকেট নিয়েছেন কাগিসো রাবাদা ও মার্কো জানসেন।

টেস্ট কেরিয়ারের সপ্তম শতরান করে উচ্ছ্বাস হ্যারি ব্রুকের। শুক্রবার।

ব্রুকের শতরানে স্বস্তিতে ইংল্যান্ড

ক্রাইস্টচার্চ, ২৯ নভেম্বর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে ভালো জায়গায় ইংল্যান্ড। পাঁচ নম্বরে নামা হ্যারি ব্রুকের অপরাজিত ১৩২ রানের সৌজন্যে ইংল্যান্ডের স্কোর ৩১৯/৫। নিউজিল্যান্ডের থেকে তারা মাত্র ২৯ রান দূরে।

দিনের শুরুটা যদিও একদমই ভালো হয়নি ব্রুকদের। প্রথম তিন ঘণ্টা আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। সেই সঙ্গে হালকা ঠান্ডা বাতাস সুইং বোলিংয়ের জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করেছিল। যার পরিণতিতে ইংল্যান্ডের প্রথম ৪ উইকেট চলে যায় মাত্র ৭১ রানে। বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ আবার রৌদ্রোজ্জ্বল হলে পিচ ব্যাটিং সহায়ক হয়ে ওঠে। সেই সুবিধা নিয়ে দলকে ম্যাচে ফেরান ব্রুক। পঞ্চম উইকেটে তিনি ওলি পোপকে (৭৭) সঙ্গে নিয়ে ১৫১ রান জোড়েন। পোপ ফিরলে বেন স্টোকস (অপরাজিত ৩৭) যোগ্য সংগত দেন ব্রুককে। তবে ব্রুকের সপ্তম টেস্ট শতরানে কিউয়ি ফিল্ডারদের অবদানও কম নয়। চারবার জীবনদান পান ব্রুকে। শুক্রবার সারাদিনে মোট ছয়টি ক্যাচ ফেলেন তাঁরা।

পাক লিগে নিষেধাজ্ঞা ইংল্যান্ডের

লন্ডন, ২৯ নভেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন নিয়ে এই মুহূর্তে এমনিতেই চাপে রয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এই পরিস্থিতিতে আরও একটা বড় ধাক্কা খেল পিসিবি। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের পাকিস্তান সুপার লিগে খেলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড।

আইপিএলে খেলার অনুমতি দেওয়া হলেও পিএসএল, শ্রীলঙ্কান প্রিমিয়ার লিগ সহ বেশ কয়েকটি টুর্নামেন্টে ইংলিশ ক্রিকেটারদের খেলায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড।

PSL
Pakistan Super League

জানানো হয়েছে, পিএসএল যে সময় অনুষ্ঠিত হয়, সেই সময় ঘরোয়া ক্রিকেট চলে ইংল্যান্ডে। সেক্ষেত্রে দেশের টুর্নামেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ইসিবি জানিয়েছে, 'দুটি সমান্তরাল লিগে ক্রিকেটাররা অংশ নিতে পারবেন না। একইসঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের জন্য কোনও ক্রিকেটার জাতীয় দলের খেলা মিস করলে সেটাও বরদাস্ত করা হবে না।'

ইসিবি-র চিফ এগজিকিউটিভ রিচার্ড গোল্ড জানিয়েছেন, 'ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড এবং ক্রিকেটারদের স্বার্থই আমাদের কাছে অগ্রাধিকার পায়। সেই সব কিছু খতিয়ে দেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া।'

পাতিদার-ভেঙ্কটেশের কাছে হার বাংলার

বাংলা-১৮৯/৯ মধ্যপ্রদেশ-১৯০/৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : ব্যাট-বলের প্রবল যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধ শেষে পরাজিত বাংলা।

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ইতিমধ্যেই জয়ের হ্যাটট্রিক হয়ে গিয়েছে বাংলার। আজ গ্রুপ পর্বের চার নম্বর ম্যাচে আচমকা থমকে গেল বাংলার বিজয়রথ। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ৬ উইকেটে ম্যাচ হারের পরও সুদীপ ঘরামির বাংলা দলের পরের পর্বে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিহার ও মেঘালয়ের বিরুদ্ধে বাকি থাকা দুই ম্যাচেই জিততে হবে বাংলাকে। পাশাপাশি গ্রুপের বাকিদের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে। সোজাকথায়, মুস্তাক আলির নকআউট পর্বে যাওয়ার পথটা কঠিন হয়ে গেল বাংলা দলের।

টসে জিতে রাজকোটের এসসিএ স্টেডিয়ামে শুরুতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত

মুস্তাক আলি ট্রফি

নিয়েছিলেন বাংলা অধিনায়ক সুদীপ। অভিষেক পোড়েল (১৪ বলে ২৫), করণ লাল (৩০ বলে ৪৪), শাহবাজ আহমেদ (১৬ বলে ৩৭), অধিনায়ক সুদীপদের (২১ বলে ২৯) দাপটে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৮৯/৯-এর বড় স্কোর করেছিল টিম বাংলা। বাস্তবে

> কুড়ির ক্রিকেটের কোনও ম্যাচ নিয়েই পূর্বাভাস কঠিন। বোলারদের আরও ভালো করা উচিত ছিল। ব্যাটারদেরও আরও অন্তত ২৫ রান করার দরকার ছিল।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

দেখা গেল মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে সেই রান যথেষ্ট ছিল না। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের দলের অধিনায়ক রজত পাতিদার (৪০ বলে ৬৮) ও শুভ্রাংশু সেনাপতির (৩৩ বলে ৫০) দাপটে দুই বল বাকি থাকতেই ১৯০/৪ করে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় মধ্যপ্রদেশ। মহম্মদ সামির (৪-০-৩৮-০) নেতৃত্বে বাংলার বোলাররা আজ হতাশ করেছেন। সামিও কোনও উইকেট পাননি। বাকিরা চেষ্টা করলেও বাংলার জয়ের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। ম্যাচ হারের পর সন্ধ্যার দিকে হতাশা নিয়ে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা রাজকোট থেকে বলছিলেন, 'কুড়ির ক্রিকেটের কোনও ম্যাচ নিয়েই পূর্বাভাস কঠিন। ছেলেরা চেষ্টা করেছিল। বাস্তবে আমরা হেরে গিয়েছি। বোলারদের আরও ভালো করা উচিত ছিল। ব্যাটারদেরও আরও অন্তত ২৫ রান করার দরকার ছিল।'

'বাংলা বনাম কেকেআর' এভাবেই দেখা হচ্ছিল মধ্যপ্রদেশ ম্যাচকে। সেই ম্যাচের শেষে কেকেআরের আগামী মরশুমের অধিনায়ক তকমা পাওয়া ভেঙ্কটেশ আইয়ারের (৯ বলে অপরাজিত ১২) ব্যাটেই এল মধ্যপ্রদেশের জয়ের রান। রাজকোট থেকে মধ্যপ্রদেশ ও কেকেআরের কোচ পণ্ডিত উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'ভালো ম্যাচ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমরা জিতেছি। দলের জয়ে সকলেরই সমান অবদান রয়েছে।' মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে সম্মানের ম্যাচে হারের পর মুস্তাক আলিতে বাংলার নকআউট ভাগ্য কোন পথে যায়, সেটাই এখন দেখার।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ দেবরূপা রায় প্রামাণিক : আজ তোমার অষ্টম জন্মবার্ষিকীতে রইলো প্রাণভরা আশীর্বাদ ও ভালোবাসা- **মা ও বাবা (পায়েল ও দেবল), দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।**

বিবাহবার্ষিকী

☺ Swapan Kr. Chanda (Baba) & Purnima Chanda (Maa) : Happy 35th Marriage Anniversary.

☺ শুভ ৫০তম বিবাহবার্ষিকী বাবা ও মা : তোমাদের দুজনকে বাবা মা ডাকতে পেরে আমরা গর্বিত। তোমাদের দুজনের সুস্থ ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। তোমাদের আশীর্বাদের হাত আমাদের মাথার ওপর সবসময় থাকুক। - **মামন, বাপ্পা, মান্টি ও সকল পরিবারবর্গ। লেকটাউন, শিলিগুড়ি।**

বিওএ মসনদ হারালেন মুখ্যমন্ত্রীর ভাই স্বপন

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মসনদ হারালেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্থার নির্বাচনে চন্দন রায়চৌধুরীর কাছে বিপুল ভোটে পরাজিত হয়ে সভাপতি পদ খোয়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই।

শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় বিওএ-র বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন। চার বছর আগে দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে সভাপতি পদে বসেছিলেন স্বপন ওরফে বাবুন। এবার বিদায়ি সভাপতির লড়াই ছিল ভারোত্তোলন সংস্থার কর্তা চন্দনের সঙ্গে। নির্বাচনে কার্যত একপেশেভাবেই পরাস্ত হলেন বাবুন। ৬৮টি ভোটের মধ্যে এদিন ৬৭ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ব্যক্তিগত কাজে বাইরে থাকায় ভোট দেননি ফেন্সিং সংস্থার কর্তা রাজেশ কুমার। এছাড়া দুটি ভোট বাতিল হয়। নির্বাচনে চন্দন ৪৫-২০ ব্যবধানে হারান বাবুনকে।

স্বপনের গোটা প্যানেলই হেরে গিয়েছে। বিওএ-র বিদায়ি কোষাধ্যক্ষ জহর দাস হলেন সংস্থার নতুন সচিব। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোষাধ্যক্ষ পদে বসছেন কমল মৈত্র। নতুন সাত সহ সভাপতি হলেন- অনিল ভার্গব, বিশ্বরূপ দে, গৌতম সিনহা, কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, রামানুজ মুখোপাধ্যায়, রূপেশ কর ও ভিকে ঢালি। এছাড়া চার সহসচিব হলেন, দিলীপ পালিত, শম্ভু শেঠ, সুরভি মিত্র ও তপন বক্সী।

এদিকে, এবার বিওএ নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। দুজন সরকারি অবজার্ভারের উপস্থিতিতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করেন তিনি। যদিও বাবুন গোষ্ঠীর তরফে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, 'সরকারি অবজার্ভার রেখে বিওএ-র নির্বাচন পরিচালনা করা নিয়মবহির্ভূত।' এই ব্যাপারে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও দাবি করেন তিনি। হারের পর বাবুন বলে গেলেন, 'খেলায় হারজিত থাকেই। আমি ময়দানের মানুষ। এত সহজে ময়দান ছাড়ব না। খেলা হবে।'

জয়ের পর নবনির্বাচিত সভাপতি জানালেন, 'সবাই পরিবর্তন চেয়েছে তাই হয়েছে। অজিতদার আশীর্বাদ তো ছিলই। সকলের সাহায্য নিয়ে ছোট খেলাগুলোকে আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চাই।' ডিসেম্বরের শুরুতেই প্রথম বৈঠকে বসবে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি।

রিটার্নিং অফিসার অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে জয়ের শংসাপত্র নিচ্ছেন চন্দন রায়চৌধুরী। ছবি : প্রতিবেদক

ইসি-তে উত্তরবঙ্গের একমাত্র প্রতিনিধি শিলিগুড়ির রজত

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কার্যনির্বাহী সমিতিতে (ইসি) উত্তরবঙ্গের একমাত্র হিসেবে জায়গা করে নিলেন শিলিগুড়ির রজত দাস। শুধু তাই নয়,

অভিযোগ করলেন বঞ্চনার

শুক্রবার কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে আয়োজিত নির্বাচনেও বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের রজত একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন। সেই প্রসঙ্গ তুলে উত্তরের প্রতি বঞ্চনার অভিযোগও তিনি করেছেন। যা তাঁর দাবি মতো সভার মিনিটসেও নথিভুক্ত করা হয় বলে রজত জানিয়েছেন।

নির্বাচনের আগে ওপেন ফোরামে রজত বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গের আটটি জেলা থেকে একমাত্র প্রতিনিধি আমি। অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি-যুগ্ম সচিবের গুরুত্বপূর্ণ পদে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হচ্ছে না। এটা উত্তরবঙ্গের প্রতি বঞ্চনা, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমার এই অভিযোগ সমর্থন করেছেন বিশ্বরূপ দে (যিনি এদিন সহ সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন)। বলেছেন, এই স্বর আগামীদিনেও ধরে রাখার। ইসি-তে যথেষ্ট সংখ্যক মহিলাকে প্রতিযোগিতার সুযোগ না দেওয়াটাও সঠিক পদক্ষেপ নয়।'

বিদায়ি সভাপতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবশ্য মন্তব্য, 'এটা আমাদের বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাজেন্ডায় তুলে নেওয়া হয়েছে। প্রথা অনুযায়ী দেখা হবে।'

বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষক মান্তু ঘোষও সমর্থন করেছেন রজতের অভিযোগকে। বলেছেন, 'আমি মনে করি সঠিক অভিযোগই তুলে ধরেছেন তিনি। আমরা বরাবরই বঞ্চনার শিকার। দেখা যাক রজতের এই বক্তব্যের পর উত্তরবঙ্গের এই টেবিল টেনিস নিয়ে ওঁরা উৎসাহী হয় কিনা।'

দলে একাধিক পরিবর্ত, সমস্যা নয় মোলিনার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : একটা সময়ে দায়িত্ব নিয়ে সামাল দিয়েছেন স্পেন ফুটবলের ডামাডোল। এহেন একজনের কাছে দলে একাধিক পরিবর্ত থাকা ও তাঁদের মানসিকভাবে ঐক্যবদ্ধ রাখা খুব বড় কোনও কাজ নয়, তা বুঝতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার পড়ে না।

একই পজিশনে একাধিক ফুটবলার থাকায় কাকে বসিয়ে কাকে খেলাবেন, এটা যে কোনও কোচের কাছে সমস্যা। কিন্তু উলটো পথে হেঁটে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা ফুটবলার হাতে না থাকলেই মাথাব্যথা বাড়ত বলে জানিয়ে দিলেন। তাঁর মন্তব্য, 'এই রকম যদি হত যে দিমি (পেত্রাতোস) নেই, তাহলে কাকে খেলাব? যদি অনিরুদ্ধ থাপার পরিবর্ত খুঁজতে হত তাহলেই

আইএসএলে আজ

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম চেন্নাইয়ান এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ ও জিও সিনেমায়

সেটা সমস্যার। কিন্তু একই পজিশনে একাধিক ফুটবলার থাকা সুবিধাই। ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী যাঁকে প্রয়োজন তাঁকেই নামানোর সুবিধা আমি নিতে পারছি, এর থেকে ভালো অবস্থা একজন কোচের আর কী হতে পারে? বরং আমার দল নামানোর ক্ষেত্রে কোনও ভুল করা চলবে না।' তিনি মুখে যতই বলুন না কেন, আগের দুই ম্যাচেই নিজের পুরোনো ফর্মে ফেরার প্রাণপণ চেষ্টা যে দিমি করছেন, এটা দেখা গিয়েছে। আবার ফিট হয়ে ওঠা গ্রেগ স্টুয়ার্টের সঙ্গে জেমি ম্যাকলারেনের বোঝাপড়ায় গোলমুখে অজি তারকাকে অনেক বেশি কার্যকরী লেগেছে। তাই ওয়েন কোয়েলের মতো পোড়খাওয়া কোচের দলের বিরুদ্ধে দুইজনের মধ্যে কাকে খেলাবেন, সেটা নিয়ে মোলিনাকে রাতভর ভাবতে হতে পারে।

এই মরশুমে কোয়েলের দলে ধারাবাহিকতার অভাব আছে। আবার বেশ কিছু কঠিন ম্যাচ সবাইকে অবাক করে তারা জিতেওছে। জামশেদপুর এফসি-কে পাঁচ গোল দেওয়ার পর একটা ম্যাচও জেতেনি চেন্নাইয়ান। মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে ড্র ও কেরালা ব্লাস্টার্সের কাছে ০-৩ গোলে হার। তাই চেন্নাইয়ান এফসি কোচ চাইছেন এই ম্যাচটাকে কাজে লাগাতে হবে। বলেছেন, 'নিজেদের সেরা ফর্মে ফিরতে এটাই সেরা ম্যাচ। কেরালা ম্যাচটা ড্র করতে পারতাম কিন্তু হয়নি। মোহনবাগান আমাদের পরীক্ষা করবে। আর আমাদের ওদের বিরুদ্ধে সেই পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। তাছাড়া মোহনবাগানের বিরুদ্ধে আইএসএলের সব দলই তো জিততে চায়!' যা শুনে আবার মুচকি হাসি মোলিনার মুখে, 'আমি এখানে আগে এটিকেতে কোচিং করিয়ে গিয়েছি। তখন চ্যাম্পিয়ন হয়েছি কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। কিন্তু এবার এসে কী দেখলাম... না, মোহনবাগান এমন একটা ক্লাব যাদের বিপক্ষে দেশের সব দল জিততে চায়। তাই চেন্নাইয়ানও চাইবে, এ আর নতুন কথা কী! তবে আমার দলে সকলেই পেশাদার। ওরা জানে ৩ পয়েন্ট পেতে হলে কী করতে হয়।' গত পাঁচ ম্যাচের মধ্যে চারটেতেই ক্লিনশিট ও জয়। স্বাভাবিকভাবেই এটা বাড়তি উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে। শনিবার ম্যাচ জিতলে আবার এক নম্বরে যাওয়ার সুযোগ থাকছে মোহনবাগানের কাছে। কিন্তু এই তথ্যকে গুরুত্বই দিচ্ছেন না মোলিনা। যা ছেলেদের বলেছেন সেটাই সম্ভবত এদিনও বললেন, 'এখনই এসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। লম্বা লিগ। অনেক উত্থানপতন হবে।'

প্রথম দফা প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। যত লম্বা লিগই হোক না কেন, এই পরিস্থিতিতে শুরুর দিকেই যত বেশি পয়েন্ট তুলে নিতে চাইবে যে কোনও কোচই। নিশ্চিতভাবেই চেন্নাইয়ানকে হারিয়ে শীর্ষেই থাকতে চাইবেন বাগান কোচও।

ইস্টবেঙ্গলের প্রথম জয়ের কৃতিত্ব ব্রুজোঁর

হেডে বল জালে রাখছেন ইস্টবেঙ্গলের দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। শুক্রবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। ছবি : ডি মণ্ডল

ইস্টবেঙ্গল-১ (দিয়ামান্তাকোস)
নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : কথায় বলে, ডাক্তাররা রোগ ধরে ফেললে তা সারানো সহজ হয়ে যায়।

ইস্টবেঙ্গলের নয়া কোচ অস্কার ব্রুজোঁ দলটার রোগ ধরে ফেলায় তাঁর পক্ষে সেটা সারাতে সময় লাগছে না। তাই ৯ জনেও পারেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে রুখে দিতে। তেমনি আবার এদিন স্রেফ অঙ্ক কষে হারিয়ে দিলেন নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র মত এই মরশুমের অন্যতম সেরা দলকেও। আইএসএলে অবশেষে প্রথমবার ১-০ গোলে জয়ের জন্য তাই ফুটবলারদের থেকে বাড়তি কৃতিত্ব প্রাপ্য লাল-হলুদ কোচেরই।

ব্রুজোঁ এসেই বুঝেছিলেন, এই দলটার মধ্যে উচ্চাকাঙ্খা কমে গিয়েছে অনেক। আর সমর্থকরাও না পেতে পেতে অল্পতেই খুশি। তিনি তাই ফুটবলারদের মানসিকতায় সম্ভবত পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে বাড়তি খাটাখাটনি করেছেন। এদিন তাই নর্থইস্টের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই অন্য ইস্টবেঙ্গলকে চোখে পড়ল। যার ফলস্বরূপ ২৩ মিনিটের মধ্যে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। কর্নার থেকে অনেক পা ঘুরে বল বাঁদিকে দাঁড়ানো মাদিহ তালালের কাছে এলে তিনি দ্বিতীয় পোস্টের সামনে দাঁড়ানো দিমিত্রিয়োস দিয়ামান্তাকোসকে তুলে দিলেন। গ্রিক স্ট্রাইকার হেডে গোল করতে ভুল করেননি। ১ মিনিটে জিকসন সিংয়ের তোলা বল পিভি বিষ্ণু ট্যাপ করেও গোলে রাখতে পারেননি। ৪ মিনিটে তালালের ফ্রি কিক ভালো বাঁচান গুরমিত সিং। ইস্টবেঙ্গল কোচের হোমওয়ার্কের জেরে খেলার জায়গাই পেলেন না আলাদিন আজারেই। সবসময় তাঁকে জোনাল মার্কিংয়ে রেখে গেলেন আনোয়ার আলি ও মহম্মদ রাকিপ। তবু তিনি অসাধারণ বলেই হয়তো এরই ফাঁকে একবার প্রায় গোল করে ফেলেছিলেন। ৩৭ মিনিটে ভুয়ানথাঙ্গলুন সামতের তোলা বলে তাঁর হেড ক্রস পিসে লাগে।

এর বাইরে এদিন নর্থইস্টকে বেশ ছন্নছাড়া লেগেছে। তবে শুধু আজারেই নন, নেস্টর অ্যালবিয়াক বা জিতিন এমএসরাও সেভাবে দাগ কাটতে পারেননি। বিরতির পর নেস্টরের বদলে গুইলেরমো ফার্নান্ডেজকে নামানোয় খানিকটা গতি এলেও নর্থইস্টের আক্রমণের ধার বাড়েনি। ৬৮ মিনিটে বিষ্ণুকে বক্সের ঠিক মাথায় ওরাম বেকে ফেলে দিলে ইস্টবেঙ্গল পেনাল্টি দাবি করলেও তা দেননি রাহুলকুমার গুপ্তা। ৭২ মিনিটে বিষ্ণুকে ফের দ্বিতীয়বার ধাক্কা মারায় রেফারি দ্বিতীয় হলুদ ও লাল কার্ড দেখান মহম্মদ আলি বেমাম্মারকে। ১০ জন হয়ে যাওয়ার পর আর ফিরে আসার সুযোগও ছিল না নর্থইস্টের কাছে। এদিন হিজাজি মাহেরের বদলে হেক্টর ইউস্তেকে ডিপ ডিফেন্সে খেলানোটাও তাঁর মাস্টার স্ট্রোক। বয়স হলেও তিনি দায়িত্ব নিয়ে খেলেন। ফলে আনোয়ারও সাহসী হতে পেরেছেন। লালচুঙ্গনুঙ্গাও সাইডব্যাক পজিশনে অনেক বেশি ভালো খেলছেন স্টপারের থেকে। তবে ম্যাচের ৮৮ মিনিটে অকারণে দ্বিতীয় হলুদ ও লাল কার্ড দেখাটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়। প্রতি ম্যাচে লাল কার্ড দেখাটা যেন নিয়মে পরিণত করে ফেলেছেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। তবু এভাবে খেলতে পারলে দলটা কতটা উপরে উঠতে পারবে, তা সময়ই বলবে। কিন্তু এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়, ইস্টবেঙ্গলের মত ক্লাবের প্রাপ্য সম্মানটা ফিরিয়ে আনতে পারবে।

এদিনের পর ৮ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট দাঁড়াল চার। এক ধাপ উপরে উঠে মহমেডানকে ধরতে পরের ম্যাচে চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে অন্তত ড্র তো দরকারই। নর্থইস্ট ১০ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরেই থাকল।

ইস্টবেঙ্গল ঃ গিল, রাকিপ, আনোয়ার, হেক্টর, নুঙ্গা, বিষ্ণু (সায়ন), সাউল, জিকসন (লাকড়া), শৌভিক, তালাল ও দিয়ামান্তাকোস (ক্লেইটন)।

ফিট হচ্ছেন আদজেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : শুক্রবার থেকে বল পায়ে অনুশীলনে নেমে পড়লেন মহমেডানের নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার জোসেফ আদজেই। এদিন যুবভারতীর ট্রেনিং গ্রাউন্ডে দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন করলেন তিনি। শনিবার দলের সঙ্গে তিনি জামশেদপুর যাচ্ছেন। তবে তিনি প্রথম একাদশে থাকবেন কি না, এখনও ঠিক করেননি কোচ। এদিন অনুশীলনে চেরনিশভ সিচুয়েশন প্রাকটিস করালেন। বারংবার প্র্যাকটিস থামিয়ে ফুটবলারদের ভুলত্রুটি শুধরে দিতে দেখা গেল তাঁকে। শনিবার দুপুরের ট্রেনে জামশেদপুর যাচ্ছে মহমেডান। সোমবার ইস্পাতনগরীর দলটির বিরুদ্ধে খেলবে সাদা-কালো শিবির।

বিশ্ব দাবায় ড্র গুকেশের

সিঙ্গাপুর, ২৯ নভেম্বর : দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে ড্র করলেন ডোম্মারাজু গুকেশ। এর ফলে

গুকেশ ও ডিং লিরেন দুই দাবাড়ুর পয়েন্ট দাঁড়াল ২। এদিন ৪২ চালের পর খেলা ড্র হয়। লিরেন বলেন, 'গতকালের বিশ্রাম হারের ধাক্কা কাটিয়ে ভালো খেলতে সাহায্য করেছে।' অন্যদিকে গুকেশের মন্তব্য, 'আমি ভালো চাল দেওয়াতে বিশ্বাস করি। চেষ্টা করি ভালো চাল দিতে।'

অনুশীলনের ফাঁকে হালকা মেজাজে জেসন কামিংস ও দিমিত্রিস পেত্রাতোস।

রুবেনের কোচিংয়ে প্রথম জয় লাল ম্যাঞ্চেস্টারের

লন্ডন, ২৯ নভেম্বর : ইউরোপা লিগের গ্রুপ পর্বের খেলায় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ৩-২ গোলে হারিয়েছে বোরোপ্লিমটকে। অন্যদিকে, আরেক ইংলিশ জায়েন্ট টটেনহ্যাম ২-২ গোলে ড্র করেছে এএস রোমার সঙ্গে।

ড্র টটেনহ্যামের

বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে ঘরের মাঠে বোরোপ্লিমটের মুখোমুখি হয়েছিল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ম্যাচের শুরুতেই আলেহান্দ্রো গারনাচোর গোলে এগিয়ে যায় ম্যাঞ্চেস্টার। পরে বিপক্ষের হাকন ইভজেন ও ফিলিপের গোলে পিছিয়ে পড়ে রেড ডেভিলস। ৪৫ ও ৫০ মিনিটে জোড়া গোল করে ম্যাঞ্চেস্টারকে জয় এনে দেন রাসমুস হোজলুন্ড। এটাই নয়া কোচ রুবেন অ্যামোরিমের অধীনে প্রথম জয় ম্যাঞ্চেস্টারের। ম্যাচের পর পর্তুগিজ কোচ বলেছেন, 'ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে খেলা দেখতে আসা অর্ধেক মানুষ আমাকে জানে না। আমি পর্তুগাল থেকে এসে এখনও ক্লাবের জন্য বিশেষ কিছু করিনি। তারপরেও দর্শকরা যেভাবে আমায় স্বাগত জানিয়েছে, সেটা ভোলার নয়।'

জোড়া গোলে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে জয় এনে দিলেন রাসমুস হোজলুন্ড।

এদিকে, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড জিতলেও ঘরের মাঠে রোমার বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করেছে টটেনহ্যাম। তাদের হয়ে গোল করেন কোরিয়ান তারকা সন হিউং-মিন ও ব্রেন্নান জনসন। অন্যদিকে, রোমার হয়ে গোল করেন ইভান ডিকা ও ম্যাট হামেলস। পাশাপাশি অন্য ম্যাচে রিয়াল সোসিয়াদাদ ২-০ গোলে আয়াক্সকে হারিয়েছে। অলিম্পিক লিয়ঁ ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে কোয়ারাবাগ এফকে-কে।